আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৪১ || সোমবার || আষাঢ় ২৮ || ১৪২৮ || জিলহজ্ব ২ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 41 || 12 July || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

সৌদি আরবে ২০ জুলাই ঈদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আগামী ২০ জুলাই মঙ্গলবার সৌদি আরবে ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। দেশটির সর্বোচ্চ আদালত আজ রবিবার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**





মহাকাশে পালাচ্ছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনীরা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সফলভাবে মহাকাশের প্রান্ত থেকে ঘুরে এলেন যুক্তরাজ্যের উদ্যোক্তা রিচার্ড ব্র্যানসন। ছোটবেলা থেকেই মহাকাশযাত্রার স্বপ্ন তাঁর। টুইটারে সে কথা আগেই বলেছেন। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হলো। ক্ষণিকের জন্য মহাকাশের সীমা থেকে ঘুরে এলেন এই ব্রিটিশ ধনকুবের। তাঁর মহাকাশভ্রমণ প্রতিষ্ঠান ভার্জিন গ্যালাকটিকের 'ইউনিটি ২২' নামের নভোযান প্রথমবারের মতো মানুষ নিয়ে অভিযান। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো থেকে নিজের কোম্পানির রকেটে করে ব্র্যানসন মহাকাশযাত্রা করেন। ১৭ বছর ধরে এই রকেট তৈরি করেছে তাঁর কোম্পানি। ভ্রমণ সম্পর্কে ব্র্যানসন বলেছেন, 'জীবনের অন্যতম অভিজ্ঞতা।' মহাকাশ ভ্রমণ শেষে নিরাপদে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে তিন গুণ বড় গ্রহের খোঁজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জোতির্বিজ্ঞানীরা এঞ্চও-১২৩১ ন নামের নতুন একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যেটির অবস্থান আমাদের সৌরজগৎ থেকে বহুদূরে। পৃথিবী থেকে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

মোদির মন্ত্রিসভায় গাইবান্ধার নিশীথ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত বুধবার (৭ জুলাই) দেশটির মন্ত্রিসভায় রদবদল করেছেন। মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক। এরপর থেকে তাঁর পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়নের ভেলাকোপা গ্রামে খুশির বন্যা বইছে। মোদির মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ৩৫ বছর বয়সী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর বাপ-দাদার ভিটা গাইবান্ধার ভেলাকোপায়। এখনো সেখানে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



মানসিক অবসাদ কাটাতে যোগাসন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক সারাদিনের কাজের চাপে নিজের বিশ্রামটাই ঠিকমত নেওয়া হয় না। অনেকসময় রাতে ঘুম হয় না আর এ থেকে পরের দিন সকালে শরীরে ক্লান্তি **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালে বাংলাদেশি কিশোয়ার চৌধুরী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার ১৩তম আসরে রুবি চিকেন কারি তৈরি করে বিচারকদের মন জয় করে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপার শিরোপা জয় আর্জেন্টিনার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কোপা আমেরিকার বহুলকাঙ্ক্ষিত ফাইনালে ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে ফুটবলের দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। আর প্রথম একাদশে চমক হিসেবে নামা পিএসজি ফরোয়ার্ড আনহেল ডি মারিয়ার দুর্দান্ত এক গোলে ব্রাজিলকে হারাল আর্জেন্টিনা। সেলেকাওদের ১-০ তে হারিয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা ঘরে তুলল আলবিসেলেস্তেরা। **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ৪০ লাখ ৩৫ সহস্রাধিক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১৮ কোটি ৬৮ লাখ ৪১ হাজার ৩৫৬ জন এবং মারা গেছে ৪০ লাখ ৩৫ হাজার ১৭৭ জন। বিশ্বে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

৬৮ বছরের পুরনো যে রেকর্ড ছুঁলেন মেসি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২৮ বছর পর কোপা আমেরিকার খেতাব পুনরুদ্ধার করল আর্জেন্টিনা। এর আগে, **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



বিয়ে করলেন পরীমণি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আকস্মিকভাবেই বিয়ে করে ফেললেন চিত্রনায়িকা পরীমণি। আকস্মিক মানে একদমই আকস্মিক। তার বরের নাম **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
BI Developer with Power BI & SQL Server
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (929) 601-8565 NY (347) 658-9284
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

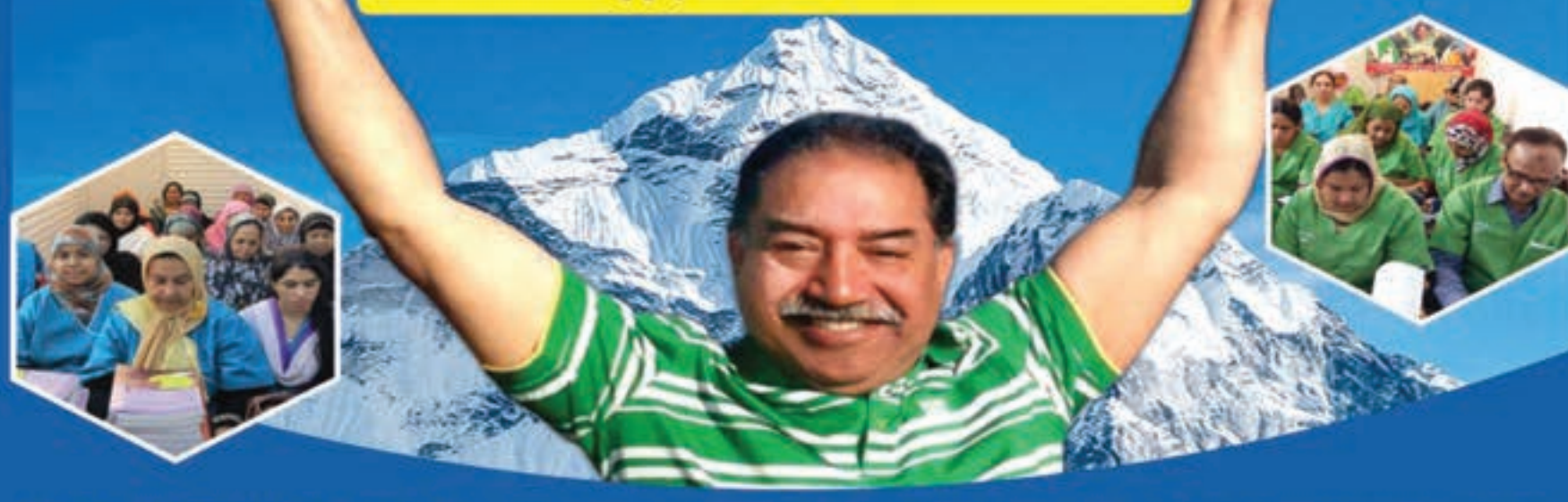
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 12 // 2021

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অফিসার পরিচয়ে প্রতারণা, একজন আটক



কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) থেকে প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত অফিসার পরিচয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় কামরুল হাসান হিমেল নামক এক প্রতারককে গ্রেফতার করেছে সিটি-সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ। এ সময় হিমেলের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ফেসবুক আইডি, মোবাইল ফোন, সিমকার্ড, ফেইক ফেসবুক ও হোয়াটসএ্যাপ আইডি উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত হিমেল কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের বাগৃহাল গ্রামের বাসিন্দা আনহার হোসেনের ছেলে। কুলাউড়া পৌর শহরের সাদেকপুর রোডে ভাড়া বাসায় থাকত সে। বুধবার (৭ জুলাই) সিলেট জেলার (বাকি অংশ ৮ পাতায়)



চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক শাহানা হানিফকে অভিনন্দন

নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন-২০২১ ফুলে ফুলে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ব্রুকলীন ডিষ্ট্রিক-৩৯ এর ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারীতে নির্বাচিত শাহানা হানিফকে। ব্রুকলীন শাহানা হানিফের পিতা চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি, সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানিফ-এর নিজ বাসায় গত ৬ই জুলাই রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শাহানা হানিফকে অভিনন্দন জানানো হয়।

এই সময় এসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ হাসান চৌধুরী, নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ মোর্শেদ রেজভী চৌধুরী ও নির্বাচন কমিশনার মাষ্টার নাসির উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, শাহানা হানিফ ব্রুকলীন ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ কাউন্সিলওমেন হিসেবে চূড়ান্তভাবে ৫৭% ভোট পেয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছেন। শাহানা হানিফ প্রথম বাঙালী মুসলিম নারী, চট্টগ্রামের সন্তান এবং মোহাম্মদ হানিফ এর সুযোগ্য কন্যা।

এসময় সেখানে উপস্থিত সকলে চট্টগ্রামবাসী শাহানা হানিফের বিজয়ে গর্ববোধ করেন। চিটাগাং এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ আরো বলেন, চট্টগ্রামের প্রবাসীদের পক্ষে নির্বাচন কমিশন শাহানা হানিফকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আমরা শাহানা হানিফের জন্য প্রবাসী সকল বাংলাদেশী ভাই বোনের কাছে দোয়া চাই। আল্লাহ যেন শাহানা হানিফকে সুষ্ঠু শরীরে আগামী নভেম্বর নির্বাচনে বিজয় নিয়ে বাঙালী সন্তান নিউইয়র্ক সিটি হলে প্রবেশ করেন এবং বাঙালীদের সুখে দুঃখে সঙ্গী সাথী হয়ে কাজ করতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা শাহানা হানিফ এর সফলতা এনে দিবে ইনশাআল্লাহ্। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শহীদের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রিন্সিপ্যাল খন্দকার এনামুল করিম শহীদ (৭১) আর নেই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। মঙ্গলবার ৬ জুলাই (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ সময় রাত ১০ টা ২৫ মিনিটের দিকে ঢাকাস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে, নাতি-নাতনী আত্মীয় স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার বাড়ি টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলায় হলেও তিনি নিজ পরিবার নিয়ে পৌর শহরের থানাপাড়া বসবাস করতেন।

প্রিন্সিপ্যাল খন্দকার এনামুল করিম শহীদ টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল এবং টাঙ্গাইলের 'লর্ড ব্যাডেন পাউয়েল' খ্যাত সাবেক জেলা স্কাউট লিডার, লৌহজং নদী রক্ষা আন্দোলন ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সভাপতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

প্রিন্সিপ্যাল এনামুল করীম শহীদ ১৯৭০ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়াকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এই কলেজের জিএস নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মজলুম জননেতা খ্যাত মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অনুসারী এই ছাত্রনেতা ছিলেন অসীম সাহসী। সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমপি রফিক হত্যাকান্ডের জন্য তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকার তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে। কিন্তু এক বছর না পেরোতেই জেল থেকে তিনি মুক্ত হন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বামপন্থীদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেন। পরবর্তীতে তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে এবং সাংগঠনিক দক্ষতার গুণেই দেশব্যাপী ছাত্রদলের বিকাশ ঘটে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানে রাজনীতিতে বিশ্বাসী এনামুল করীম শহীদ সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৯ সালে ঢাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে নির্বাচন করে প্রতিদ্বন্দ্বি মাহমুদুর রহমান মান্না'র কাছে পরাজিত হন এবং সেই সময়ে ঢাকসু'র অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সর্বিক সহায়তা দান করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পরে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এলে প্রিন্সিপ্যাল শহীদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে কারাবন্দী বন্দী হন এবং পরবর্তীতে মুক্তি পান।



তিনি এরশাদ সরকারের আমল থেকেই সহায়-সম্বল উজাড় করে টাঙ্গাইলের ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে প্রিয় নেতা 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী' নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বেশ কয়েক বছর হলো অবসরে গিয়ে তিনি টাঙ্গাইল শহরের থানাপাড়ার বাসায় বসবাস করছিলেন।

নামাজে জানাজা: মরহুম প্রিন্সিপ্যাল এনামুল করীম শহীদের নামাজে জানাজা পরদিন বুধবার (৭ জুলাই) বাদ জোহর টাঙ্গাইল বেবিস্ট্যান্ড মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক টাঙ্গাইলবাসী জানাজায় অংশ নেন। তার মরদেহ টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবর স্থানে দাফন করা হয়।

এদিকে টাঙ্গাইল সহ দেশ ও প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রিন্সিপ্যাল এনামুল করীম শহীদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for al patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



সম্প্রীতির পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো পূনর্মিলনী ও বনভোজন





























(শেষের পাতার পর)

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানটি অন্যন্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। সবার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে উৎসবমুখর আর প্রাণবন্ত। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির অদূরে নয়নাভিরাম সানকিন মেডো ষ্টেট পার্কের ই অর্চার্ড প্যাভেলিয়নে রোববার (১১ জুলাই) আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো- আড্ডা, খেলাধুলা, র‍্যাফল ড্র প্রভৃতি। ছিলো সকালের নাস্তা, দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আবার কারখানায় আগুন

অবহেলায় আর কত প্রাণ যাবে

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতার কর্ণগোপ এলাকায় সজীব গ্রুপের মালিকানাধীন হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজের ছয়তলা কারখানা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগুনের সূচনা গত বৃহস্পতিবার (১ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে। ২৬ ঘণ্টা পর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। উদ্ধার করা লাশগুলো এতটাই পুড়েছে যে তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত হতে ডিএনএ পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। স্বজন হারানো মানুষকে লাশ বুঝে পেতে সপ্তাহ তিনেক অপেক্ষা করতে হবে। নিখোঁজ কর্মীদের খোঁজে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে ভিড় করছে তাঁদের স্বজনরা।

আগুন লাগার ঘটনার পর নানা খবরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে নানা অসংগতিও। কারখানা কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, তাদের কর্মী সংখ্যা ছয় হাজার। বৃহস্পতিবার বিকেলে ৪০০ শ্রমিক ওভার-টাইম কাজ করছিলেন। অন্যদিকে শ্রমিকদের দাবি, কর্মী সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। আগুন লাগার পর আটকা পড়েন শতাধিক। তাৎক্ষণিকভাবে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, ফয়েল পেপার, তেলসহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ন্ত্রণ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কারখানার ছাদে ওঠার একটি সিঁড়ির তালাবদ্ধ থাকা এবং জরুরি বহির্গমনের পথ না থাকায় শ্রমিকরা আটকা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। কারখানার ভবনটিতে আগুন নেভানোর সরঞ্জাম যেমন ছিল না, তেমনি জরুরি বের হওয়ার প্রয়োজ-নীয় সংখ্যক পথও রাখা হয়নি বলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মতে, ৩৫ হাজার বর্গফুট আয়তনের ছয়তলা ওই কারখানা ভবনে অগ্নি নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তাঁরা দেখেননি; জরুরি বের হওয়ার প্রয়োজনীয় সংখ্যক পথও সেখানে ছিল না। কারখানার একটি সিঁড়ি বন্ধ না থাকলে অনেক প্রাণ বাঁচানো যেত বলে মনে করছেন তাঁরা। ঘটনার তদন্তে ফায়ার সার্ভিস পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলকারখানা পরিদপ্তর। ঘটনা তদন্তে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাত সদস্যের আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। একাধিক তদন্ত কমিটির তদন্তে সজীব গ্রুপের হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজে অগ্নিকা◌ের কারণ হয়তো জানা যাবে। তদন্ত কমিটিগুলো আবারও নতুন নতুন সু-পারিশ করবে। কিন্তু যে কারণে অগ্নিকান্ডের ঘটনা, তা দেখার কি কেউ ছিল না?

যেকোনো কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটার পর বারবারই নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসে। আলোচিত হয়। কিন্তু সজীব গ্রুপের হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি বলে দিচ্ছে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়ে মালিকদের কোনো দৃষ্টি নেই। অন্যদিকে শিশুশ্রমের বিষয়টি নতুন করে সামনে চলে এলো এই অগ্নিকান্ডের ঘটনায়।

কয়েক দিন আগেই মগবাজারে এক বিস্ফোরণে কয়েকজনের প্রাণ গেল। একইভাবে অনেক মানুষের প্রাণ গেছে তাজরীন ফ্যাশনস, রানা প্লাজা, নিমতলী কিংবা চুড়িহাট্টার অগ্নিকান্ডের ঘটনায়। প্রতিবার প্রাণহানির পর বেরিয়ে এসেছে নানা অনিয়ম আর অবহেলার কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, কত দিন এই অনিয়ম? অবহেলায় আর কত প্রাণ যাবে?

বিশ্ব জনসংখ্যা কোন দিকে যাচ্ছে?



হাসান আলী

হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম শেষে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে উন্নীত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে করতে একসময় পৃথিবীর জনসংখ্যা কয়েক হাজারে নেমে এসেছিল। সেই মহাস-ংকটকালে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল। একের পর এক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আবিষ্কার মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে। মানুষ ক্ষুধা, ভয়, রোগশোক মোকাবিলা করে মানবসভ্যতার বিকাশে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে।

গোষ্ঠীগত স্বার্থে, সম্পদ রক্ষায়-অর্জনে, খুন-মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ আর মহামারিতে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বড়ো ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি করতে পারেনি। মাত্র ১৮৭ বছরের ব্যবধানে ১৯৮৭ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে উন্নীত হলো। জাতিসংঘ ১৯৮৭ সালে সাধারণ অধিবেশনে ৪৫/২১৬ রেজুলেশন মোতাবেক ১১ জুলাইকে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে গ্রহণ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর চিকিৎসায় নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী, শাসক-গবেষক, পন্ডিত-অধ্যাপকবৃন্দ জনসংখ্যার মারাত্মক বিস্ফোরণে আঁতকে উঠলেন। কীভাবে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তা নিয়ে শুরু হলো গবেষণা-পরিকল্পনা। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ মূলত তিনটি



কারণে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে–এক. যৌনসুখ, দুই. বংশরক্ষা এবং তিন. বৃদ্ধ বয়সে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা।

চারদিকে আওয়াজ উঠল–দুটি সন্তানই যথেষ্ট। শিশুর আগমন ঠেকাতে ১৯৭৯ সালে চীন এক সন্তান নীতি কঠোরভাবে চালু করে। ২০২০ সালে চীনে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৪৯ লাখ বেশি ছিল। বিপুলসংখ্যক যুবকের বিপরীতে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক যুবতী সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। বিশ্বে ১৯৭০ সালে নারী গড়ে সন্তান জন্ম দিত ৪ দশমিক ৫ জন আর ২০১৫ সালে জন্ম দিয়েছে ২ দশমিক ৫ জন। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, থাইল্যান্ড, জার্মানি ও গ্রিসে জন্মহার আশঙ্কাজ-নকভাবে কমছে। জাতিসংঘের মতে, পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে ২০২১ সালের শেষে ৭৯০ কোটি, ২০৩০ সালে ৮৫০ কোটি, ২০৫০ সালে ৯৭০ কোটি আর ২১০০ সালে হবে ১ হাজার ৯০ কোটি। সম্প্রতি বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত গবেষণা রিপোর্ট ল্যানচ্যাটে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে প্রথিবীর জনসংখ্যা আর বাড়বে না, বরং কমতে থাকবে। সেটা হয়তো দূর ভবিষ্যতের বিষয়। গবেষকেরা বলছেন, ২০৬৪ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে ৯৭৩ কোটি আর ২১০০ সালে হবে ৮৭৯ কোটি। ২১০০ সালে প্রবীণ (৬৫+) জনসংখ্যা হবে ২৩৭ কোটি আর ২০ বছরের নিচে তরুণ জনসংখ্যা হবে ১৭০ কোটি। বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ২০২০ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৮২ লাখ আর ২০২১ সালে ১৬ কোটি ৯১ লাখ। জন্মহার ছিল যথাক্রমে ২০১৯ সালে ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ, ২০২০ সালে ১ দশমিক ৩২ শতাংশ, ২০২১ সালে ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। বিপুলসংখ্যক প্রবীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য, চিকিৎসা, ওষু-ধপত্র, বাসস্থান, সেবা, সুপেয় পানি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। প্রবীণদের সেবাযত্ন নিশ্চিত করতে বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষিত স্বাস্থসেবাকর্মী লাগবে। ফলে কৃষি উৎপাদনে, কলকারখানায়, সেবা খাতে শ্রম ঘাটতি দেখা দেবে। তবে একটি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যার সংকট এবং কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। ফলে দেশভেদে জনসংখ্যানীতির বাস্তবায়ন প্রয়োজন হবে। তথ্যসূত্র : ল্যানচেট, জাতিসংঘ রিপোর্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান

লেখক: গবেষক

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

অধিকার সচেতন হোক সর্বস্তরের মানুষ



ড. এ কে এম নুর-উন নবী

পৃথিবীতে এখন সাড়ে সাতশ কোটির বেশি মানুষের বসবাস। ক্রমে এ সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বের কিছু দেশ ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, কিছু দেশ মাঝপথে রয়েছে; আর কিছু দেশ এখনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই আনতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সফল বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে, অন্যদিকে গড় আয়ু বেড়েছে। এই ফলাফল এসেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কারণে। কিন্তু কভিড পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বকে এক অ-নশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে।

১১ জুলাই ছিলো বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। করোনা মহামারি বাস্তবতার চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ও অধিকার ও পছন্দই মূল কথা :প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জন্মহারে সমাধান মেলে। দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এক. অধিকার; এ অধিকার হতে পারে মানবাধিকার কিংবা প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার। এ অধিকারগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। দুই. পছন্দ; এই পছন্দ হতে হবে স্বাধীন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- নারী বলছে শরীর তার, সুতরাং সিদ্ধান্তও তার। নারী কখন বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হবে, কখন সন্তান ধারণ করবে, কোন ধরনের কর্মে যুক্ত হবে- এ সিদ্ধান্ত একান্তই তার। এটাই স্বাধীন পছন্দ কিংবা স্বেচ্ছা পছন্দ। এই স্বাধীন পছন্দ বাস্তবায়ন করা না গেলে স্লোগান শুধু স্লোগানেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

অধিকার ও স্বাধীন পছন্দের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু নির্দেশক দেখতে পাই। এক. কর্তৃত্ব ও অধিকার:পরিবারের ভেতরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্রে নারীর কর্তৃত্ব ও অধিকার কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুই. সুযোগ: পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কতটুকু। তিন. শিক্ষার্জন:শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে নারী কি নিজের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, নাকি পরিবার বা আত্মীয়স্বজন তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে? চার. দারিদ্র্য:দারিদ্র্য আমাদের সবার পছন্দকে সংকুচিত করলেও এর প্রভাব নারীর ওপর বেশি থাকে। পাঁচ. ক্ষমতায়ন:নারীর ক্ষমতায়নে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। স্বাধীন চিন্তা বা পছন্দের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া। কিন্তু নারী কি সে সুযোগ পাচ্ছে?; ছয়. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা:প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নানাবিধ সংকট। সাত. সুরক্ষা বলয়:যে কোনো দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী। নারীর সুরক্ষা বলয় খুবই দুর্বল। বিশেষ পরিস্থিতিতেও নিজের সুরক্ষার জন্য পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় নারীকে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও বয়স্ক নারীদের সুরক্ষা বলয় আরও নাজুক। আট. আত্মনিয়ন্ত্রণ:নারী তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবঞ্চিত। নারীর শরীর পরিচালিত হয় পুরুষের ইচ্ছায়। সন্তান ধারণ, প্রসব, সন্তানসংখ্যা, গর্ভধারণের সময়সহ এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা ও মতামতকে এখনও গৌণ করে দেখা হয়। নয়. নারীর কর্মসংস্থান:নারীদের অনেকেই এমনকি শিক্ষিত ও দক্ষ অনেক নারী কর্মে যোগ দিতে পারে না পরিবারের চাপে। কেউ কর্মে যোগ দিলেও নানা প্রতিবন্ধকতা সামনে হাজির হয়। দশ. নারীর প্রতি সহিং-সতা:নারী প্রতিনিয়ত শারীরিক, মান-সিক ও বাচনিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারীর সুরক্ষা বলয়সহ তার স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ সহিংসতা রোধ করে সমঝোতামূলক সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে। এগারো. অসমতা:সামগ্রিকভাবে এসব নির্দেশকের কিছু অর্জিত হলেও আমরা পুরুষ-নারীর মধ্যে বৈষম্য বা অসমতা দেখতে পাই। একই শ্রম দিয়ে নারীরা কম পারিশ্রমিক পায়। কয়েক দিন আগে আমরা একটি লজ্জাকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করলাম। বলা হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের শেষ সম্মান জানানোর প্রক্রিয়ায় নারী প্রশাসকরা অংশ নিতে পারবেন না। এ ছাড়া সমাজের নানা ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। সমাজে এসব নির্দেশক আছে বলেই নারীর স্বাধীন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।



নারীর অধিকার নিয়ে আমাদের অনেক উদ্যোগ রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পছন্দের প্রতিফলন ঘটছিল। আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কভিড পরিস্থিতির কারণে সেই চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অধিকারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কভিডের কারণে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ। শিক্ষার্থীরা বসে থাকছে। কর্মসংস্থান সীমিত হওয়ায় মানুষ কাজ হারিয়েছে ও হারাচ্ছে। নতুন করে কাজে যোগদান করার সুযোগও কম। এ রকম অ-নশ্চয়তায় বাল্যবিয়ে বাড়ছে। ইতোপূর্বে এ সূচকে যতটুকু অগ্রগতি এসেছিল, তা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। করোনা মহ-ামারির মধ্যে দেশে ১৩ শতাংশ বাল্যবিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিগত ২৫ বছরের **(বাকি অংশ ০৮ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ফজর	৩.৫৮	৩.৫৯	৪.০০	৪.০১	৪.০২	৪.০৩	৪.০৫
সূর্যোদয়	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮
জোহর	১.০১	১.০১	১.০১	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২
আসর	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১১
মাগরিব	৮.২৯	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৭	৮.২৭	৮.২৬	৮.২৫
এশা	১০.০৪	১০.০৩	১০.০৩	১০.০১	১০.০০	৯.৫৯	৯.৫৮

আফগানিস্তান নিয়ে এবার প্রতিবেশীদের ‘মহাযুদ্ধ’



আলতাফ পারভেজ

আমেরিকা তার ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধ শেষে আফগানিস্তান ছাড়ছে। ভিয়েতনাম থেকে ফেরার মতোই এটা। সেখান থেকে ফিরেছিল তারা ১৮ বছর ৯ মাসে। তাদের পাঁচ প্রেসিডেন্ট ধারাবাহিকভাবে ওই যুদ্ধে শরিক ছিলেন। আর আফগান যুদ্ধের ২০ বছরে বুশ ও ওবামার দুই মেয়াদ ছাড়াও ট্রাম্প ও বাইডেনের আমল সাক্ষী হয়ে থাকল।

দুই জায়গা থেকেই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরল ওয়াশিংটন। ভিয়েতনামে ৫৯ হাজার জনবল হারায় তারা। সেই তুলনায় আফগানিস্তানে ক্ষতি কম–আড়াই হাজারের মতো। আর্থিক অপচয় আফগানিস্তানে বেশি–প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলার।

এসব হিসাব ছাড়িয়ে ভিয়েতনামের মতোই আফগানিস্তানেও আমেরিকা পাহাড়সম মানবিক বিপর্যয়ের ক্ষত রেখে যাচ্ছে। ২০ বছরে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন বেসামরিক মানুষ মারা গেছে সেখানে।

আফগান যুদ্ধে স্থানীয় সমাজের জয়!

ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তান যুদ্ধের অনেক মিল থাকলেও অমিলটাই বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ শেষে ছিল স্থানীয় সমাজে তীব্র আশাবাদ, একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার স্বপ্ন। কাবুলে এই মুহূর্তটি অনিশ্চয়তার কালোমেঘে ঢেকে আছে। বিদেশি সেনাদের বিদায়ে বিজয়ের উৎসব নেই সেখানে। দেশের সব দিকে ভ্রাতৃঘাতী হানাহানির শঙ্কা বাড়ছে প্রতিদিন।

আফগান যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা ইরাকেও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। উভয় জায়গায় তাদের বড় ব্যর্থতা, পছন্দমতো কোনো টেকসই সরকার গড়তে না পারা। এ মুহূর্তে ন্যাটোর সৈন্যরা যখন আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন চরম অনিশ্চয়তায় পড়বে তাদের এত দিনের স্থানীয় সহযোগীরা। খুব শিগগির এরা যে পুরোনো প্রতিপক্ষদের খাদ্যে পরিণত হবে, সেটা প্রায় নিশ্চিত। ইতিমধ্যে কাবুলে ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে–কত দিন আমেরিকার পুতুল সরকার টিকবে! সর্বোচ্চ মেয়াদ ধরা হচ্ছে ছয় মাস। ইতিমধ্যে প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি হারিয়েছে রাজধানী।

আমেরিকার এই ব্যর্থতা আবারও প্রমাণ করছে, বন্দুকের জোরে কোনো সমাজেই স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি পাল্টে দেওয়া যায় না। সেই কাজ রাজনৈতিক, রাজনীতিবিদদেরই সেটা করতে হয়; এর সামরিক বিকল্প নেই। আফগান যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে স্থানীয় সামাজিক শক্তির জয় হয়েছে। এই শিক্ষা বিশ্বজুড়ে সামরিক আগ্রাসন কমালে সেটাই হবে আফগান যুদ্ধ শেষের ভালো প্রাপ্তি।

গৃহযুদ্ধের শঙ্কা থাকছেই

তালেবান নিয়মিত বলে যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের পর তারা কোনো বিদেশি সৈন্যকে দেশে সহ্য করবে না। এর অর্থ, ন্যাটোর সমর্থন নিয়ে টিকে থাকা কাবুল সরকারকে এবার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপন শক্তিতে, যা অসম্ভব। এই সরকারের অনেক সেনা তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইছেন না। অনেকে নিজেদের অবস্থান ছেড়ে তালেবানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এই সূত্রে তালেবান অনেক উন্নত অস্ত্র এবং ন্যাটোর রেখে যাওয়া যানবাহন পাচ্ছে নির্বিঘ্নে।

উত্তরাঞ্চল থেকে প্রায় ১১০০ সরকারি সৈন্য অবস্থান ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে তাজিকিস্তানে। সরকারি সৈন্যদের মনোবল কত দুর্বল, এ ঘটনা তার বড় সাক্ষী। এই সীমান্তের বাদাকশান প্রদেশের অধিকাংশ জেলা এখন তালেবানের নিয়ন্ত্রণে।

আমেরিকার সৈন্যরা যত দেশে ফিরছেন, আফগানিস্তানজুড়ে তালেবানের ছায়া প্রশাসন তত দৃশ্যমান হচ্ছে। দেশের যেসব এলাকা এত দিন দখল করতে পারেনি তারা, সেসবও দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসছে। সব মিলে দেশটির ৪২১ জেলার প্রায় অর্ধেকে সুবিধাজনক



অবস্থায় আছে তালেবান। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলে তালেবানের অগ্রযাত্রা রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের বিস্মিত করেছে। এসব অঞ্চলে তাজিক ও উজবেকদের আধিপত্য বেশি। এদের ঐতিহাসিকভাবে তালেবানবিরোধী শক্তি মনে করা হতো। কিন্তু তালেবান এদের অনেককে কাছে টানতে পেরেছে, যা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের প্রমাণ।

তবে সামরিকভাবে অপ্রতিরোধ্য থাকলেও তালেবানরা তাদের প্রতি আস্থার সংকট থেকে অন্যদের মুক্তি দিতে পারছে না। বিশেষ করে অনেক জাতি ও গোত্রে বিভক্ত আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে নিয়ে সম্মিলিত একটা সরকার গঠনে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাই বিবাদের শর্ত থেকেই যাচ্ছে। উদ্বেগে আছে নারীসমাজ ও শিক্ষার্থীরাও। স্কুল-কলেজ নিয়ে তালেবান পুরোনো অবস্থানে থাকবে, নাকি নতুন কোনো নীতি নেবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। নারীসমাজের চলাফেরায় আগের মতো এখনো কঠোর বিধিনিষেধের পক্ষে তারা। যেসব জেলা তাদের নিয়ন্ত্রণে যাচ্ছে, সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদমাধ্যমের মাঠপর্যায়ের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সংঘাত ও হতাহতের স্থানীয় বিবরণ আর মিলছে না। তবে তালেবানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা সংবাদমাধ্যমের ওপর নতুন করে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।

সামরিক ফ্রন্টের পাশাপাশি কূটনীতিক পরিসরেও তালেবানের সফলতা বিপুল। মাঠে শক্তিশালী অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতি পুরোনো নেতিবাচক মনোভাব পাল্টাচ্ছে। ভারত, রাশিয়া, চীনের তালেবান নীতিতে বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তালেবান দ্রুত এককভাবে ক্ষমতায় আসতে চায়। তবে দেশজুড়ে আঞ্চলিক বিভিন্ন শক্তির হাতেও বিপুল অস্ত্র ও জনবল আছে। তাদের বাদ দিয়ে তালেবান একাই সরকার পরিচালনায় উদ্যোগী হলে সামরিক সংঘাতের শঙ্কা থাকবেই।

রাশিয়া ও মধ্য এশিয়াকে শরণার্থীর ভাগ নিতে হবে

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফেরায় সবচেয়ে খুশি রাশিয়া, চীন ও ইরান। কিন্তু মাঠের পরিস্থিতিতে এসব দেশের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ারও উপাদান আছে। তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন সশস্ত্র গোপন দলের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হওয়ার সুযোগ আছে, যা বিশেষভাবে রাশিয়া ও আশপাশের দেশগুলোর জন্য হুমকি। তালেবানদের ক্ষমতায় থাকতে হলে এই উদ্বেগ দূর করতে হবে। রাশিয়া এ মুহূর্তে সে রকম দর-কষাকষিতে আছে। এ বিষয়ে তালেবান তাদের আশ্বস্ত করতে পারলেও আইএসসহ অ-তালেবান গ্রুপগুলো থেকে আগামী দিনে আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে অস্থিরতার শঙ্কা থাকছেই।

কাবুলে তালেবান সরকার নিয়ে মস্কোর আপত্তি নেই। তবে আমেরিকা চলে যাওয়ামাত্র আফগানিস্তানে নতুন করে সহিংসতা বাড়লে রাশিয়াসহ মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে শরণার্থীর কিছু ভাগ নিতে হবে। মহামারির মধ্যে কোনো দেশ সেটা চাইছে না।

বহুমাত্রিক লাভ দেখছে চীন-পাকিস্তান

আফগান পরিস্থিতিতে নিজেদের জন্য সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা দেখেছে চীন। তালেবাননিয়ন্ত্রিত অবস্থাতেই আফগানিস্তানকে পেতে উদগ্রীব তারা। চীন পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান তার অর্থনৈতিক করিডরে আফগানিস্তানকেও যুক্ত করতে পারবে বলে আশা করছে। তালেবানের জন্যও এটা সুবিধাজনক হবে। ক্ষমতা পেলে দেশের পুনর্গঠনে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে অর্থকড়ির উদার সহায়তা লাগবে তাদের। তালেবান-বেইজিং এই সমীকরণ সফল হলে পাকিস্তানেরও এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বাড়বে। আফগানিস্তান পাকিস্তানের জন্য বড়সড়ো বাজারও বটে। এসব মিলিয়ে আমেরিকার দেশে ফেরা থেকে চীন ও পাকিস্তানই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে আশাবাদী অবস্থায় আছে। বালুচিস্তান থেকে কান্দাহার পর্যন্ত রেল যোগাযোগ গড়তে চায় তারা তালেবানকে সঙ্গে নিয়ে।

তবে পাকিস্তানের জন্য নীরব এক বিপদের দিক হলো, আফগানিস্তানে তালেবানদের শক্তিশালী অবস্থান তাদের দেশে অনুরূপ রাজনৈতিক শক্তির জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ হয়ে উঠবে।

তালেবানের পাকিস্তানী শাখা হলো তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান বা টিটিপি। এদের প্রায় পাঁচ হাজার সশস্ত্র কর্মী আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়ে আছে। কাবুল তালেবানের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া মানে টিটিপির জন্য আফগানিস্তান নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠা। এরপর টিটিপি অবশ্যই নিজ দেশে একইভাবে ক্ষমতাশালী হতে চাইবে। দেশটির আফগান সীমান্তবর্তী ট্রাইবাল এলাকায় তাদের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে এখনই। এ ছাড়া পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ও সরকারে দেশের তালেবানের মোকাবিলায় নৈতিক সাহসের সংকট আছে। পাশের দেশে তালেবানের মদদ দিয়ে নিজ দেশে একই আদর্শের কর্মীদের গুলি চালানোর ন্যায্যতা খুঁজে পাওয়া এই শাসকদের পক্ষে কঠিন। উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সেনাবাহিনীর ওপর প্রায়ই হামলা হয় এবং আসন্ন দিনগুলোতে এটা বাড়ার প্রবল শর্ত তৈরি হচ্ছে। পাকিস্তানের জন্য আরেক বিপদের দিক হলো, তালেবান রাজত্বে যদি শান্তি না আসে, তাহলে লাখ লাখ আফগান শরণার্থীর দেশে ফেরাও অনিশ্চিত থাকবে।

আফগান যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা ইরাকেও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। উভয় জায়গায় তাদের বড় ব্যর্থতা নিজেদের পছন্দমতো কোনো টেকসই সরকার গড়তে না পারা।

সব মিলে, আফগানিস্তানে তালেবানকে মদদ দিয়ে পাকিস্তান নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনছে কি না, সেটা বিশাল এক প্রশ্ন। কোনো কোনো রাজনৈতিক ভাষ্যকার মনে করেন, পাকিস্তান বড় এক জুয়া খেলায় বসেছে এবার। চীন-পাকিস্তানের ৬০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক করিডর স্থিতিশীল আফগানিস্তানকে সঙ্গে পেলে বিশ্ব অর্থনীতির নতুন ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। আবার চীন-রাশিয়ার স্বীকৃতি পেলে আফগান তালেবানের পাকিস্তান-নির্ভরতা অনেক কমে যাবে। তখন টিটিপিকে আরেকটি আফগানিস্তানের জন্য এগোনোর ইঙ্গিত দিতে দেরি করবে না তালেবান।

ভারতীয় স্বার্থের ক্ষয়ক্ষতি

আশপাশের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে আসন্ন আফগানিস্তান নিয়ে বেশি দুর্ভাবনায় আছে ভারত। দুই দশকে ন্যাটোর দূরবর্তী মিত্র হিসেবে দেশটিতে তারা যে বিপুল বিনিয়োগ করেছে, তার পুরোটা পানিতে ধুয়েমুছে যেতে চলছে। ভারত তালেবানের তরফ থেকে প্রতিশোধের এত বেশি শঙ্কা করছে যে নিজেদের নাগরিকদের সরিয়ে আনতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

কাবুল ছাড়াও আফগানিস্তানে ভারতের চারটি কনস্যুলেট থেকে এত দিন ন্যাটো-সমর্থিত সরকারের সঙ্গে মিলে যেসব ‘কর্মসূচি’ পরিচালিত হয়েছে, তার অনেক কিছু এরই মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হেরাত ও জালালাবাদের কনস্যুলেট অপারেশন আগেই বন্ধ হয়েছে। মাজার-ই-শরিফ ও কান্দাহারের কাজকর্মও বন্ধের পথে। আফগান পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত মোড় পরিবর্তনে ভারতের আফগান-নীতিও আমূল বদলে গেছে। তালেবানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসার চেষ্টায় আছেন তাদের কূটনীতিকেরা। পাকিস্তানের বাধায় সেটা সহজ হবে না।

আফগানিস্তানে ভারতের যারা ঐতিহাসিক মিত্রশক্তি, সেই তাজিক ও উজবেকদের দুর্বল দশা নয়াদিল্লির জন্য একটা খারাপ বার্তা। তালেবাননিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান কাশ্মীর পরিস্থিতির জন্যও ভারতের শঙ্কার কারণ হতে পারে। আফগান মুজাহিদরা আমেরিকাকে পরাজিত করার উদ্দীপনায় কাশ্মীরের দিকেও নজর দিতে পারেন এবং তাতে পাকিস্তানের নীরব সায় থাকারও ভয় করছে নয়াদিল্লি।

তালেবাননিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানকে গভীর মনোযোগে রাখছে ইরানও। ঘরের কাছ থেকে আমেরিকা বিতাড়িত হওয়ায় তারা খুশি। কিন্তু আফগানিস্তানে আইএস শক্তিশালী হয়ে উঠলে ইরানে প্রতিশোধ হামলার শঙ্কা আছে। স্থানীয় শিয়া ‘হাজারা’দের নিরাপত্তা নিয়েও তেহরান উদ্বিগ্ন। ভারতের মতোই তাদের কূটনীতিকেরাও মাজার-ই-শরিফ ছেড়েছেন। তবে তালেবানের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক অতীতের মতো আর তিক্ত নেই। তাতে শিয়াদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা কতটা বন্ধ হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা মিলছে না। বিশেষ করে তালেবান রাজত্বে আফগানিস্তানে আইএস কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তার ওপর হাজারাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে।

আমেরিকার ‘প্ল্যান-বি’ সম্পর্কে যখন কেউ কিছু জানে না!

চীন, পাকিস্তান ও ইরানের দিক থেকে সবুজসংকেত আফগানিস্তানে তালেবানের জন্য এই মুহূর্তে বড় এক স্বস্তি। তবে দেশটিতে সরকার গঠন প্রশ্নে পাকিস্তান ও চীনের অবস্থানের সঙ্গে ইরানের মতভেদ আছে। ইরান মনে করে, কাবুলে এমন একটা সরকার থাকা উচিত, যারা সব জাতি, ধর্ম, বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করবে। তেহরানের এই অবস্থান রাশিয়া ও ভারতের অবস্থানের কাছাকাছি হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেশটি চীনের দিকেই ঝুঁকে আছে। চীনের সঙ্গে ইরানের অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক ব্যাপকতা আফগানিস্তান প্রশ্নেও দুই দেশকে কাছাকাছি রাখছে। ইরান ও চীনের এই ঘনিষ্ঠতা আফগানিস্তান ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়াতেও প্রভাব ফেলবে। তবে আফগানিস্তান পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেই কেবল সেটা হতে পারে। সংঘাত-সহিংসতা নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় গেলে পাকিস্তান, ইরান, চীন, রাশিয়া–সবার জন্য সেটা দীর্ঘস্থায়ী দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষ করে আফগানিস্তান নিয়ে আমেরিকার ‘প্ল্যান-বি’ সম্পর্কে কেউ যখন স্পষ্টভাবে কিছু জানে না।

লেখক: দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

অধিকার সচেতন হোক সর্বস্তরের

(৫ পাতার পর)

মধ্যে সর্বাধিক। সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনাকালে অভিভাবকের কাজকর্ম না থাকায় ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তার কারণে বাল্যবিয়ে বেড়েছে ৮৫ শতাংশ। আর সন্তানের স্কুল খোলার অনিশ্চয়তায় বেড়েছে ৭১ শতাংশ। এছাড়া করোনা মহামারি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় অনিরাপত্তাবোধের কারণেও বাল্যবিয়ে বাড়ছে। সেভ দ্য চিলড্রেনের গ্লোবাল রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী আনুমানিক পাঁচ লাখ মেয়ে বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে আছে। আর বাল্যবিয়ের শিকার ১০ লাখ মেয়ে সন্তানসম্ভবা হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। করোনা মহামারির কারণে ২০২৫ সালে বাল্যবিয়ের সংখ্যা বেড়ে মোট ছয় কোটি ১০ লাখ পর্যন্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সংস্থাটি।

করোনাকালে বাল্যবিয়ের পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। বাড়ছে পারিবারিক কলহ, বিয়ে বিচ্ছেদ ও সামাজিক অপরাধ। যুবসমাজ ডিজিটাল মাধ্যমে আসক্ত হচ্ছে; মাদকের দিকে ঝুঁকছে। এতে অন্যান্য অপরাধের মতো ডিজিটাল অপরাধও বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে। কিছুদিন আগে আমরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নারী পাচারের লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছি। কভিডের নানামুখী প্রভাবে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সংকুচিত হয়েছে। এপ্রিলের পর থেকে নভেম্বরে এসে এ সেবা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আবার তা সংকুচিত হয়েছে। কভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে সেবাদাতারা তাদের পরিদর্শন কর্ম সীমিত করেছে। ফলে সচেতনতা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কভিড পরিস্থিতি বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কীভাবে সেবাদান অব্যাহত রাখা যায়, সে বিষয়ে সেবাদাতাদের তেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়নি।

কভিড পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এসব অধিকার ও ইচ্ছা পুরো মাত্রায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আমরা বাস্তবে কতটুকু অটোনমাস, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এর পরও কিছু অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করেছি, এখন উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছি। দেশে অনেক উন্নত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা অভাবনীয় মাত্রায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। বাংলাদেশ কভিড মোকাবিলায় নিজস্ব অর্থায়নে ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি শুরু করেছি অনেক আগেই। কিছুদিন টিকাদান কর্মসূচি ব্যাহত হলেও আবার এর অগ্রগতি হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশে তৃতীয় ডোজের টিকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে নিশ্চয়তা বাড়াতে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা টিকা পাননি বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা যাচ্ছে না। সুতরাং এ কর্মসূচির গতি বাড়াতে হবে।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, দেশে বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯১ লাখ। এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করার বড় মাধ্যম হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। করোনা পরিস্থিতির কারণে মানবসম্পদ তৈরির প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে হবে। মানুষের নানান অধিকার প্রতিষ্ঠায় সজাগ থাকতে হবে। পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। মানুষের মধ্যে আরও বেশি শিক্ষা ও তথ্যের বিস্তার ঘটাতে হবে। সর্বোপরি, মানুষকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে।

লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অফিসার পরিচয়ে

(৩ পাতার পর)

সদর থানার সুরমা টাওয়ার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম টিম।

কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম টিমের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ইশতিয়াক আহমেদ পিপিএম সূত্রে জানা জায়, গ্রেফতারকৃত হিমেল প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অফিসারের নিজস্ব ফেসবুক আইডি হতে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ছবি সংগ্রহ করে। অভিযুক্ত ফেসবুক এ্যাকাউন্ট থেকে সংগৃহীত ছবি দিয়ে ফেইক ফেসবুক আইডি খুলে বিভিন্ন পেশার লোকদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট প্রেরণ করে পরিচিত হত। অতঃপর তাদের চাকুরীর লোভ, চাকুরীজীবিদের ভাল জায়গায় পোস্টিং, সরকারি কোয়াটার্স দেওয়ার কথা বলে প্রতারণামূলকভাবে বিভিন্ন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, গ্রেফতারকৃত কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে কয়েক লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে বিজ্ঞ আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদনসহ প্রেরণ করলে আদালত ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বলে পুলিশের এ কর্মকর্তা জানান।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সেখে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

আইফোন ১৩ ডিজাইন ফাঁস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপলের আইফোনের নতুন সিরিজে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। এতে এ-১৫ চিপ ও ফাইভজি মডেম ছাড়া প্রত্যাশিত কিছুই থাকছে না। নতুন আইফোনের ডিজাইন ফাঁস হওয়ার পর জানা গেছে, এতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসেনি। অথচ চলতি বছরের শুরু থেকেই অ্যাপল বড় পরিবর্তনের কথা বলে আসছিল। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, ক্যামেরা ও ব্যাটারির পরিবর্তনের পাশাপাশি নতুন ডিসপ্লে এবং এ-১৫ চিপ ও ফাইভ-জি মডেম থাকবে। কিন্তু নতুন সিরিজে থাকছে কেবল এ-১৫ বায়োনেট চিপসেট ও ফাইভ-জি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আইফোন ১৩ সিরিজে সন্তুষ্ট না হলে ব্যবহারকারীর জন্য কেবল একটি পথই খোলা রয়েছে। সেটি হলো আইফোন ১৪ সিরিজের জন্য অপেক্ষা করা। তবে নতুন আইফোন সিরিজের ডিজাইন ফাঁসের ঘটনা এই প্রথম নয়।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

বাজেট সমন্বয়ে সিটিজেনশীপের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি আহ্বান

একথা সকলেরই জানা আছে যে, আমেরিকান প্রিম এন্ড প্রমিজ এ্যাক্ট (এইচ, আর, ৬) এবং কৃষ্টি শ্রমিক আধুনিকীকরণ এক্ট এফ ডব্লিউএসএ (এইচআর, ১৬০৩) দ্বিদলীয় সমর্থনে গত ১৮ মার্চ, ২০২১ এ হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ পাশ করেছে। দুটি বিলই অনেক ইমিগ্র্যান্টের জন্যে আমেরিকার দরজা খুলে দেবে। দুটি বিল পাশে ইমিগ্র্যান্ট এডভোকেট গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দুটি বিল পাশের ফলে ড্রিমার এবং তাদের পরিবারের অব্যবহৃত সদস্যদের জন্য নাগরিকত্বের পথ কুলে দেবে। তবে তা সিনেটে আটকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। যে কারণে বিশেষজ্ঞ অনেকে মনে করেন, বিলগুলো বাজেট সমন্বয়ের মাধ্যমে পাশ করে নেয়াটা হবে উত্তম পন্থা। ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অনেক বিলই অতীতে বাজেট সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরাও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি- নিজেদের এলাকার কংগ্রেস সদস্য ও সিনেটরদের কাছে ই-মেইল এবং টেলিফোন করে। এছাড়াও আমরা স্থানীয় কমিউনিটি নেতাদের এবং তাদের পার্টির নেতাদের সমর্থন লাভের জন্য বলতে পারি। যাতে স্ট্যাটাস নেই এমন ইমিগ্র্যান্টদের নাগরিকত্ব লাভের পথ উন্মুক্ত হয়া তাদের অবহিত করতে এই মর্মে যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে আন-ডকুমেন্টেড মানুষের লিগ্যাল স্ট্যাটাস দেয়ার পক্ষে অধিকাংশ আমেরিকান সমর্থন জানিয়েছেন।

জুলাই ২০২১ ভিসা বুলেটিন

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের (ডিওএস) জুলাই ২০২১ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য জুন মাসের পারিবারিক ভিসা প্রপ্তি নিচে দেয়া হলোঃ

ফ্যামিলি -স্পন্সর অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফওয়ান) আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা- নভেম্বর ১৫, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী এবং শিশু সন্তানেরা ও অবিবাহিত পুত্র কন্যা-

এ. (এফ ২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী এবং ২১ বছরের কমবয়সী সন্তানেরা - চলতি।

বি (এফবি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ২১ বছর বা ততোর্ধ অবিবাহিত পুত্র, কন্যা- সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র, কন্যা - নভেম্বর ১, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই বোনেরা ফেব্রুয়ারী ৮, ২০০৭।

চাকরি ভিত্তিকে অগ্রাধিকারসহ আরও বিস্তারিত জানতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারিকালে আমেরিকান দূতাবাসগুলোতে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অগ্রাধিকরঃ

গত ৩০ এপ্রিল, ২০২১ যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমেরিকান দূতাবাসগুলোতে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অগ্রাধিকার আপডেট করেছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেস্টট ডিপার্টমেন্ট বিশ্বব্যিাপী ভিসা কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিশ্বমহামারির কারণে



ভিসা কার্যক্রমে যে বাঁধা এবং ব্যাকলগ সৃষ্টি হয়েছে তা কামিয়ে আনতে আমেরিকায় বিভিন্ন দূতাবাস এবং কনস্যুলেট ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অগ্রাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দূতাবাস এবং কনস্যুলেটগুলো কেবল ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করছে না, একই সঙ্গে কিছু কিছু নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসার কাজও করছে। প্রত্যেক দূতাবাস ও কনস্যুলেট হোস্ট দেশের অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভিসার সংখ্যা এবং ধরন নির্ধারণ করবে। কারণ আমেরিকান দূতাবাস ও কন্স্যুলেটগুলো আবেদকারীর সংখ্যা হ্রাসে সামাজিক দূরত্ব ও অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। নির্দিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলো রুটিন ভিসা দেয়ার কাজ শুরু করবে।

আমেরিকান দূতাবাস ও কন্স্যুলেটগুলো নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা দেয়া শুরু করতে এবং প্রক্রিয়া বাড়াতে ইমিগ্র্যান্টদের শ্রেণিভেদে স্তর বিন্যাসের ব্যবস্থা করেছে। অগ্রাধিকার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্যাটগরির প্রধান তালিকাগুলো নিচে তুলে দেয়া হলোঃ

স্তর একঃ সাক্ষাত আত্মীয় (যাদের যোগ্যতার বয়স পার হেয় যাচ্ছে) এবং কতিপয় বিশেষ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা (এসকিউ এবং ইউএস সরকারের কাজ করছে এমন আফ-গানিস্তান ইরাকের নাগরিক)।

স্তর দুইঃ সাক্ষাত রিলেটিভ ভিসাঃ ফিয়াসে ভিসাঃ ফিয়াঁসে ভিসা ও পত্যাগত রেসিডেন্ট ভিসা।

স্তর তিনঃ পারিবারিক অগ্রাধিকার ভিসা এবং বিদেশে আমেরিকান সরকারের কতিপয় বিশেষ চাক-রিজীবীর এসই ভিসা।

স্তর চারঃ চাকরির অগ্রাধিকর এবং ডাইভারসিটি ভিসাসহ অন্যান্য সব ইমিগ্র্যান্ট ভিসা।

অনেক দূতাবাস ও কন্স্যুলেটে সকল ইমিগ্র্যান্ট ভিসার উল্লেখযোগ্য জট অব্যাহত আছে যা আমরা আরও উল্লেখ করেছি। এই অগ্রাধিকর নির্ধারণের নির্দেশকিায় বলা হয়েছে সীমাবদ্ধ সম্পর্ক ব্যবহার করে যতবেশি সম্ভব হ্রাস করে আনা। অগ্রাধিকর পরিকল্পনায় এও পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক মাসে স্তর ৩ এবং স্তর ৪ এসব কতিপয় কেসের জন্য সূচি নির্ধারণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করছে যে, বিশেষ করে স্তর ৩ এবং স্তর ৪ এর ভিসা আবেদনকারীরা অব্যাহত বিলম্বের মুখোমুখি হবে। এছাড়াও ডাইভারসিটি ভিসা প্রোগ্রামসহ কতিপয় প্রোগাম আইন অনুযায়ী অর্থ বছরের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে। এছাড়াও কোভিড মাহামরির কারণে সৃষ্ট জট এবং প্রক্রিয়াগত অসুবিধার জন্য বিলম্বের অবসান ঘটাতে যতবেশি সম্ভব ডাইভারসিটি ভিসার প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে প্রসেস করার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

ইউএস সি আই এস ঘোষণা করেছে যে বায়োমেট্রিক সাক্ষাতকারের পুনঃ তারিখ টেলিফোনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে। এ জন্যে ইউএসসিআইএ-স'র ৮০০-৩৭৫-৫২৮৩ নম্বরে ফোন করে বায়োমেট্রিকের এপয়েনমেন্টের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

আবার ভারমন্ট সার্ভিস সেন্টারের নতুন আবেদনের জন্য ইউএসসি-সআইএস ঠিকানা পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। নতুন ঠিকানা কার্যক্রম জুন ২৫, ২০২১ থেকে শুরু হয়েছে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমলা থাকুক, আমলাতন্ত্র নয়



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের একটি উদ্যোগ নিয়ে সম্প্রতি জাতীয় সংসদ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির কয়েকজন সিনিয়র সংসদ সদস্য 'কঠোর সমালোচনা' করেছেন। 'কঠোর' কিংবা 'নরম' সমালোচনা যা-ই হোক না কেন, বিষয়টি যে জাতীয় সংসদে আলোচনায় এসেছে তা বিলম্বে হলেও ভালো। জাতীয় সংসদেই তো আলোচনা-সমালোচনা হবে, এটিই প্রত্যাশিত, যদিও এই প্রত্যাশা বহুবার হোঁচট খেয়েছে। এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আলোচনার বাইরেই থেকে গেছে। এমতাবস্থায় যা হয়ে গেল তাই-বা কম কিসের, যদি আমরা সহজসরল সমীকরণ করি। কিন্তু এখন কি হঠাৎ করে সিনিয়র কজন সংসদ সদস্য উচ্চকণ্ঠ হলেন তাদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে- এমন প্রশ্ন উঠেছে।

মাঠ পর্যায়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি কার্যক্রমের সমন্বয়ের দায়িত্বে ৬৪ জেলায় সচিবদের নিয়ে আসায় আলোচনার সূত্রপাত। এই দাপ্তরিক আদেশটি জারি হয়েছিল এপ্রিলে, কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদের ঢেউ উঠল জুনের অন্তিমে। রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাদের ভূমিকা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন আরও আগে উঠলেও রাজনীতিক বা সংসদ সদস্যরা তেমন কিছু বলেননি। কিন্তু আমলাদের ভূমিকা রাষ্ট্র পরিচালনায় এতটাই এখন ক্রমবর্ধমান, যা শেষ পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের সোচ্চার হতে বাধ্য করেছে। সরকারি দলের একজন জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদে আমলা প্রসঙ্গে বলেছেন, রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার ক্রমানুসারে সংসদ সদস্যদের স্থান সচিবদের ওপরে। তিনি পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন, জেলায় জেলায় সংসদ সদস্যরা থাকা সত্ত্বেও সরকার করোনা মহামারি মোকাবিলায় সরকারি কার্যক্রমে সমন্বয়ের দায়িত্বভার সচিবদের ওপর ন্যস্ত করা কতটা সংগত হয়েছে। প্রশ্ন যৌক্তিক ও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমাধানটা এত সহজ কি? আমরা দেখে আসছি, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের মধ্যেও একই দ্বন্দ্ব এবং তাও নতুন নয়।

রাজনীতিকদেরই ভালো জানার কথা রাষ্ট্রের ওপর আসল কর্তৃত্বটা কার। কর্তৃত্ব জনগণেরই হওয়ার কথা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তার মালিকানা জনসাধারণের হবে এটাই জনশ্রুতি। আমাদের সংবিধানে তা-ই যুক্ত করা হয়েছিল সূচনাতেই। কিন্তু তা হয়নি। বাস্তবে ক্ষমতা রয়ে গেছে অন্যের হাতে। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের খুব সুন্দর একটি উপমা। কেবল উপমা নয়, আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেছেন, খুব ভালো হতো রাষ্ট্র যদি হতো ডিমের খোসার মতো। ডিমের খোসা খুবই জরুরি, যাকে ছাড়া ডিমের চলে না। ভেতরে সারবস্তুকে ঘিরে রাখে এই খোসা, পাহারা দেয়। খোসা আছে বলেই ডিমের ভেতর প্রাণ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এমনিতে খোসার দাম কী? ডিমের থেকে আলাদা করে ফেললে খোসাকে কে দাম দেয়। তাই খুব ভালো হতো রাষ্ট্র যদি হতো খোসার মতো। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু জনগণের সেবক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু সেটা হয় না। রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় অন্তর্গত জনসাধারণের শাসক- তা সে পিতার মতোই হোক, কিংবা দৈত্যের মতো। কিন্তু মালিক কে? এই যে পিতা কিংবা দৈত্য তার ওপর কর্তৃত্ব কার? দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে প্রশ্ন পুষ্ট হচ্ছে। আরও হোক। তাহলে হয়তো সমাধানের পথ বের হবে। রাজনীতিকরা আগে যা-ই মনে করে থাকুক না কেন, যা-ই বলুন না কেন, এখন স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব জনগণের হাতে নেই। রয়েছে আমলাতন্ত্রের হাতে। একটু পেছনে ফিরে তাকাই। আমরা বলতাম স্বাধীনতা, ইংরেজরা বলত ট্রান্সফার অব পাওয়ার। তাই করেছিল তারা, ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। করেছিল বাধ্য হয়ে। জনসাধারণ ক্ষেপে উঠেছে, আমলাতান্ত্রিক মহলেও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হলো। দিয়ে গেল কাকে? রাজনীতিকদেরই দিতে হলো, কেননা তারাই তখন এগিয়ে, সামনে। ইংরেজ, খুশি হতো আমলাতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পারলে। কেননা এর সদস্যদের সঙ্গে কিছুটা বিরোধ থাকলেও সংযোগে, অভ্যাসে, কৃতজ্ঞতায় আমলাতন্ত্র ছিল তুলনায় অনেক নির্ভরযোগ্য। আমলাতন্ত্রই ছিল ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টিতে প্রিয়। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটল কিছুটা ভিন্ন রকমের। ওখানেও রাজনীতিকরা সামনে ছিলেন বটে, কিন্তু তাদের চেয়ে আমলাতন্ত্রের সদস্যরা ছিলেন শক্তিশালী। তাছাড়া রাজনীতিকরা নিজেরাও ছিলেন আমলামনস্ক।

বাঙালী জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক স্বপ্ন ছিল, অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও কি আমরা পেয়েছি সেই স্বপ্ন-অঙ্গীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে? আধুনিক রাজনীতি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। রাজনীতি করবেন রাজনীতিকরা, যাদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক থাকবে নিবিড়। আমাদের এখানে এ পর্যন্ত রাজনীতি বহুবার রাজনীতিকদের হাতছাড়া হয়েছে। এর ফলটা ভালো হয়নি। নানাভাবে এর বিরূপ মূল্য দিতে হয়েছে। আবার রাজনীতি সঠিক পথে চলেওনি। হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে রাজনীতি। যে কোনো বিষয়েই আলোচনা হতে পারে তিনটি স্তরে। একেবারে নিচে ব্যক্তি, তার ওপরে ঘটনা, আরও ওপরে মতামত। কোনোমতেই ব্যক্তিগত আক্রমণের নিম্ন সাংস্কৃতিক স্তরে নামিয়ে আনা হবে না রুচিসম্মত। অতীতে বলা হয়েছে, আমলাতন্ত্র ছাড়া চলবে কী করে- এ প্রশ্ন যারা করেছেন তারা আমলা ও আমলাতন্ত্রকে এক করে ফেলেছেন। আমলা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যেও পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, আমলা ছাড়া চলবে না, কিন্তু আমলাতন্ত্র ছাড়া অবশ্যই চলবে। যেমন ধরা যাক যুক্তরাজ্যে চলছে।

যুক্তরাজ্যে অবশ্যই আমলারা রয়েছেন। কোনো দপ্তরে গেলে কিংবা যোগাযোগ করলে বা করার দরকার হলে তাদের উপস্থিতি অবশ্যই টের পাওয়া যায়। কিন্তু তারা দেশ শাসন করেন না। দেশ শাসন তারাই করেন, যাদের করার কথা। করেন জনপ্রতিনিধিরা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। বস্তুত গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র পরস্পরবিরোধী। তাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র তো একসঙ্গে যায় না। যায়নি কখনও। বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক দেশেও আমলাতন্ত্র রয়েছে। হ্যাঁ, রয়েছে বৈকি এবং রয়েছে বলেই তো গোলযোগও দেখা গেছে। মাও সে তুং চীনে আমলাতন্ত্রের বিকাশ দেখেছিলেন। দেখতে পেয়ে বড় দুঃখে নিজের গড়া পার্টির হেডকোয়ার্টার্সে নিজেই তোপ দাগার ডাক দিয়েছিলেন। এ ইতিহাস কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে এই সত্য যে, আমলাতন্ত্র বড়ই কঠিন বস্তু। বিপ্লবেও নষ্ট হয় না। আবার ফিরে আসে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বই যদি না পারল আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে, তাহলে আমরা পারব কী করে? তবে আমাদের ইতিহাস আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়বার ইতিহাস। কিন্তু তার পরও আমরা পারিনি, আমলাতন্ত্র রয়ে গেছে।

আমরা যেমন স্বাধীন বাংলাদেশে শুদ্ধাচারী রাজনীতির ধারা সমৃদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছি, তেমনি ক্রমাগত হারিয়েছি দায়বদ্ধ-দক্ষ-স্বচ্ছতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ জনপ্রতিনিধিও। অতীতের কথা বাদই দিলাম, ৫০ বছরেও স্বাধীনতার প্রত্যয়টা আমরা পূরণ করতে পারলাম না। জনপ্রশাসনে যারা আছেন, তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, জনগণের সেবক। জনপ্রতিনিধিরাও জনগণেরই সেবক। সবার এখতিয়ার নিয়ে কথা বলে জনকল্যাণমূলক পথ সৃষ্টি করতে হবে যূথবদ্ধ প্রয়াসে। আমরা ভুল অনেক করেছি, ভুলের পরিধি আর বিস্তৃত না হলেই মঙ্গল। দেশটাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সবার প্রচেষ্টা খুব জরুরি। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয় এমনটি পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে আছে, খুব দূরের ঘটনা নয়; অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মুখোমুখি অবস্থানের কথা। যার যার সীমানা, বলা ভালো এখতিয়ারের বাইরে যে তৎপরতা বন্ধ করা উচিত।

সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো কিছুই যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে এ জন্য অত্যন্ত জরুরি গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ মসৃণ করা। সরকারের মন্ত্রিপরিষদে দক্ষদের নিয়ে আসাও জরুরি। এ ছাড়া আমলানির্ভরতা ত্যাগ করা কঠিন। আবারও বলি, আমলা ও আমলাতন্ত্রকে এক করা মোটেও ঠিক হবে না। আমলা থাকুন, আমলাতন্ত্র নয়। গণতন্ত্রের পথ নিষ্কণ্টক করা চাই। জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ হোক। রাজনীতি ফিরে পাক হারানো পথ। রাজনীতিকরা নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলে অধিকতর প্রয়াসী হোন। কারও কারও কারণে ভাবমূর্তি খুব মলিন হয়ে গেছে। নেতৃত্বকে অবশ্যই আপস-হীন হতে হবে। না, নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে নয়, আরও বড় ব্যাপারে। আর তা হলো বৈষম্যমূলক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বদলানো। এ ব্যবস্থা সেকালে ছিল, একালেও রয়ে গেছে। কিন্তু একাল তো সেকাল নয়।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক



আফগানিস্তানের জন্য কী অপেক্ষা করছে?



হারুন হাবীব

দুই যুগের লাগাতার যুদ্ধের পর বিশ্বের শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। যদিও তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১, কার্যত এখন থেকেই আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সেনারা গুরুত্বপূর্ণ বাগরাম বিমানঘাঁটি ছেড়েছে, যে ঘাঁটি থেকে তালেবানবিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং কাবুলকে সুরক্ষিত রেখেছিল। এই ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী লাভ হয়েছে ২০ বছরের এই যুদ্ধ চালিয়ে। আখেরে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র না পেরেছে তালেবানকে ধ্বংস করতে, না পেরেছে দেশটিতে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে। পশ্চিমা শক্তির লাভ-ক্ষতির এই বিশ্লেষণ অবশ্যই হবে এবং নিশ্চিতভাবে আর সবার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রই বেশি করে তা করবে। আমি কখনও আফগানিস্তান যাইনি; স্কুলজীবনে কাবুলিওয়ালাদের দেখেছি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি এবং তারও পরে সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে পড়ে আফগান জনজীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। আশির দশকে সেদিনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে ঢুকে পড়লে একজন সংবাদকর্মী হিসেবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসানে তালেবানি বিপ্লবের ভয়ংকর চেহারা দেখেছি। অতএব, যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিত্বের অবসানে দেশটিতে যে নতুন সংকট তৈরি হতে যাচ্ছে, তার একটা ধারণা করার চেষ্টা করাই যেতে পারে।

২০১১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে ভয়ংকর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হলো। তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বললেন, ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা এই আগ্রাসন চালিয়েছে এবং তারা আছে তালেবানি আফগানিস্তানে। যেহেতু আফগানিস্তান আল কায়দা নেতাদের হস্তান্তর করেনি, সেহেতু কাবুলের সরকার উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হলো। এখন আমেরিকানরা ফিরে যাচ্ছে। কারণ এই যুদ্ধে জেতার সুযোগ তাদের সীমিত। মূলত বারাক ওবামার আমলেই সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। শুরু হয় তালেবান ও আমেরিকানদের প্রথম বৈঠক পাকিস্তানের মারিতে। এরপর ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে আলোচনা আরও সম্প্রসারিত হয়। বৈঠক বসে কাতারের দোহায় ২০২০ সালে। এরই সূত্র ধরে ট্রাম্প প্রশাসন সেনা সরিয়ে আনার ঘোষণা দেয় ২০২১ সালের ১ মের মধ্যে। নতুন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেনা প্রত্যাহারে কার্যকর পদক্ষেপ নেন।

বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের পর দেশটিতে নানামুখী ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে, যা এক দীর্ঘস্থায়ী এবং অবধারিত গৃহযুদ্ধের পথকেই প্রশস্ত করবে। বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতি দেশটির রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা দিতে পারেনি। এই সশস্ত্র আধিপত্যবাদ একদিকে যেমন তালেবানকে দমাতে পারেনি, তেমনি পারেনি বিদ্যমান দল ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব কমাতে। অন্যদিকে পারেনি দেশটির মানবাধিকার বা নারী ও সংখ্যালঘুদের সংকটের সমাধান দিতে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের মাটিতে পলাতক আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে



হত্যা করা হলেও তার আদর্শগত অনুসারীরা বহু দলমতে বিভক্ত হয়ে তারা আজও বিদ্যমান। অতএব, যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন আফগান যুদ্ধ এক অর্থে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বেশিরভাগ স্বাধীন পর্যবেক্ষক মনে করেন, আমেরিকান বাহিনী আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ায় দেশটি এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হবে, যা নতুন গৃহযুদ্ধের শঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলবে। আফগান সরকারের হাতে যে বাহিনী আছে, এই বাহিনী কতদিন তালেবানকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, তা নিয়ে প্রায় সবাই দ্বিধান্বিত। কারণ তালেবান কাবুলের সরকারকে হটিয়ে দিতে দৃশ্যতই সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে। গত মে মাসে যখন আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা আসে, বলা যায় তখন থেকেই তালেবান যোদ্ধারা বিভিন্ন অঞ্চল দখল নিতে থাকে। বিশ্ব গণমাধ্যমের মতে, অচিরেই তারা মোট ১৫৭ জেলায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। কারণ আমেরিকান এবং ন্যাটো সেনারা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। এ কারণে অনেকেই মনে করেন, আসন্ন রক্তপাত ঠেকাতে পারে কেবলই তালেবান ও আফগান সরকারের মধ্যে অর্থবহ আলোচনা। এ ধরনের উদ্যোগ যদি ব্যর্থ হয় তাহলে গৃহযুদ্ধ ঠেকানোর পথ নিশ্চিতভাবেই সীমিত। আরও বড় সংকট যে তালেবান নেতৃত্ব কিংবা তাদের সমরনায়করা কাবুলের আশরাফ ঘানির সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। অন্যদিকে, সরকারি বাহিনীর সামরিক বা আর্থিক সক্ষমতাও এমন পর্যায়ে নেই যে, তারা বেশিদিন তালেবানের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখবে। তাদের কার্যকর কোনো বিমানবাহিনীও নেই, যে অভাব এতদিন পূরণ করেছে আমেরিকানরা। তবে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান ও ন্যাটো বাহিনী চলে গেলে কেবল কাবুল সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই বেরিয়ে আসবে তা নয়, একই সঙ্গে তালেবানের মধ্যেও নতুন সংকট শুরু হবে। সেই পরিস্থিতি কতটা কাবুল সরকারকে সুবিধা দেবে, তা দেখার বিষয়।

আমেরিকানরা ভিয়েতনামে পরাজয় বরণ করেছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের নীতি ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবার জর্জ ডব্লিউ বুশের চাপানো আফগান নীতিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। আফগানিস্তানে নতুন প্রজন্মের তালেবান জন্ম নিয়েছে, যারা ১৯৯০ সালের গৃহযুদ্ধ বা তারও আগের জিহাদি যুদ্ধের স্মৃতিশূন্য। কাজেই তালেবান নেতাদের সংকটও যে কম হবে ভাববার কারণ নেই। অন্যদিকে, সমরনায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্বও আছে। আছে পশতুন ও অপশতুন অঞ্চলের আধিপত্য নিয়েও বড় সংকট, যা মেটানো সহজ কাজ নয়। তবে আফগানিস্তানে একটি জাতীয় সমঝোতার দিকনির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে, যে নির্দেশনায় বিদ্যমান কাবুল নেতৃত্বের সঙ্গে তালেবানের ক্ষমতার ভাগাভাগির বিষয়টি আসতে পারে। এ সমঝোতা হতে পারে আলোচনার টেবিলে, যুদ্ধে নয়। এটা করা না গেলে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ এড়ানো প্রায় অসম্ভব বলেই সবার ধারণা।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই আফগান সরকারকে আর্থিক ও সামরিকভাবে সমর্থন দিয়ে গেছে। তারা দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর আর্থিক সমর্থন কোন পর্যায়ে থাকবে তা বড় বিষয়। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির সরকার কতটা সফলতার সঙ্গে দেশটি পরিচালনা করে, সেটিও দেখার বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বভাবতই চাইবে তালেবানরা সহিংসতা বন্ধ করে সুস্থ ধারায় ফিরে আসুক। এ রকম আশাবাদ সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। যে পাকিস্তান আমেরিকানদের পক্ষে গিয়ে তালেবানবিরোধী যুদ্ধে শরিক হয়েছে কিংবা বাধ্য হয়েছে। দেখা গেছে, তারাই আবার গোপনে তালেবানকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে গোপনে সহায়তা করে গেছে। কাজেই আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার হলে দেশটিতে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ বাড়বে এমন ধারণা অমূলক নয়। পাকিস্তান সরকার এরই মধ্যে একটি বড় ধরনের ঘোষণা দিয়েছে। বলেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রকে দেশের মাটি আর ব্যবহার করতে দেবে না। এ ঘোষণা কার্যত দেশটির সঙ্গে চীনের সখ্যের আরেকটি নজির সামনে এনেছে।

স্মরণযোগ্য, পাকিস্তানের মাটিতে তালেবানের বরাবরই শক্ত সমর্থন আছে, বিশেষত দেশটির সেনাবাহিনীর মধ্যে। এর অন্যতম মুখ্য প্রমাণ আমেরিকান মেরিন সেনারা ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানের মাটিতেই হত্যা করেছে এবং বহু তালেবান নেতার পরিবার-পরিজনও সে দেশেই বসবাস করেছে, যার প্রমাণ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দিয়েছে। অন্যদিকে, কাবুল সরকার প্রায়ই তালেবানকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকেই অভিযুক্ত করে গেছে। ভুললে চলবে না, পাকিস্তান গোটা দুনিয়ার মোট তিনটি দেশের একটি, যে ২০০৯ সালে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অবশ্য সেই পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফের আমলে তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকান যুদ্ধে যোগদান করে। যদিও এই যোগদান ছিল দুপক্ষকেই খুশি রাখার জন্য। এখন আমেরিকানরা যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন পাকিস্তানের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করার নতুন সুযোগ থাকবে। পাকিস্তান দৃশ্যতই আফগানিস্তানের মাটিতে ভারতের কোনো সম্পৃক্ততা রাখতে চায় না, বরং চায় দেশটিতে তালেবান ক্ষমতাসীন হোক। নতুন কোনো আফগান উদ্বাস্তু না এসে পাকিস্তানের মাটিতে তেহরিক-ই-তালেবানের শক্তি বৃদ্ধি না ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের পর পাকিস্তানের পরীক্ষিত মিত্র চীন সেখানে ঢুকবে, এটিই স্বাভাবিক। আফগানিস্তানে আমেরিকান কমান্ডার জে ফ্রাঙ্ক ম্যাকেঞ্জি এ ব্যাপারে বলেছেন, চীনারা এ সুযোগ ছাড়বে না। কারণ মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়ার নানা দেশেই চীনারা নানা ছুতোয় ঢুকে পড়ছে। তাদের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প প্রক্রিয়ায় আফগানিস্তানও আছে। পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে দুই দেশের অর্থনৈতিক করিডোর বাস্তবায়ন চলছে, যা একটি কৌশলগত প্রকল্প।

অনেক পর্যবেক্ষকই মনে করেন, বিদেশি সেনাদের চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু করণীয় আছে। যার মধ্যে দেশের নির্বাচিত সরকার অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, দেশটির সুশীল সমাজকে কার্যকরভাবে সহায়তা করা এবং নারী সম্প্রদায়ের জন্য উত্তরোত্তর সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু উত্তরোত্তর শক্তিধর তালেবান কমান্ডার এবং তাদের রাজনৈতিক নেতারা সেই সুযোগ কতটা রাখবেন, তা নিয়ে যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। ধারণা করা যায়, যে উগ্রবাদ বা চরমপন্থা তাদের ভিত্তি, এরই উত্তরাধিকার বহন করবে তারা।

লেখক: লেখক, গবেষক ও বিশ্লেষক

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও মুসলিম বিশ্ব



মো: বজলুর রশীদ

গত ১ জুলাই ঘটা করে শতবর্ষ উদযাপন করল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিসি। ১৯২১ সালের ১ জুলাই সাংহাইতে কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বের অন্যতম পুরনো রাজনৈতিক দল এটি। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮২ মিলিয়ন। রাজতন্ত্রের পাষন্ডতা ও বর্বরতা, ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ, কলোনিতন্ত্রের উৎপাত, সে সময়ের ক্ষমতাসীন দল গুয়ামিন দং বা জাতীয়তাবাদী দলের অসহায় অবস্থার কারণে সিপিসি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। চীন বহু পুরনো সভ্যতা, অনেক রাজা চীনে বংশানুক্রমে রাজত্ব করেছেন। শেষ দুই শ' বছরে বিদেশী আক্রমণকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় চীন।

আধুনিক সময়ে দেং জিয়াও পিং ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিং পিংয়ের আমলে কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে 'ইকোনমিক শক্তি'তে পরিণত



হয়েছে। শত বছরে সিপিসি অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রগতি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে পড়া, গর্ভাচেভের প্রশ্নবোধক নোবেল শান্তিপদক প্রাপ্তি, কমিউনিজম বা সোসিয়ালিজম বা মার্কসবাদের শুয়ে পড়া অবস্থাও চীনের উত্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব ইউরোপেও অনেক কমিউনিস্ট পার্টি বা সোসিয়ালিস্ট পার্টি ভেঙে পড়েছে। মার্কসবাদের করুণ পরিণতি, খোদ রাশিয়ায় লেনিনের মূর্তি ও ভাস্কর্য ভেঙে ফেলায় মানুষের প্রতিবাদকে গণতান্ত্রিক পশ্চিমারা প্রচার করেছে এসব 'ফালতু' মতবাদ টিকে থাকে না। তবুও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি খুব ভালো করতে লাগল, চীনকে বিশ্বের দ্বিতীয় ইকোনমিক ক্ষমতাধর শক্তিতে নিয়ে এলো। চীনের মহীরুহ হয়ে গড়ে ওঠায় সিপিসির ভূমিকা এখন আর কেউ অবমূল্যায়ন করতে পারছে না। চীনকে বিখন্ডিত করার চেষ্টা করা হলেও রাশিয়া ও গর্ভাচেভের মতো কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। অনেকে প্রশ্ন রাখবেন, চীনে মার্কসবাদের কী অবস্থা হলো! চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্য কী? পার্থক্য তো অনেক, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ও ইন্টিগ্রিটি ও ভিন্ন পটভূমি। রাশিয়া শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থা, শ্রমিকরা শিল্প-কারখানায় পারদর্শী; লেনিন মার্কসবাদকে রাশিয়ান শিল্পবিপ্লবের সাথে সহমর্মী করে তুলেছিলেন। অপর দিকে চীন কৃষিপ্রধান দেশ ও চীনা বিপ্লবের সাথে চাষি ও কৃষিসম্পদের সাথে যারা জড়িত তারা বেশি সংযুক্ত। মাও দে জুং নিজেই এক কৃষক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি তার চিন্তাভাবনা ও মার্কসবাদকে চীনা সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তৈরি করেছিলেন। দেং জিয়াও পিং অর্থনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে চীনকে বিশ্বে উন্মুক্ত করার প্রয়াস পান। প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং সিপিসিকে বর্তমান উদ্ভূত ভূরাজনৈতিক সমস্যার আলোকে 'রিফর্ম' করার প্রয়াস পান। প্রেসিডেন্ট শির চিন্তাভাবনাকে 'সোসিয়ালিজমের চীনা চরিত্র' বা চাইনিজ ভ্যারিয়েন্ট হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

গত সাত দশক ধরে চীনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাদের কাজে দেশ-বিদেশের কেউ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। নেতৃত্বের কর্ণধাররা ছিলেন বিজ্ঞ-দেশপ্রেমী ও জনগণ ছিল পরিশ্রমী। বৈশ্বিক কোনো মতবাদ চীনে চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। চীনের মূল ভূখন্ডে কোনো চাপ না পড়লেও অধুনা হংকং ও তাইওয়ান নিয়ে বিশ্বশক্তিরা অনেকে খেলছে। শতবর্ষ উদযাপনের উৎসব পালনকালে প্রেসিডেন্ট শি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'তাদের হাত গুড়িয়ে দেয়া হবে'। চীনকে চাপ দিয়ে নত করে রাখার দিন শেষ। চীনের উত্থানে বাধা দেয়ার দিনও ফুরিয়ে গেছে। চীন শুধু অর্থনীতির টাইফুনই নয়, সামরিক পরাশক্তিও।

সিপিসির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সিপিসি নিজের সুবিধা আদায়ের জন্য আত্মম্ভরি হয়নি বরং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

তারেক রহমান বাদ! কে হবেন বিএনপির কান্ডারি



গোলাম মাওলা রনি

রাষ্ট্র এবং সরকারের হাতে এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে যেকোনো অছিলায় জনগণের যেকোনো সম্পত্তি দখল করতে পারে– প্রয়োজনে বাজেয়াপ্ত করতে পারে। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি থেকে শুরু করে আরো অনেক দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য বিষয়বস্তুও তারা কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। এসব করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে বটে– কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা যদি চান তবে আইনের বাইরে গিয়েও অনেক কিছু করতে পারেন অনেকটা মধ্যযুগীয় কায়দায়। মধ্যযুগে যেভাবে বিজয়ী রাজা সব কিছুকে গনিমতের মাল মনে করতেন, তেমনি ক্ষমতাধর রাজা বাদশাহরা প্রজাদের স্ত্রী-কন্যা-দাস-দাসী থেকে শুরু করে অন্য সব সহায়-সম্পত্তিকে নিজেদের ভোগ-দখলের জন্য অবারিত মনে করতেন। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতাধরদের যে মন-মানসিকতা ছিল তা আধুনিককালে ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা কৌশল পরিবর্তন করেছে মাত্র। কিন্তু যেসব রাষ্ট্রের ক্ষমতাধররা নিজেদের মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের মতো মনে করেন তারা কিন্তু আচার-আচরণে আদিম যুগের চেয়েও বন্যতা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বিঘা জমি কবিতায় উপেনের শেষ সম্বল দখলের জন্য জমিদার বাবু যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, প্রায় একই কৌশল গ্রহণ করেছিল নাদির শাহ দিল্লির বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর পাথর হস্তগত করার জন্য। সম্রাট আলাউদ্দিন যেভাবে পদ্মাবতীকে হস্তগত করতে চেয়েছিল ঠিক একইভাবে রাবণ চেষ্টা করেছিল সীতাকে বাহুলগ্ন করার। গ্রিক সাহিত্যে হেলেনকে চুরি করে নেয়া এবং পরিণামে ট্রয় নগরীর ধ্বংসের সাথে আমাদের দেশের সম্রাট হর্ষবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীকে তুলে নিয়ে শ্লীলতাহানির কারণে মালাবারের রাজা দেবগুপ্তের কী পরিণতি হয়েছিল তা আমরা কমবেশি জানি।

ক্ষমতাধর সামন্ত প্রভুরা যখন সহায়-সম্পত্তি-স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি লুট করতেন তখন প্রায়ই তাদের কোনো ঝামেলায় পড়তে হতো না। কিন্তু তারা যখন সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতির জায়গাগুলোতে আক্রমণের তান্ডব শুরু করতেন অমনি তাদের পতনঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে দিত। আমাদের দেশের কুখ্যাত ১/১১'র সময়ে তৎকালীন কুশীলব এবং তাদের দোসরদের সব অন্যায় অত্যাচার কিন্তু মানুষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা বাড়তে বাড়তে যখন বেসামাল হয়ে পড়ল এবং রুই-কাতলা শিকার করবে বলে ঘোষণা দিয়ে হাসিনা-খালেদাকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার জন্য জাল ফেলল, ঠিক তখনই পুরো পরিস্থিতি তাদের প্রতিকূলে চলে গেল। পরে তাদের পতন এবং বর্তমানে তাদের হাল হকিকত কিরূপ তা আমরা কমবেশি সবাই জানি। কিন্তু আফসোস! ক্ষমতাধররা অতীতকালের মতো বর্তমানকালেও সব কিছু বেমালুম ভুলে গেছে।

যে কথাগুলো বলার জন্য এত্তো বড় লম্বা ভূমিকা টানলাম সে কথার সারবস্তু হলো, সরকারি দল যেভাবে জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, ইনু মিয়ার জাসদ, মাইজভান্ডারী, ড. কামালের গণফোরামকে সংসদের ভেতরে ও বাইরে অধিগ্রহণ করে নিয়েছে, ঠিক একইভাবে তারা বিএনপি ও জামায়াতকে অধিগ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। দুই বিঘা জমির জমিদার বাবুর বাগান বাড়ির আকৃতি যেমন উপেনের শেষ দুই বিঘের বসতভিটে ছাড়া বর্গাকার হচ্ছিল না, তদ্রূপ বিএনপি-জামায়াত অধিগ্রহণ ছাড়া আওয়ামী লীগের সহজাত স্বভাব-মন-মানসিকতার ষোলোকলা পূর্ণ হচ্ছে না। ফলে তারা গত কয়েক বছর ধরে হাজারো ছলা-কলা, জুলুম-অত্যাচার-মামলা-হামলা, অর্থ বিনিয়োগ, ভাড়া করা মীরজাফর, রায় দুর্লভ-জগৎ শেঠদেরকে দিয়ে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে বহু হী-রাঝিল-মতিঝিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করা, ঘসেটি বেগমদের দিয়ে রাজনীতির অঙ্গনে শত সহস্র বিষবৃক্ষ তৈরি করার পরও কাঙ্ক্ষিক্ষত সফলতা পায়নি একজন মোহন লালের কারণে। ফলে সেই মোহন লালকে রাজনীতির ময়দান থেকে তাড়ানোর জন্য জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যে ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হয়েছে সেই আক্রমণের পরিণতি কী হতে পারে তা কিন্তু আমরা আকাশ-বাতাস-নদ-নদীর দিকে তাকালেই বুঝতে পারি।

বাংলাদেশের অপরাপর রাজনৈতিক দল এবং বিএনপির মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দলটির বিএনপি। শুধু তই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, বাবা-দাদা-ভাইদের রাজনৈতিক বলয় থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির টানে শত সহস্র কিশোর-যুবক স্বপ্রণোদিত হয়ে পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। বিএনপির এই গণজোয়ারের চাপ যে কত প্রবল তা আমরা দেখতে পেয়েছি তখন যখন বাংলায় মোটামুটিভাবে রাজনীতি করার মতো একটা পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ছিল।

বিএনপির উল্লেখিত ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত হয়েছে শহীদ জিয়ার স্ত্রী এবং বিএনপির বর্তমান চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ইতিহাস। যে সততা-নিষ্ঠা-সাহস এবং নেতৃত্বের অনুপম গুণাবলি নিয়ে তিনি রাজপথে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছেন তা এ দেশের অন্য কারোর



প্রতিষ্ঠাতার বীরত্ব-সততা এবং দক্ষতা রীতিমতো কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে বীরত্ব দেখাতেন অমন বীর হাজার বছর তো দূরের কথা আরো লম্বা ইতিহাস খুঁজলেও বাংলার জমিনে পাওয়া যাবে না। সেই বীর যখন ধার্মিক হিসেবে মসজিদে যেতেন তখন তার মধ্যে সে সততা-নিষ্ঠা ও মুমিন মুত্তাকির গুণাবলি জ্বলজ্বল করত তা বাংলার অন্য কোনো শাসকের মধ্যে দেখা যায় না। আবার এই মহামানব যখন রাষ্ট্রনায়করূপে দেশ-বিদেশে কর্ম করে বেড়িয়েছেন এবং যে সফলতা অর্জন করেছেন তাও পরবর্তী বা পূর্ববতী অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। ফলে বাংলার প্রতি ইঞ্চি ভূমি এবং বাংলার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিশ্বের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো যেভাবে জিয়াকে স্মরণ করে তাতে জিয়া প্রতিষ্ঠিত বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শ তথা মূলমন্ত্র প্রকৃতির অপার মহিমায় আকাশ-বাতাস এবং ভূমিতে স্থায়ীভাবে শিকর গড়ে তুলেছে। ফলে জমিনের নবজাতকের পঞ্চেন্দ্রিয়তে যখন প্রথম কোনো রাজনৈতিক দলের গৌরবগাথা প্রাকৃতিক মহিমায় অনুরণিত হয় তখন সে দলটি যে বিএনপি তা ইতিহাস দিয়ে প্রমাণিত।

আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা সাধারণত পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজনের রাজনৈতিক পরিচয়ে প্রভাবিত হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো দলের অনুরক্ত হয়। কিন্তু কোনো রকম পারিবারিক প্রভাব ছাড়া কিশোর-যুবকরা পাইকারি হারে যে দলটির প্রতি অনুরক্ত হয় সেটির নাম সাথেই তুলনীয় নয়। শালীনতাবোধ, পরিমিত কথাবার্তা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অরুচিকর ও অশ্লীল মন্তব্য না করা, জ্ঞানী-গুণীদেরকে মর্যাদা দেয়া এবং শাসনকার্যে যুগান্তকারী সফলতার কারণে তিনিও তার মরহুম স্বামীর মতো জনগণের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। ফলে তিনি কথা না বললেও জনগণ তার পক্ষে কথা বলেন এবং তিনি কোনো প্রতিশোধ না নিলেও তার পক্ষে প্রকৃতি এগিয়ে এসে অনেক বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে। ফলে তার রাজনৈতিক জীবনে দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারী এবং অদৃশ্য শয়তান-জিন-ভূত-অশরীরী আত্মার সম্মিলিত উপর্যুপরি কূট চাল সত্ত্বেও মানুষের আত্মার আকুতি এবং প্রকৃতির দয়ায় তার মান-মর্যাদা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে।

শহীদ জিয়া এবং বেগম জিয়ার পর বিএনপি নেতৃত্বের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন তারেক রহমান। আমার কাছে তারেকের একটি বিষয় খুবই অভাবনীয় এবং আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। রাজনীতি করতে এসে তার পিতা এবং তার মা যতটা না বিপদ-বিপত্তির মুখে পড়েছেন অথবা দলের ভেতর অথবা বাইরের শত্রুর মোকাবেলা করেছেন তার চেয়েও শত গুণ বাধাবিপত্তি তারেককে সর্বদা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে রাখে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাকে যেসব বদনামী, অপপ্রচার এবং চক্রান্ত মোকাবেলা করতে হয়েছে তা বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিবিদদের জীবনে ঘটেনি। ১/১১ সময়ে কারাবরণ এবং ১/১১-এর কুশীলবদের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে তিনি যে সামাজিক, মানসিক, পারিবারিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন তা যদি তার সমালোচকদের কারো জীবনে শত ভাগের এক ভাগ ঘটত তবে তারা প্রথমত বাবার নাম ভুলে যেত। তারপর তাদের শরীরে এমন বেগে ডায়রিয়া দেখা দিত, যার প্রকোপে এবং দুর্গন্ধে প্রথমে নিজেরা মরত এবং তাদের ডায়রিয়াজাত বর্জ্যরে দুর্গন্ধে আশপাশের লোকজনও মারা পড়ত। অন্য দিকে তারা যদি কোনো মতে বেঁচে যেত তবে বাকি জীবনে সারা শরীরে ডাস্টবিনের বৈশিষ্ট্য বহন করত অর্থাৎ তারা মুখ খুললে লোকজন নাকে হাত দিয়ে বলত ওই দেখো ডাস্টবিনের ঢাকনা খুলে গেছে।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারেক রহমান যে বেঁচে আছেন, সুস্থ আছেন এবং তার প্রতিপক্ষের আরামকে হারাম করে দিচ্ছেন তা ভাবতে গিয়ে আমি প্রায়ই হিসাব মেলাতে পারি না। বিএনপির মতো এতবড় একটি রাজনৈতিক দল এবং সেই দলের ঝানু ঝানু বাঘা প্রকৃতির শত সহস্র নেতাকর্মী যারা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বৈরাচারের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘ দিন দেশ চালানোর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাদের সীমাহীন আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি কিভাবে পাচ্ছেন! তার কাছে তো গত ১৫ বছর ধরে টিআর, কাবিখা, টিন, বিস্কুট, কন্ট্রাকটরির ব্যবসা, কমিশন, চাকরি দেয়ার ক্ষমতা, লুটপাট-টাকা পাচারের অবাধ লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা, মদ-গাঁজা-ক্যাসিনো ইত্যাদির লাইসেন্স দিয়ে মাফিয়াদের বাগে রাখা অথবা ব্যাংক-বীমার লাইসেন্স প্রদান অথবা ব্যাংক-বীমা-শেয়ার মার্কেট লুট করার লাইসেন্স দেয়ার ক্ষমতা নেই– তথাপি কেন কোটি কোটি নেতাকর্মী তার হুকুম মানছে এবং তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে!

বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে হাইব্রিড-কাউয়া, ভারতীয় এজেন্ট ইত্যাদি নেই। এই দলের নেতাকর্মীরা অবোধ-শিশু-বেকুব বা পাগলও নয়। বরং শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং আভিজাত্যে এই দলের নেতাকর্মীদের যে ঐতিহ্য রয়েছে তার সাথে তুলনা করার মতো এ দেশে আর কয়টি দল রয়েছে তা আমার জানা নেই। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর এই মহাসন্ধিক্ষণে যখন পুরো পৃথিবী প্রযুক্তির যন্ত্রণায় পাগল হবার উপক্রম, যখন পিতামাতা তার সন্তানকে টেলিভিশন-কম্পিউটার-মোবাইলের আসক্তি থেকে এক ঘণ্টার জন্য মুক্ত করে খাবার টেবিলে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন তখন সুদূর লন্ডনে বসে তারেক রহমান এমনকি চুম্বক আবিষ্কার করেছেন যার আকর্ষণে বিএনপির কোটি কোটি কর্মী গত ১৫ বছরের শত জুলুম-নির্যাতন-গুম হত্যা-জেল-জরিমানা-মামলা-হামলার প্রতি থুতু নিক্ষেপ করে দলটিকে আঁকড়ে ধরে আছেন তা জানার জন্য তার প্রতিপক্ষরা রীতিমতো পাগল হয়ে গেছে।

বিএনপির প্রতিপক্ষদের একমাত্র টার্গেট তারেক। পলাশীর ময়দানে মহাবীর মোহন লালকে যেভাবে মীর জাফর-ক্লাইভ এবং উমিচাঁদরা টার্গেট করেছিল ঠিক একইভাবে তারেক ও বাংলার রাজনীতি-বাংলার গণতন্ত্র এবং বাংলার সুশাসন ও ন্যায়বিচার ধ্বংসকারীদের মূল টার্গেট। ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের দোসর ছাড়াও বহু অদৃশ্য অপশক্তিকে মোকাবেলা করে তারেক রহমান কি শেষাবধি তার পিতার ঐতিহ্য মায়ের সুনাম এবং বিএনপির কোটি কোটি নেতাকর্মীর আবেগ-অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন, নাকি– গ্রিক ট্র্যাডেজির নায়করূপে রাজনীতি থেকে বাদ পড়বেন ঠিক যেভাবে বাদ পড়েছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ওয়াটার লু যুদ্ধের মাধ্যমে। যদি তাই হয় তবে কে হবেন বিএনপির নতুন কান্ডারি?

আপনি যদি তারেক রহমানের পতন নিয়ে অতিমাত্রায় উৎসাহী হন তবে আমি বলব তারেকের গত ১৫ বছরের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করতে এবং একই সাথে তার প্রতিপক্ষের কর্মকান্ডের সঙ্গে তুলনা করার জন্য। এরপর আপনি যদি তার পিতা ও মায়ের প্রতি প্রকৃতির অবারিত সাহায্য এবং এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে বিএনপির সম্পর্কটি ওজন করার চেষ্টা করেন তবে বাংলাদেশের সাথে তারেক রহমানের বন্ধন– দেশের মাটির সাথে তার সম্পর্ক এবং মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে তার জন্য যে অনুভূতি রয়েছে তা কোনো চক্রান্তকারীর পক্ষে কোনো অবস্থাতেই ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

কানের লালগালিচায় আলো কেড়েছেন বাঁধন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কান উৎসবের লালগালিচা মাতালেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। তার অপরূপ চোখধাঁধানো সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হলো সাগরপাড়। কাঁধখোলা ছাইরঙা গাউনে তাকে দেখতে মনোমুগ্ধকর ও জমকালো লেগেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেন বাংলাদেশি সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠলেন তিনি।

দক্ষিণ ফরাসি উপকূলে কান উৎসবের ৭৪তম আসরে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে থাকা 'দ্য ডিভাইড' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার উপলক্ষে লালগালিচায় হেঁটেছেন বাঁধন। অপূর্ব এই বাঙালি রূপসীর দ্যুতি ছড়িয়েছে চারপাশে। আলোক-চিত্রীদের ক্যামেরায় তাকিয়ে ভক্তদের উদ্দেশে চুম্বন উড়িয়ে দিয়েছেন 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার' সুন্দরী।

৯ জুলাই স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৪০ মিনিটে পালে দে ফেস্টিভাল ভবনের সামনের চত্বরে ঝা-চকচকে গাড়িতে চড়ে আসেন 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবির কলাকুশলীরা। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ লালগালিচার শুরুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা। মাইক্রোফোনে জানানো হয়, এবার লালগালিচায় 'রেহানা মরিয়ম নূর'-এর সময়। তখন জানানো হয়, কানের অফিসিয়াল সিলেকশনের অংশ হিসেবে আঁ সার্তে রিগা বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে ছবিটি।

এরপর একে একে উচ্চারণ করা হয় পরিচালক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ, প্রযোজক জেরেমি চুয়া, নির্বাহী প্রযোজক এহসানুল হক বাবু, চিত্রগ্রাহক তুহিন তামিজুল, প্রোডাকশন ডিজাইনার আলী আফজাল উজ্জল, শব্দ প্রকৌশলী শৈব তালুকদার ও কালারিস্ট চিন্ময় রয়ের নাম।

সাদের হাত ধরে লালগালিচায় এগিয়েছেন বাঁধন। 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবিতে জটিল জীবনযাপন করা এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা একজন দৃঢ় মানসিকতার নারীর চরিত্রে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে সারাবিশ্বের গণমাধ্যমে। রূপে-গুণে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সম্মানজনক আয়োজনে আলো কেড়েছেন তিনি।

কানে জেডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে উঠেছেন বাঁধন। একই হোটেলে আছেন সাদ। তবে আজ অন্যদের সঙ্গে তারাও একটি ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টে উঠবেন বলে ইত্তেফাক অন-লাইনকে জানিয়েছেন বাঁধন।

গত ৭ জুলাই পালে দে ফেস্টিভাল ভবনের সাল দুবুসি প্রেক্ষাগৃহে 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়েছে। সেদিন প্রদর্শনী শেষে দর্শকরা দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান সাদসহ সবাইকে। পরদিন পালে দে ফেস্টিভাল ভবনের ছাদবারান্দায় ফটোকলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলোকচিত্রীদের সামনে দাঁড়িয়েছেন সাদ, বাঁধন, জেরেমি চুয়া এবং এহসানুল হক বাবু। আয়োজকদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তাদের তিনটি স্থিরচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সাল দুবুসিতে গত ৮ জুলাই 'রেহানা মরিয়ম নূর' আবার দেখানো হয়। এদিনও ১ হাজার ৬৮ আসনের প্রেক্ষাগৃহটি পরিপূর্ণ ছিলো দর্শকে। প্রদর্শনী শেষে সবাই ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এরপর কান শহরের মাল্টিপ্লেক্স 'সিনেয়ুম অরা'য় এর আরেকটি প্রদর্শনী হয়েছে। এখানেও বেশ উৎসাহ নিয়ে ছবিটি দেখতে সমবেত হন দর্শকরা।

ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে এখন 'রেহানা মরিয়ম নূর' বন্দনা চলছে। ছবিটি নিয়ে ইতিবাচক পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। কানে আসা বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র বোদ্ধারা ইত্তেফাকের কাছে তাদের ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন। রেহানা চরিত্রে আজমেরী হক বাঁধনের অভিনয় এবং পরিচালক সাদের গুনগান গেয়েছেন তারা।

৭৪তম কানের আঁ সার্তে রিগায় 'রেহানা মরিয়ম নূর'সহ প্রতিযোগিতা করছে ২০টি ছবি। আগামী ১৬ জুলাই পুরস্কার বিতরণ করবেন এই বিভাগের বিচারকদের প্রধান ব্রিটিশ নারী নির্মাতা আন্দ্রেয়া আর্নল্ড।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল

ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ধ্বজভঙ্গ * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিস্টাইটিস *স্বরভঙ্গ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাটাক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জামিন পাবে না, রিমান্ডেও যেতে হবে... এটা বিচার নয়



মইনুল হোসেন

আমাদের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা নির্দয়। এমনটি হওয়ার বিবিধ কারণ রয়েছে। হাজার হাজার বিচারাধীন বন্দী মাসের পর মাস বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ পুলিশ এফআইআর দিয়ে জামিন অস্বীকার করা হয়েছে। আইন বলছে, তার মুক্ত থাকার মৌলিক অধিকার আছে, যেহেতু তাকে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোষী বলা যাবে না। তবুও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে সাজাপ্রাপ্ত আসামির মতো কারাবন্দী করে রাখা হয় পুলিশী বিচারের নামে। এফআইআর হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য, প্রমাণ নয়। তবুও একজন নির্দোষ লোক কোর্টের আদেশে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ জন্য আমাদের বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত জজ-বিচারকরা বিচলিত বোধ করছেন তা বলছি না। মনে হচ্ছে, আমরা অনেকেই অভ্যাসের দাসত্বে ভুগছি।

পুলিশের প্রধান দায়িত্ব অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, নিরপরাধ লোক দিয়ে জেল ভরা নয়। তারা গ্রেফতার করলেই কেউ জেল খাটার মতো দোষী হয়ে যায় না।

বিচারব্যবস্থাকে মানবিক করে তোলার দায়িত্ব বিচারকদের। এ জন্য স্বাধীন বিচারব্যবস্থার দাবি করে যাচ্ছি। স্বাধীনভাবে কিছু না করার জন্য নয়। ন্যায়বিচার সম্পর্কে পুলিশের ধারণার সাথে আইন ও মানবিক বিচারের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

আমরা যদি আইনজীবী হিসেবে, বিচারক হিসেবে আমাদের বিবেকের প্রতি সৎ থাকি তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহার তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমরা বিচারের নিষ্ঠুরতা গ্রহণ করতে পারি না।

বলা অসত্য হবে না যে, আমাদের দুই ধরনের বিচার ব্যবস্থা আছে, যার একটি হচ্ছে পুলিশের বিচারব্যবস্থা, যেখানে পুলিশ প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর) পাঠিয়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কারাভোগের সাজা নিশ্চিত করে।

বিচারের অপর ব্যবস্থাটি হচ্ছে বিচারিক ব্যবস্থা যেখানে একজনকে কারাভোগ করার, এমনকি মৃত্যুদন্ড ভোগ করার সাজা দেয়া হয়, যদি বিচারে এফআইআরে বর্ণিত অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়।

দোষ প্রমাণের আগে জেল খাটা এবং দোষ প্রমাণের পরে জেল খাটা এ দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য অবশ্যই বিচার-বিবেচনার দাবি রাখে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি তো শাস্তি ভোগ করেই যাচ্ছে। সরকারের অসহনশীলতা স্বাধীন বিচারব্যবস্থার অবশ্যই অন্যতম দোষ। প্রাথমিকভাবে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে বিচারকদের নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। যারা দলীয় আনুগত্যের বাইরে, তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

অন্য দিকে পুলিশ প্রশাসনে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। তাদেরকে অনেক বেশি রাজনৈতিক চাপ মোকাবেলা করে কাজ করতে দেখে যে কেউ দুঃখবোধ করবেন। বস্তুত, জনগণের কর্মচারী হয়েও তারা জনগণের নন। ব্যবস্থাটি দুর্বহ বোঝা হয়ে জনগণের উপর চেপে বসেছে। সবকিছুর পরও বিচারব্যবস্থা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি। কিছু স্বাধীনচেতা বিচারপতি এখনো আশার বাতি প্রজ্জলিত রেখেছেন। কিন্তু নেতৃত্ব পাচ্ছেন না।

বিচার শুরু হওয়ার আগেই নিষ্ঠুরতা শুরু হয়ে যায়। তাই অবিচারের উৎস হচ্ছে বিচারে বিলম্ব। পুলিশ মনে করে, বিচার শুরু হওয়ার আগেই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যা কিছু করার তা সেরে নিতে হবে। জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবেই, আসামিকে রিমান্ডে নেয়া হবে এবং আসামি তাদের হাতেই থাকবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

আমাদের ভালো বিচারক এবং ভালো পুলিশ অফিসার যারা আছেন তারা এখনো আমাদেরকে এই আশা জুগিয়ে যাচ্ছেন যে, বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ পদানত হয়নি। তথাপি জনসাধারণের অসহায়ত্ব বেড়েই চলেছে এবং ভোগান্তি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সাজাপ্রাপ্তদের তুলনায় অনেক বেশি নিরপরাধ মানুষ জেলে আছে। রাজনীতি যত নিষ্ঠুর হতে চায় হোক, কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তিকে কোর্টে সোপর্দ করা হবে তখন বিচারিক মানবিকতা দেখাতে হবে।

আমরা সবাই জানি সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রেফতার করে লোকদের জেলে পাঠানো। সরকারের বিচারে আগ্রহ নেই। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জেলে রাখতে পারলেই হলো। সে জন্য বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে তাদের কোনো তাড়া নেই। বরং সরকার মজা করে বলবে, তারা কাউকে জেলে পাঠায়নি এবং আইন তার নিজের গতিতে চলছে। দোষের দায় বহন করতে হচ্ছে জজ-বিচারকদের।

সরকার পক্ষের উকিলরা তো তাদের সর্বশক্তি দিয়ে জামিনের বিরোধিতা করবেন, নতুবা তাদের চাকরি চলে যাওয়ার ভয় থাকবে। এ জন্য সরকারি উকিলদের রাষ্ট্রের উকিল হওয়া দরকার, যাতে তারা সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এ ব্যাপারে একটি আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছিল; কিন্তু তা বিবেচনায় নেয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।

সরকারি আইনজীবীরা রাষ্ট্রীয় আইনজীবী হিসেবে নিজেদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করবেন। সরকারের পরিবর্তন হলেও তাদের পরিবর্তন হবে না। দুঃখের কথা, আই-নজীবীরাও বিচারব্যবস্থায় শক্তি জোগাতে পারছেন না। বিচারব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে ভাবছেন না। মনে হচ্ছে আমরা সবাই মাথাহীন, বিবেকহীন হয়ে বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট মনে করছি।

বিনা বিচারে আটক রাখার একটা আইন আছে আমাদের। কিন্তু সরকার তা ব্যবহার করছে না। তারা দেখছে কোর্টে মামলা দিয়ে সব রাজনীতিককে অপরাধী হিসেবে কলঙ্কিত করাই সুবিধাজনক। আমরা চাই কোর্টকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হোক। তারা তাদের রাজনীতি যেভাবে পারেন চালিয়ে যান। বিচারব্যবস্থাকে অসহায় মানুষের সুবিচার পাওয়ার আশা হিসেবে টিকে থাকতে হবে।

গত মঙ্গলবারের পত্রপত্রিকায় খবর রয়েছে, রিমান্ডে নিয়ে এক মেয়েকে থানার ওসি ও ইন্সপেক্টর মিলে ধর্ষণ করেছে। সব খবর লজ্জায় প্রকাশ করা হয় না। রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। দেশে পুলিশ প্রশাসন বলতে কিছু থাকলে এত দুঃসাহস পুলিশের থাকত না। জজ-বিচারকরা জেনে-শুনেই রিমান্ড-ব্যবস্থা সহজ করেছেন। মামলা দিলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেয়ার পুলিশি ব্যবস্থা থাকা তো অর্থেরও অপচয়।

আমরা সাধারণ মানুষের জীবনকে অতি সাধারণভাবে গ্রহণ করে থাকি। বড় বড় অপরাধ আইন ও বিচারব্যবস্থার উর্ধ্বে থাকার বিষয়টি আমরা না জানার ভান করি। আদৌ যদি বড় অপরাধগুলোর বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু করা যেত তাহলেও কী আমরা নিশ্চিত হতে পারতাম যে, কার অপরাধে কে শাস্তি ভোগ করছে। সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থাই চলছে অসততা ও দুর্নীতির ওপর। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়; কিন্তু দুর্নীতিকারীর দুর্নীতি ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নেই।

সবার ক্ষেত্রে একই বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আগে যারা সাধারণ মানুষ, যারা অসহায় তারা দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে জেলে রাখার নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করুন। তা ছাড়া এমন তো হতে পারে, জেলে আটক গরিব লোকটি ছিল তার পরিবারের একমাত্র আয়কারী। জেলে আটক রাখায় তার পরিবারের সদস্যদের অনাহারে থাকতে হবে। জেলে পুরার সহজ পন্থা হিসেবে মামলা রুজু করা আইন প্রয়োগকারী হিসেবে পুলিশকে নির্দয়-নির্মম হলে চলবে না।

আমরা জানি, বিচারিক ব্যবস্থাকে মানবিক করার জন্য বিচারকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন; কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই কম। তারা সরকারি চাপের মধ্যে আছেন। বুঝতে হবে, গোটা বিশ্বের বিচারব্যবস্থা কোনো-না-কোনো ধরনের চাপের মধ্যে আছে। এ পরিস্থিতিতে বিচারব্যবস্থা রক্ষায় আমরা যে দয়া-মায়া, বিবেকবর্জিত নই তা প্রমাণ করতে হবে।

সরকার অন্যসব প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে যা করতে পারে করুণ কিন্তু যতদিন বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকছে ততদিন জজ-বিচারকদের মানবিক হতেই হবে।

অপরাধের ঊর্ধ্বগতি দেখেও তো আমরা বলতে পারছি না যে, লোকদের জেলে আটক রাখলেই অপরাধ কমে যাবে না। অপরাধীর অপরাধ প্রমাণে ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দোষ প্রমাণের আগে একজন ব্যক্তিকে নির্দোষ হিসেবে দেখা সার্বজনীন বিচারিক নীতি। তদুপরি আমাদের মৌলিক অধিকার রয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করার। যদি তা আইন দ্বারা খর্ব করা না করা হয়। পুলিশ প্রদত্ত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বা এফআইআরের ভিত্তিতে জামিন অস্বীকার করার কোনো আইন নেই। বিষয়টি একমাত্র কোর্টের ইচ্ছাধীন। ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি, অপরাধের ধরন, সমাজের নিরাপত্তা হুমকি ইত্যাদি বিষয় বিচক্ষণতার সাথে বিবেচনা করে বিচারক জামিন আবেদন নামঞ্জুর করতে পারেন। পুলিশ তথ্য দিলেই জেল, এটা বিচারের কথা হতে পারে না।

মাদক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি ব্যর্থতার কারণে কোর্ট কাউকে বিনা বিচারে জেলে পুরতে পারে না। সরকার এ ব্যাপারে গভীর তাগিদ অনুভব করলে দ্রুত বিচারের বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে। হাজার হাজার তরুণকে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে জেলে পাঠাচ্ছে। ভাবা হচ্ছে না কেমন করে মাদক ব্যবসায় বেড়েই চলছে। একইভাবে নারী ও শিশু আইনের অপব্যবহার করছে পুলিশ। দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা না করে জেলে বন্দী রাখার নামই আমাদের দেশের বিচার হতে পারে না। পুলিশি ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে। পুলিশ আইনের পুলিশ থাকতে পারছে না। তারা দুর্নীতির পুলিশ হয়ে যাচ্ছে।

জামিন মঞ্জুর করার অর্থ একজনকে কোর্টের হেফাজতে রাখা। সে পূর্ণ স্বাধীন নয়। তাকে জামিনের শর্ত মেনে চলতে হবে।

পুলিশের জানা উচিত, জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা কোর্টের ইচ্ছাধীন এবং জামিন পাওয়া অভিযুক্তের অধিকার। মামলাটা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পুলিশকে বলা দরকার। ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে অবজ্ঞা করা কোনো সহজ ব্যবস্থা হতে পারে না।

একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ রিমান্ডে দেয়া হবে কেন? নিজের দোষ প্রমাণ করার জন্য পুলিশ তাকে বাধ্য করতে পারে না। যদি রিমান্ডে নিতে হয় তাহলে জজ কেন বলবেন না যে, তাকে তার আইনজীবীর উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট তো তাই বলেছে। আইনের সাহায্য পাওয়া তো শাসনতন্ত্র ও সুবিচারের কথা।

গত মঙ্গলবারের পত্রপত্রিকায় খবর রয়েছে, রিমান্ডে নিয়ে এক মেয়েকে থানার ওসি ও ইন্সপেক্টর মিলে ধর্ষণ করেছে। সব খবর লজ্জায় প্রকাশ করা হয় না। রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। দেশে পুলিশ প্রশাসন বলতে কিছু থাকলে এত দুঃসাহস পুলিশের থাকত না। জজ-বিচারকরা জেনে-শুনেই রিমান্ড-ব্যবস্থা সহজ করেছেন। মামলা দিলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেয়ার পুলিশি ব্যবস্থা থাকা তো অর্থেরও অপচয়।

বিচারব্যবস্থায় এখন দুর্নীতির ব্যবসা ভালোই চলছে। বস্তুত বিচারক, আইনজীবী ও পুলিশের এটা সম্মিলিত ও পবিত্র দায়িত্ব সমাজকে সদয় ও ন্যায়পরায়ণ রাখা।

লেখক: সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিকল্প হতে পারে তৃতীয় দেশে পুনর্বাসন

(১৯ পাতার পর)

ভারত আন্তরিকভাবেই এই রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াবে, স্বাভাবিক কূটনৈতিক আচ্ছাদনে নয়।

এই মুহূর্তে আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা না বলে পারছি না। বিষয়টি দুটি রাজনৈতিক দলের দুই নেতার মধ্যে একটি টেলিফোন কথোপকথন তখন একজনের পাশে আমি দাঁড়ানো ছিলাম। অন্য প্রান্ত অভিযোগ করছিল যে তিনি (এই প্রান্তের নেতা) একটি জনসমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় অন্য দলটির কার্যকলাপকে বাজেভাবে সমালোচনা করেছেন। উত্তরে এ প্রান্তের নেতা বলছিলেন, 'তুমি তোমার বক্তব্য দেওয়ার সময় একইভাবে আমার দলের বিরুদ্ধেও বলে এসো। এটিই তো রাজনীতি। তবে তুমি রাজনৈতিক আচরণ মাঠেই রেখে আসবে। আমরা যখন কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বা আমাদের বাড়িতে মিলিত হব তখন আমরা বন্ধু।' একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝে নিলেন যে রাজনৈতিক নেতারা কিভাবে রাজনীতি এবং জনগণ নিয়ে খেলে থাকেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বসম্প্রদায় থেকে যে উদ্যোগ, প্রতিশ্রুতি বা কণ্ঠস্বর আমরা শুনে আসছি তা সাধারণ কূটনৈতিক মানদন্ড ও অনুশীলনের অংশ ছাড়া আর কিছু বেশি বলে মনে হয় না। তারা সাহায্য, সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায়ে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে হয়তো বাংলাদেশকে খুশি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। অন্যদিকে তারা নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখার জন্য মিয়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুরোপুরি বজায় রাখছে। এটি সমস্যাকে সামাল দেওয়ার জন্য কূটনৈতিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমাদের সেই বাস্তবতাটি বুঝতে হবে। তবে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়, বরং কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বা অন্য যেকোনো উপায়ে ওই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

গত ৫ জুন এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের মতে, প্রবাসী মিয়ানমার সরকার (জাতীয় ঐক্য সরকার) বিদ্যমান নাগরিকত্ব আইন সংশোধন, পরিমার্জন বা বিলুপ্ত করে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান করবে। রাষ্ট্রের সব নৃগোষ্ঠীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা হবে। তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের অঙ্গীকারও করেছে। এর আগে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মেনে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে এবং প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো পক্ষকে যুক্ত করতেও তারা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে আমি নেপালী-ভুটানীদের (লোথসাম্পা বা দক্ষিণ ভুটানের অধিবাসী) বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। ওই নেপালী-ভুটানীদের রাজনৈতিকসহ অন্যান্য কারণে ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভুটান থেকে উৎখাত করা হয়। তাদের বেশির ভাগই নেপালে আশ্রয় নেয়। নেপালের সাতটি শিবিরে ১০ লাখেরও বেশি শরণার্থী বাস করত। স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরসহ দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে বহুবার; কিন্তু সংকটটির কোনো কার্যকর সমাধান দেখা যায়নি। এ অবস্থায় ২০০০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এই শরণার্থীদের তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং অনেক দেশই তাদের গ্রহণে সম্মত হয়েছিল এ কারণে যে তারা ইরাকী, সোমালী বা আফগানী শরণার্থীদের মতো কোনো নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। এই শরণার্থীদের বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্র এবং বাকি অংশ নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশ। এ কথা সত্য, ওই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে ২০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, যদিও তা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয়, বরং তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনের মাধ্যমে। অন্যথায় আমাদের আজও নেপালের শিবিরে সেসব শরণার্থীকে দেখতে হতো।

রোহিঙ্গা সংকটের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি বিশ্বসম্প্রদায় তৃতীয় দেশে তাদের পুনর্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে এই যে এত গলদঘর্ম প্রচেষ্টা তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত। মিয়ানমার অনিচ্ছুক থাকলে বিশ্বের কোনো দেশ বা সংস্থা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ। কারণ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির নানা সমীকরণ। এই অবস্থায় রোহিঙ্গাদের তাদের সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে অন্য গন্তব্যে তাদের পুনর্বাসন করা উত্তম বিকল্প হতে পারে, যা মানুষ হিসেবে তাদের মৌলিক মানবাধিকারকেও নিশ্চিত করবে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তারা মুসলমান। আর সে কারণে নেপালিদের মতো তাদের তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনের কাজটি সহজ না-ও হতে পারে। যাই হোক, আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা রোহিঙ্গারা মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে শিগগিরই তাদের নিজস্ব ভিটামাটিতে ফিরে যাক বা তৃতীয় দেশে পুনর্বাসিত হোক। আর একই সঙ্গে বাংলাদেশের মতো এই ছোট্ট দেশটি ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার বোঝা বহন থেকে মুক্ত হোক। তা না হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিকভাবেই নয়, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও এক বড় ধরনের হুমকিতে পড়বে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়াল এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবষরেশরনস্তরগড়েমসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঋৎ ঙ ইধহবব ঋধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ পধফধনড়ভড়ঁমযা জড়ুমফ
উঢ়ঢ়রষ ঊধমসু, চঙ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

সুইস ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় কমছে, মুদ্রাপাচার কমেনি

এম এ খালেক

সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমানো টাকার পরিমাণ সামান্য কমেছে। তবে মুদ্রা পাচার আগের তুলনায় আরো বেড়েছে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০২০ সালে দেশটির ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশীদের জমানো অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৬ হাজার ৩০ লাখ সুইস ফ্রাঁ। বাংলাদেশে মুদ্রায় যার পরিমাণ পাঁচ হাজার ২০৩ কোটি টাকা। আগের বছর জমানো অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে দেশটির ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশীদের জমানো অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছিল ২০১৬ সালে, যার পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার যখন ক্ষমতাসীন হয় সেই ২০০৯ সালে সুইস ব্যাংকে মোট জমানো টাকার পরিমাণ ছিল এক হাজার ৩২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত ১২ বছরে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের টাকা জমানোর পরিমাণ বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ।

সুইস ব্যাংকে জমানো সব টাকাই যে অবৈধ পথে উপার্জিত তা নয়। এর মধ্যে কিছু টাকা আছে বৈধভাবে উপার্জিত কিন্তু নানা কারণেই সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকসমূহে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তবে বেশির ভাগ অর্থই অবৈধ পথে উপার্জিত। বিশ্বব্যাপী অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীদের নিরাপদ সংরক্ষণাগার হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক। সুইস সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতদিন তাদের ব্যাংকিং সেক্টরে জমাকৃত বিদেশীদের অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করত না। ফলে অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীরা সে দেশের ব্যাংকে অর্থ জমা রেখে নিরাপদ বোধ করতেন। কিন্তু এখন তারা প্রতি বছরই বিদেশী আমানতকারীদের অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করে থাকে। এখন আর অবৈধ অর্থ পাচারকারীদের গোপনীয়তা রক্ষিত হচ্ছে না। গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে মোট ৫৯০ কোটি মার্কিন ডলার সমতুল্য ৪৯ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা পাচার হয়। ২০১৪ সালে মোট ৯১১ কোটি ইউএস ডলার সমতুল্য সাড়ে ৭৬ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়।

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশীদের অর্থ জমার পরিমাণ সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশীদের জমানো অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও কমেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অবৈধ অর্থের মালিকরা টাকা পাচার কমিয়ে দিয়েছে। এখনো পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে অর্থ নিয়ে গেলে সেই অর্থ উপার্জনের বৈধতা বা সূত্র জানতে চাওয়া হয় না। কিছু কিছু দেশ আছে যারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দেশে অর্থ নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশীদের উদ্বুদ্ধ করে। যেমন মালয়েশিয়ায় 'সেকেন্ড হোম' নামে একটি প্রকল্প আছে যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মালয়েশিয়ার নাগরিকত্ব দেয়া হয়। অনেকেই তাদের অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ মালয়েশিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। তারা মূলত মালয়েশিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় সে দেশে অর্থ নিয়ে যায়। বাংলাদেশী নাগরিকরা এখন আর ঝুঁকি নিয়ে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে টাকা জমানোর চেষ্টা খুব একটা করছে না। বরং তারা অন্যান্য দেশে মুদ্রা পাচার করে নিয়ে তা সংরক্ষণ করছে।



মুদ্রা পাচার যেকোনো দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই কঠোর হস্তে এটা দমন করা প্রয়োজন। অনেকেই বলে থাকেন, কালো টাকা সাদা না করতে দিলে দেশের মূল্যবান অর্থ বিদেশে পাচার হবেই। এই ধারণা যে মোটেও ঠিক নয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বিগত প্রতিটি সরকারই কোনো না কোনোভাবে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু তাতে খুব বেশি মানুষ তাদের অবৈধ অর্থ বৈধ করেনি। কালো টাকা সাদা করা বা অপ্রদর্শিত অর্থ সাদা করার সুযোগ দানের মধ্যে কোনো সমাধান নেই। এটা বরং অসৎভাবে অর্থ উপার্জনের চর্চাকেই চাঙ্গা করছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত হলেই অর্থ পাচার বন্ধ হবে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য কোনো বক্তব্য হতে পারে না। বিনিয়োগ পরিবেশের উপর অর্থ পাচার নির্ভর করে না। তবে অর্থমন্ত্রী প্রকারান্তরে একটি বিষয় স্বীকার করেছেন, তা হলো– দেশে কার্যকর বিনিয়োগ পরিবেশ বিদ্যমান নেই। বিনিয়োগ পরিবেশ কেন নেই তা তো সরকারেরই জানার কথা।

মানুষ স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগ করতে না পারার কারণেই মুদ্রা পাচার করে তা নয়, এর মূলে অন্য কারণ রয়েছে। বিনিয়োগের পরিবেশ নেই তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। বিশ্বব্যাংকের বিজনেস ডুয়িং সূচকে বছর দুই আগে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৬তম। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) কর্তৃপক্ষ বলেছিল, তারা দুই বছরের মধ্যে এই সূচক দুইয়ের ঘরে নামিয়ে আনবে। এ জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কিছু দিন আগে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেছেন, এ সূচক দুই অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। এ জন্য আরো সময় প্রয়োজন। এ ছাড়া দুর্নীতি রোধ করা না গেলে এই সূচকে খুব একটা অগ্রগতি হবে না। কিন্তু তারা যখন বলেছিল– দুই বছরের মধ্যে এই সূচক ডাবল ডিজিটে নামিয়ে আনা হবে তখন অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন। মানুষকে আশান্বিত করার পর আশাহত করল কিন্তু তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হলো না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন মারাত্মকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন মুদ্রা পাচারের মতো অপকর্মগুলো বেশি ঘটতে থাকে। মানুষ সাধারণত তার বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ দেশের বাইরে পাচার করে না। অনৈতিক উপায়ে উপার্জিত অর্থই বিদেশে পাচার করে। কাজেই মুদ্রা পাচার রোধ করতে হলে প্রথমেই দেশের অভ্যন্তরে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের সব রাস্তা বন্ধ করতে হবে। এটা ঠিক, দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাবে না। তবে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্নীতির সীমা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কারা মুদ্রা পাচার করে তার তথ্য সরকারের কাছে নেই। তালিকা দিলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই তালিকা কে দেবে? তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব কার? অর্থ মন্ত্রণালয়, যারা দেশের অর্থনীতির দেখভাল করেন তারাই যদি মুদ্রা পাচারকারীদের তথ্য দিতে না পারেন তাহলে অন্যেরা কিভাবে তা দেবে?

দুর্নীতি বন্ধ করার পরিবর্তে যদি দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ অবাধে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয় সেটা হবে দুর্নীতিবাজদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ। সরকার কোন পথ বেছে নেবে সেটা তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে সাধারণ মানুষ চায় না যে, দেশ থেকে মূল্যবান অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যাক। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০০১ সালে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) বার্ষিক প্রতিবেদনে দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশকে সবার শীর্ষে স্থান দিয়েছিল। সেই সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। পরবর্তীতে আরো চার বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান দখল করে। এ নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা করা হয়। কিন্তু সমালোচকরা একবারও ভেবে দেখে না যে, একটি দেশ হঠাৎ করেই দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় না। অনেক দিনের জমে থাকা দুর্নীতিই এক সময় দেশটিকে শীর্ষ স্থানে নিয়ে যায়। আর টিআই ২০০১ সালে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল তাতে ২০০০ সালের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই সেই সময় কি বিএনপি-জামায়াত জোট রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিল? পরবর্তী বছরগুলোতে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন না হলেও দুর্নীতি কমেছে এটা কি দাবি করা যাবে?

কুমিল্লার চান্দিনা এলাকা থেকে নির্বাচিত সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, সাবেক ডেপুটি স্পিকার অধ্যাপক আলী আশরাফ জাতীয় সংসদে বলেছেন, বড় চোরদের দুর্নীতি এবং অর্থ পাচারের কারণে ঘৃণা ও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। এসব বিষয়ে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা না বাড়লে দুর্নীতি বন্ধ করা না গেলে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন। তারপরও দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য কমছে না বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে এভাবে মুদ্রা পাচার চলতে থাকবে, নাকি তা বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে? দেশের সাধারণ মানুষ মুদ্রা পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ মেনে নিতে পারছে না। তারা মুদ্রা পাচার বন্ধে সরকারের দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে চায়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিষয়ক কলাম লেখক

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও মুসলিম বিশ্ব

শান্তির কাজও করেছে। প্রসঙ্গত, উইঘুরদের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ এলেও হুইদের উন্নয়নের কথা কেউ বলে না। চীনে দু'টি বড় মুসলিম গোষ্ঠী রয়েছে। একটি হলো জিনজিয়াংয়ের উইঘুর এবং অপরটি হুই। চীনা জনসংখ্যার বিশাল সাগরে তারা স্রেফ কয়েক ফোঁটা পানির মতো। এক কোটি করে লোকসংখ্যা উভয় গোষ্ঠীর, আকারে তাইওয়ানের সমান। কিন্তু উইঘুরদের যখন পুলিশি চাপ সইতে হয় তখন হুইরা সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিষয়টি ভেবে দেখার মতো।

সিপিসির আন্তর্জাতিক বিভাগের বড় কাজ কোনো আক্রমণ বা যুদ্ধ প্রতিহত করা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক গভীরতর করা, দেশে ও বন্ধু দেশে আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ করা। ১৯৭০ সালে চীন রিফর্ম শুরু করে এবং চীনকে আন্তর্জাতিক অবস্থানে নিয়ে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। বলা যায়, মার্কসবাদে চীনা চরিত্র ঢুকতে থাকে। দেং জিয়াও পিংয়ের মতবাদগুলো কাজ করতে শুরু করে ও এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে নীতিমালা তৈরি শুরু হয়। উল্লেখ্য, মাও দে জুংয়ের সময়ের মতো লাল বই ছাপিয়ে তা বিলি বণ্টন করা হয়নি বরং পার্টি সভাগুলোকে কার্যকরী রূপ দেয়া হয় এবং কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। শুধু বিদেশী কমিউনিস্টদের সাথে সংযোগ রক্ষা করা, শুধু কমিউনিস্ট শ্রমিক ও বামপন্থীদের সাথে বৈঠক-বন্ধনের নীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য হয়। অন্য ঘরনার ও মতবাদের দল ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করায় পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উচ্চতায় অবস্থান করছে। সিপিসির সদস্যদের সবাইকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই কাতারে রাখার চেষ্টা করা হয়। দেশ পরিচালনায় যোগ্যতা সৃষ্টির পাশাপাশি অভিজ্ঞান অর্জনের সুবিধা দেয়া হয়। 'গ্লোবাল ভিশন' কেমন তার স্বচ্ছ ধারণা দেন সিপিসির পন্ডিত নেতারা। সিপিসির রয়েছে নিজস্ব প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র। গ্লোবাল ভিশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পার্টি-পার্টি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয় যেখানে সামাজিক উন্নয়ন, সোসিয়ালিস্ট ভাবধারার পরিচর্যা ও কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনার কৌশলাদি শেখানো হয় ও সমসাময়িক অন্যান্য দেশের পার্টি পলিসিগুলো নিজেদের নীতিমালার সাথে তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়; এই স্তর থেকে নিজেদের ভাবধারার আরো উন্নয়নের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করে সিপিসি। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি ছাড়াও, চারটি বিষয়– অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও টেকনোলজিও চর্চিত হয়। এতসব বিষয়ের চর্চায় সদস্যরা সমৃদ্ধ হয়, যা সরকার পরিচালনায় নীতিনির্ধারণে, কৌশল প্রণয়নে কাজে লাগে। বিদেশী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য সিপিসি স্টাডি ট্যুর করে, যদিও এটি সনাতন পদ্ধতি। প্রাদেশিক ও মিউনিসিপাল পার্টি নেতারা বিদেশ সফরের সময় গ্রামপর্যায়ের নেতাদের সাথে নিয়ে যান। দুই দেশের সহযোগিতামূলক প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়িত হয় তা হাতে-কলমে শেখা বা দেখার সুযোগ এসব সফরে থাকে। চীনা সরকারি প্রকল্পগুলোতেও বিদেশীদের সমানভাবে সফরের ও স্টাডির সুযোগ থাকে। পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়নের ফলে এসব প্রকল্প সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্বে উন্মুক্ত হওয়ার পর চীন অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে একটি স্থিতিশীল সমাজ গঠন করতে পেরেছে। এখন চীনের এই স্থিতিশীলতা আগের চেয়ে অনেক মজবুত। সিপিসির অভিজ্ঞতা অনেক শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক বেশি বিদেশী রাজনৈতিক দল দ্রুত উন্নয়নের কৌশল জানার জন্য এখন চীনমুখী হয়েছে। পশ্চিমা উন্নত দেশের কিছু থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সাথে চীনের সংযোগ রয়েছে যারা বিশ্বশান্তি ও উন্নয়নের জন্য 'কমন গ্রাউন্ডস' নিয়ে কাজ করতে চায়। বিশ্বায়ন মতবাদেও তাদের চিন্তাভাবনাকে চীন নিজের করে কাজে লাগাতে চায়। ফলে বিশ্বব্যাপী চীনের সাপোর্ট বেড়ে যেতে শুরু করেছে।

এ বছর চীনের নাগরিকরা বার্ষিক পরিকল্পনায় মন্তব্য করার সুবিধা পাচ্ছেন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনগণ সরকারি ওয়েবসাইটে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে। মন্তব্য, প্রস্তাবনা ও সমালোচনা করতে পারছে যা কমিউনিস্ট পার্টিতে এক ধরনের নিষিদ্ধ বস্তু। চীন গত কয়েক বছর ধরে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে। সর্ব ক্ষেত্রে দেশ পরিচালনায় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছে। দেশের পলিসি তৈরিতে জনগণের কণ্ঠস্বরকে কতটুকু সংযুক্ত করা গেল সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি জনগণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রস্তাবনাকে সহজে ও দ্রুত বুঝতে সহায়তা করেছে। সরকারও নানা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহজে সংলাপ করতে পারছে, এভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নে 'টু ওয়ে কমিউনিকেশন' প্রতিষ্ঠা সিপিসির আরেক মাইলফলক সাফল্য বলে মনে করছেন বৈশ্বিক উন্নয়নবিদরা। অনেকে বলছেন, এতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই প্রখরভাবে কাজ করছে।

একটি কথা আছে, জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন যাও। কথাটি প্রমাণ করে যে, চীন বহু শত বছর আগ থেকেই মুসলিম বিশ্বে সভ্যতা, সমৃদ্ধি, জ্ঞান ও উন্নয়নের জন্য পরিচিত ছিল। পন্ডিতরা বলছেন, মুসলিমবিদ্বেষী নীতির কারণে এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার কারণে মুসলিম বিশ্ব, পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বের কোনো শক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চীনও তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার সাথে সেতুবন্ধন করতে চলছে। চীনের এখন দরকার তেল ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ। সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, ওমান ও কাতারের সাথে 'কানেকটিভিটি' বাড়ানো চীনের অগ্রাধিকার। সৌদি আরব চীনে বড় তেল রফতানিকারক। উভয় দেশের ট্রেড ভলিউম দুই বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৪০ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। চীনেরও সৌদি আরবে বিনিয়োগ রয়েছে। কুয়েত এ পর্যন্ত চীনকে ৮১০ মিলিয়ন লোন দিয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে। চীনে বন্যার সময় কুয়েত তিন মিলিয়ন ক্যাশ দিয়েছে। 'ইনভেস্ট ইন চায়না' প্রকল্পে কুয়েত চীনে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের রিফাইনারি ও পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করেছে। আরব দেশগুলো ছাড়াও ইরান ও পাকিস্তানের সাথে চীনের বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বিভিন্ন চুক্তি রয়েছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে চীন বেল্ট ও রোড প্রকল্পের আওতায় নিয়ে এসেছে। কাজাকিস্তানে চীন বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। উজবেকিস্তানে ৬০০ মিলিয়ন বিনিয়োগ হয়েছে। মালয়েশিয়া কনসোর্টিয়ামে চীন যোগদান করেছে এবং আরব সাগরে অনুসন্ধানে বিভিন্ন দেশের সাথে কাজ করছে। চীনে ইন্দোনেশিয়ার বিনিয়োগ, ইন্দোনেশিয়ায় চীনের বিনিয়োগের চাইতে ২০ গুণ বেশি। ৯৭০টি প্রকল্পে এই বিনিয়োগ বিদ্যমান। তুরস্ক চীন সম্পর্ক বিশেষ উচ্চতায় এখন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও সামরিক সম্পর্কও মুসলিম দেশের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। অস্ত্র কেনার জন্য মুসলিম দেশগুলো প্রথমে চীনের অস্ত্র বাজারে ঢোকে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান, কুয়েত ও সুদান এগিয়ে রয়েছে অস্ত্র কেনার তালিকায়। ১৯৬০ সাল থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে থাকে। সৌদি আরব, নাইজেরিয়া, নাইজার, গ্যাবন, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, আমিরাত ও ইরাকও চীন থেকে অস্ত্র কেনে। পাকিস্তান ও চীন গত জানুয়ারীতে আরেক মহাপ্রকল্প শুরু করেছে। এটি কৃষি-শিল্প খাতের সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদান মহাপ্রকল্প। দুই দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো দেশ বলছে, আসলে এটি সামরিক তথ্য বিনিময় কেন্দ্র যেটি পার্শ্ববর্তী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। চীন-পাকিস্তান কৃষি ও শিল্পসহায়তা এবং তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার এই প্লাটফর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সাল চীন-পাকিস্তান বন্ধুত্বের ৭০ বছর পূর্ণ হলো। তথ্যভান্ডার পরিপূর্ণ করা গেলে দুই দেশের 'আরো' উপকারে আসবে। দেখা যাচ্ছে, মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমাদের পরিবর্তে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বেশি।

শান্তি ও উন্নয়ন বর্তমান রাজনীতির ট্রেন্ড। বিভিন্ন দুর্যোগে আন্তর্জাতিক অবস্থা নাজুক হয়ে যেতে পারে। তবুও বিভিন্ন স্থানে চীনের উপস্থিতি ও কার্যক্রম খুব সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব অশান্ত এলাকা থেকে বড় বড় রাজনৈতিক দলকে চীন সফরের ব্যবস্থা করা হয়, নেতাদের সাথে সংযোগ রাখা হয় অথবা চীনের সিপিসির ডেলিগেশন ওসব স্থানে পাঠানো হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সিপিসির শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চীনের জনগণ, প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

লেখক: যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিকল্প হতে পারে তৃতীয় দেশে পুনর্বাসন



এ কে এম আতিকুর রহমান

মিয়ানমারের সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তন নতুন কিছু না হলেও বাংলাদেশের জন্য এটি উদ্বেগের বিষয় এ কারণে যে তার কাঁধে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা জনসংখ্যার বোঝা রয়েছে। মিয়ানমারের এই পরিবর্তন শুধু রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটিকে জটিলতর করেই তোলেনি, বরং প্রক্রিয়াটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মিয়ানমার আদৌ বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তার নাগরিকদের ফিরিয়ে নেবে কি না তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। সামরিক জান্তার নেতৃত্বাধীন সরকারের রোহিঙ্গাদের নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত কোথায়? তাদের তো এখন গদি সুরক্ষিত রাখতেই ব্যস্ততার অন্ত নেই। এ কথা সত্য যে সু চি সরকারের সময়েও প্রত্যাবাসন বিষয়টি কখনো অগ্রাধিকার পায়নি, যদিও দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার সুযোগ ছিল। তবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, বিশেষত মুসলমানদের সম্পর্কে মিয়ানমারের বেসামরিক বা সামরিক সব সরকার প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করে আসছে।

বার্মার অর্থাৎ বর্তমান মিয়ানমারের ইতিহাস কমবেশি সামরিক শাসনেরই সংকলন। এর ইতিহাসে মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা খুঁজে পাওয়া যাবে, যাকে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা দেশটি ত্যাগের পর বেসামরিক বা গণতান্ত্রিক সরকারের সময়কাল হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে দেশটিকে সামরিকীকরণ করেছে, যার ফলে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে, রাজনৈতিক পদগুলোতে এবং অন্য সব সরকারি কর্মকান্ডে তাদের অংশীদারি নিশ্চিত করা হয়েছে। আসলে যে ধরনের সরকারই গঠন করা হোক না কেন, মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশটি পরিচালনা করে আসছে। একটি দেশ যদি এত বছর সামরিক শাসনের অধীনে থেকে যায়, আমরা কিভাবে সেই জাতির কাছ থেকে মানবতা বা ন্যায়বিচারের আশা করতে পারি।



২০২১ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সভাপতি ভলকান বোজকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারে সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক উন্নয়নের কারণে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটির অনিশ্চয়তা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তিনি কক্সবাজারের শিবিরগুলোতে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের একটি অংশের জন্য ভাসানচরে তাঁর সরকার নির্মিত অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে ভলকানকে অবহিত করেন।

ভলকান বোজকি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনকালে রাখাইন রাজ্যে নৃগোষ্ঠী নির্মূল ও গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের আরো উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে বিশ্ববাসী রোহিঙ্গা জনগণের দুর্দশার কথা ভোলেনি এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তাদের উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অধিকার সংস্থা কর্তৃক বিরূপ সমালোচনার মধ্যেও তিনি ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের আবাসন ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। আমরা জানি না, তিনি সাধারণ পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন এ বিষয়ে কতটুকু করতে সক্ষম হবেন। তবে আমাদের অবশ্যই তাঁর প্রচেষ্টাটাকে প্রশংসা করতে হবে।

আমরা জানি, ২০১৭ সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়ে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা তাদের ভিটামাটি ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশ মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তবে অদ্যাবধি একজন রোহিঙ্গাও মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করতে পারেনি; যদিও উভয় পক্ষ ২০১৮ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে প্রত্যাবাসন শুরু করতে সম্মত হয়েছিল।

গত চার বছরে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চিকে আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর দেশকে সমর্থন করার জন্য দাঁড়াতে হয়েছে। যাই হোক, সামরিক জান্তা সু চিকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের (যা দৃশ্যমান) পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রত্যাবাসনের বিষয়টি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। আশার যে ক্ষীণ আলোকরশ্মি ছিল, মিয়ানমারের সামরিক সরকার তা পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে। কেউ জানে না, পরিস্থিতি কখন আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। বিশ্বসম্প্রদায় মিয়ানমারের ওপর নানা রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে, তবে তা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করার জন্য জান্তা সরকারকে সম্মত করতে পারবে কি না সন্দেহ। আমাদের আশঙ্কা, চূড়ান্ত ফলাফলটি সম্ভবত একটি 'বড় শূন্য'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্তত এই মুহূর্তে।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক মহল এই সংকট সমাধানের জন্য এখন পর্যন্ত যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে, সেসবের বিবরণ এখানে দিতে গেলে লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এখনো চাপ অব্যাহত রয়েছে। চীন ও ভারত, যারা বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রতিবেশী এবং বন্ধু, যদি আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করে, তবে একটি ইতিবাচক ফলাফল ঘটাতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদিও আমরা সব সময় প্রত্যাশা করে আসছি, সমস্যাটি সমাধানে এই দুই দেশের ইচ্ছা বা প্রতিশ্রুতির যে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু কূটনৈতিক ভাষায় নয়, যদি সত্যিকারভাবে তারা সমস্যাটি সমাধান করতে চায়, তাহলে তাদের বাস্তবে সরাসরি জড়িত হতে হবে। শোনা গেছে, চীন বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে বসতে যাচ্ছে। পরিস্থিতির এই মুহূর্তে চীনের এই উদ্যোগকে সুসংবাদ হিসেবে মনে করছি। আমরা আরো আশা করছি, চীন ও (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

আমলাতন্ত্র কি পজিটিভ না নেগেটিভ?



মাছুম বিল্লাহ

বাংলাদেশ ব্যাপী আলোচনা হচ্ছে সচিব ওপরে না এমপি ওপরে? করোনা মহামারি মোকাবিলায় গত এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আদেশ জারি করে ৬৪ জেলায় ৬৪ জন সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরও আগে ২০২০ সালের মে মাসে করোনাকালীন ত্রাণ বিতরণ ও মহামারি মোকাবিলায় ৬৪ জেলায় দায়িত্ব দেওয়া হয় সিনিয়র সচিব, সচিব মর্যাদার কর্মকর্তাদের। তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আওয়াগী লীগ ও জাপার কিছু নেতা। সাবেক আমলা ও বর্তমান পরিকল্পনামন্ত্রী যখন বললেন যে, আমলাতন্ত্র ভালো এবং এর বিকল্প সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, এমনকি ফেরাউন ও খলিফারাও বের করতে পারেননি। তার এ মন্তব্যের পর তোফায়েল আহমদ বলেছেন, 'জনগণ এসব কথা পছন্দ করেন না।' জনগণ কী পছন্দ করে আর কী করে না, তা কি এ দেশের কেউ ভেবে দেখে আসলে? সরকারি কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না, করলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। তার মানে কি? কে যাবে অনুমতি নিতে? যত অন্যায়ই করুক তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। এ আইন তো এখানেই পাশ করা হয়েছে। উনারা যা বলেন বা বলছেন তা তো সবারই জানা। আগামী অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়বরাদ্দের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি (২৬.৮ শতাংশ) রাখা হয়েছে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত পাবলিক সার্ভেন্টেদের বেতন-ভাতা ও পেনশনের জন্য। এই খাতে সরকারের বেতন-ভাতা বেড়েছে ২২১ শতাংশ। দেশে জনগণের চিন্তা কে করেন? লাফিয়ে লাফিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনও বাড়ানো হয়, ঘুষের পরিমাণও বাড়ে। এই বৈষম্য সৃষ্টির পুরো ভাগটিই তো সাধারণ জনগণকে পোহাতে হয়!

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে–জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিদের জনপ্রতিনিধিত্ব করার কথা সেটিতে যখন সমস্যা হয় তখন সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। একটি এলাকা, একটি জেলা ও একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রয়োজন, তেমনি জনপ্রতিনিধিরও প্রয়োজন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ একটি বিশেষ বাছাইপ্রক্রিয়ায় মাধ্যম দিয়ে আসেন। ব্রিটিশরাজ আমাদের দেশসহ পুরো পাক-ভারত উপমহাদেশে একদিকে 'আশীর্বাদ আর অন্য দিকে অভিশাপ' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা আর কেড়ে নিয়েছিল স্বাধীনতা, দিয়েছিল পরাধীনতা। তারা এই উপমহাদেশের জনগণকে কীভাবে শাসন করতে হবে সেজন্য সৃষ্টি করেছিল একদল দক্ষ প্রশাসক। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান আমলে ছিল 'সিএসপি'। তুখোড়, মেধাবী, অলরাউন্ডার শিক্ষার্থীরা হতো সিএসপি অফিসার। তাদের কাছে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ মন্ত্রীরাও থাকতেন কাবু। তাদের মেধা, দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়, তাই যত বড় শক্তিশালী জনপ্রতিনিধিই হোক না কেন তাদের ঘাটাতেন না। প্রশাসনে একধরনের ব্যালান্স ছিল। ফলে, দুর্নীতি কম হতো, কোথাও কোথাও হতোই না। কাজ হতো ধীরে কিন্তু শক্ত। সেই বিষয়টিকেই আমরা 'আমলাতন্ত্র' বলে গালি দিই। কারণ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কোনো এলাকার জনগণের কাজ সহজে হতো না, যদিও জনপ্রতিনিধিরা জনপ্রিয়তার স্বার্থে কোনো কাজ তাড়াতাড়ি করতে চাইতেন।

জনপ্রতিনিধিদের জনগণের সঙ্গে চলতে হয়, জনগণের কাছে যেতে হয়, তাদের কাছে পরবর্তী নির্বাচনে (ভোট যদি হয়) ভোটের জন্য যেতে হয়। তাই অনেক সময় ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও জনগণের জন্য, এলাকার জন্য কিছু কাজ যা ঠিকঠাক নিয়মের মধ্যে হয়তো পড়ে না তার পরেও করতে হয়। কারণ, মানুষ চায় তার কাজটি হোক, সেটি নিয়ম মেনে হোক আর নিয়মের বাইরে হোক। যেমন একজন জনপ্রতিধি তার এলাকার একটি বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করতে চান। এমপিওভুক্ত হলে অনেক শিক্ষকের চাকরি হবে, অনেক পরিবার উপকৃত হবে, অনেক শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। কিন্তু এমপিওর শর্ত অনুযায়ী সেটি হয়তো এমপিওভুক্তকরণের উপযোগী নয়। এখন, আমলাতন্ত্র যদি শক্তিশালী হয় সেখানে গিয়ে কাজটি আটকে যায় কারণ একজন ভালো আমলা, সত্যিকারের আমলা সেই কাজটি করবেন না। তিনি দেখে শুনে নিয়মমাফিক করবেন। আমরা আসলে কোনটি চাই? আমরা কি মন্ত্রীর ইচ্ছেমতো দ্রুত কাজটি করিয়ে নেব, নাকি সচিব নিয়ম-কানুন দেখে সেটি এমটিওভুক্ত করবেন? মন্ত্রী যদি এটি না পারেন তাহলে একে তো তার প্রেস্টিজের ব্যাপার, দ্বিতীয়ত তিনি এলাকার জনগণের কাছে কী বলবেন? আবার আমলাদের দিক থেকে (সবাই নয় হয়তো) একটি যুক্তি থাকে যে, আমরা সারা জীবন পড়াশোনা করেছি, শ্রেণিতে, বোর্ডে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছি, শক্ত বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসে রাষ্ট্রীয় চেয়ার দখল করেছি, কাজেই আমাদের দাপট থাকতেই হবে। যারা পড়াশোনা করেনি, শুধু মিটিং-মিছিল করেছে, গাড়ি ভেঙেছে আর হরতাল করেছে, তাদের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে কেন? এখানে আর একটি ব্যাপার আছে পাকিস্তান আমলে সিএসপি অফিসারদের শুধু মেধা ও সৃজনশীলতাই দেখা হতো। এখন এ বিষয়টিও অনেকটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। তার একটি কারণ কোটা পদ্ধতি, দ্বিতীয়ত রাজনীতি।

এরশাদ যখন ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারি করেন, তার এক দশক পর্যন্ত কিন্তু দেশ পরিচালনা করেছেন সামরিক ও বেসামরিক আমলারা। ১৯৮২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বিভিন্ন কলেজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারগণ ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা দেখতেন। তারা কোনো কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষসহ অন্য শিক্ষকগণ বেরিয়ে আসতেন তাদের অভিবাদন জানানোর জন্য, আর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণও (ক্যাপ্টেন লেভেলের) আগে আগে হাত উঁচু করে সালাম দিতেন অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের 'আসসালামো আলাইকুম স্যার' বলে। দেখে বিষয়টি ভালো লেগেছিল। নিশ্চয়ই উচ্চপদস্থ অফিসারগণ এভাবেই তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই মেইনটেন করেন। একইভাবে, সিভিল প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাও বিভিন্ন কাজে মানবতাবোধ, মানুষকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু যারা মনে করেন যে আমরা ভিন্নগ্রহের ভিন্ন ধরনের বাসিন্দা, সমস্যা তাদেরকে নিয়েই।

আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এবং জাতীয় পার্টির নেতা ফিরোজ রশীদ সরকারের প্রতি অভিযোগ করেছেন যে, 'মানুষ মনে করে আমরা যা দিই, এটা প্রশাসনিক কর্মকর্তাই দেন। অথচ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কিন্তু এলাকায় যায়ইনি। এটা কিন্তু ঠিক না। একটা রাজনৈতিক সরকার এবং রাজনীতিবিদদের যে কর্তৃত্ব কাজ, সেটা কিন্তু ম্লান হয়ে যায়।' একই দিন সংসদ সদস্য ফিরোজ রশীদ বলেন, 'এখন রাজনীতিবিদদের চেয়ে আমলাদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে–দেশে কোনো রাজনীতি নেই। রাজনীতিশূন্য, কোথাও রাজনীতি নেই। রাজনীতির মঞ্চগুলো আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাচ্ছে। দেশ চালাচ্ছে কারা?...ডিসিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কথা বলেন, এমপিদের অনুরোধ করতে হয় ডিসিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য। এই হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য। অথচ এই দেশ স্বাধীন করেছেন রাজনীতিবিদরা।' সংসদ সদস্যদের আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, "আমরা সংসদে আছি শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার জন্য।" আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এজন্য কি আমলারা দায়ী? তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই বাস্তব কিছু কারণ আছে।

আসলে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি ব্যালান্স থাকা প্রয়োজন, ভারসাম্য প্রয়োজন। শুধু আমলাদের কাছে সিদ্ধান্ত থাকলে একদিকে যেমন বিলম্ব হয়, অন্যদিকে সব সময় তা জনবান্ধব নাও হতে পারে। আবার, শুধু জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তে যদি কাজ হয়, কাজটি হয়তো দ্রুত শেষ হয় কিন্তু সেটি সব সময় সঠিক বা বৈধ নাও হতে পারে কারণ তাদের তো জনগণকে খুশি করতে হয়। তার চেয়েও বড় কথা হলো পার্টির ব্যাপার আছে। তিনি যে দলের সেই দলের লোকজন চাইবে তাদের পার্টি ক্ষমতায়, কাজেই তারা যা বলবেন তাই করতে হবে ডিসি, এসপি এমনকি সচিবকে। এটি যখন হয়, তখন আর প্রশাসন থাকে না, দেশের কল্যাণ হয় না। এসব ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র শক্তিশালী হলে সাধারণ মানুষ এবং অন্য দলের লোকজন যারা দেশের নাগরিক তারা কিছুটা হলেও সেবা পান। অন্যটি হলে পায় না। সরকারের যে কোনো আদেশ-নির্দেশ জেলা প্রশাসকগণ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে থাকেন। একটি জেলার সার্বিক কর্মকান্ড কেন্দ্র থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমেই নেওয়া হয়। এটি ব্রিটিশদের সৃষ্ট। এর চেয়ে উন্নততর কোনো প্রশাসনিক পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয়নি বিধায় এটিই চলে এসেছে। যদিও স্থানীয় সরকার প্রশাসনব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হয়েছিল; যেমন এরশাদ সরকার করেছে উপজেলা পদ্ধতি, একই পদ্ধতিতে জেলা চেয়ারম্যান। কিন্তু খুব একটা কার্যকর হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দেশের কি-পয়েন্টগুলো দখল করে রাখেন। এটি দেখতে একটু কেমন মনে হয় কিন্তু প্রশাসন চালানোর জন্য এটিও একেবারে অগ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে মানবতাবোধ, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে। একটি দেশ পরিচালনার জন্য সবাইকে প্রয়োজন, কেউ কারোর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় আলাদা। প্রশাসনে যারা থাকেন তারা কাজের জন্য হয়তো দৃশ্যমান কিছু সুবিধা পান (গাড়ি, বাড়ি, নিরাপত্তা)। মানুষ যখন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাদের মধ্যে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তখন এসব বিষয় খুব একটা পার্থক্য করে না।

লেখক: শিক্ষা গবেষক, প্রেসিডেন্ট :ইংলিশ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইট্যাব)

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৫ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

আমলা-রাজনীতিক যোগসাজশ সংসদের সাতকাহন

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দুই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। উভয়ই সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্বের মালিক-মোক্তার। তবে একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী। আমলাতন্ত্র মেধা-মননের পরীক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত হয়। আর রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে শাসনের জন্য নির্বাচিত হয়। সুতরাং আমলা এবং রাজনীতিকরা কার্যপরম্পরায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় একত্রিত, সমন্বিত এবং স্থিত হন। স্বার্থ ও কার্যক্রমের নিকট অবস্থান সত্ত্বেও কখনো কখনো একে অন্যের বৈরী হয়ে দাঁড়ান। তবে এই বৈপরীত্য সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিন্যস্ত হয় রাষ্ট্রের কার্যক্রম। সেভাবেই নির্ণীত হয় সাফল্য-ব্যর্থতার দায়ভার। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতার বিভাজন, ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, বিশ্লেষিত ক্ষমতার সোপান এবং নিশ্চিত পেশাদারিত্ব। অপরদিকে রাজনৈতিক দল হচ্ছে– সমষ্টিগত স্বার্থজ্ঞাপক, সম্পদের কর্তৃত্বপূর্ণ বণ্টন অভিসারী, নিরন্তর জনসেবায় ব্রতী ও ক্ষমতায় আরোহণে অধীর। এরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ এক জনসমষ্টি যারা জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে শাসনের জন্য প্রয়াস নেয়। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক নিয়মকানুন ও বিধি-বিধানের আলোকেই ক্ষমতার আয়োজন ও আন্দোলন করতে হয়।

আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল পরস্পর সম্পূরক হিসেবে কাজ করার কথা। তাদের উভয়ের সম্পর্ক হবে আনুষ্ঠানিক এবং আইনানুগ। সামাজিক এবং ন্যায়নির্ভর। এই নীতিগত অবস্থানের বাইরে এবং ব্যতিরেকে যে সম্পর্ক দৃষ্ট হয় তা অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক ও অ-নিয়মতান্ত্রিক। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স বেভার বলেন, 'আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে'। বেভার আমলাতন্ত্রের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, নিরপেক্ষতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মনে করেন, তা না হলে রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থা ন্যায়ানুগ এবং নিয়মতান্ত্রিক না হওয়াই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত যেকোনো সমীক্ষায় মনীষী টেলকম পারসন নির্দেশিত 'বিশেষ ও বৈশ্বিক তত্ত্ব' ব্যবহার করা হয়। বিশেষ বা স্বকীয় ধারাটি বিশেষত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। আর বৈশ্বিক তত্ত্বটি উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক। এ সম্পর্কিত গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র যেহেতু 'আমাদের সৃষ্ট নয়' বরং উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ উপনিবেশ সৃষ্ট– সেহেতু এটি স্বকীয় নয় বরং আরোপিত এবং পিতৃতান্ত্রিক।

এ তত্ত্বকথার অবতারণার কারণ হলো, আমলা এবং রাজনীতিকদের নিয়ে ইদানীং সংসদীয় বিতর্ক। গত ২৮ জুন সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা বলেছেন, দেশে এখন রাজনীতি নেই। দেশ চালাচ্ছেন আমলারা। সংসদ সদস্যদের অভিযোগ হলো, সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের চেয়ে সরকার আমলাদের গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। এ সমালোচনার প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয়েছে গত এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস আদেশ থেকে। সংসদীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রবীণ রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'মাফ করবেন, কথা বলাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে জানি না, এখন আমাদের জেলায় জেলায় দেয়া হয়েছে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মানুষ মনে করে– আমরা যা দিই, এটি প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই দেন। অথচ তারা কর্মকর্তা, তারা কিন্তু যানই না। যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (তার এলাকায়) তিনি এখন পর্যন্ত যাননি। এটি একটি রাজনৈতিক সরকার এবং রাজনীতিবিদদের যে কর্তৃত্ব কাজে সেটা কিন্তু ম্লান হয়ে যায়।' তোফায়েলসহ জাতীয় পার্টির নেতা ফিরোজ রশিদ ও রুস্তম আলী ফরাজি একই রকম বক্তব্য দেন। ফিরোজ রশিদ বলেন, 'প্রত্যেকটি জেলায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সচিবদের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিসিদের সাথে কথা বলেন। আর এমপি সাহেবরা পাশাপাশি বসে থাকেন দূরে। তারপর বলেন, ডিসি সাহেব, আমি একটু কথা বলব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।' এ অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও অস্থিরতার বিষয়টি উল্লেখ করেন জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু।

রাজনীতিকদের এসব উচ্চারণ গণমাধ্যমে রীতিমতো ঝড় তোলে। প্রতিটি চ্যানেলে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দৈনিকে কলাম প্রকাশিত হয়। ক্ষমতাসীনদের পক্ষে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা ব্যাকরণ বহির্ভূতভাবে সরকারের সাফাই গান। প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী জেলায় সচিবদের দায়িত্ব দেয়া প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেন। অবশ্য সরকারি দলে ভিন্নমত আছে। কয়েকদিন আগে সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'আমরা সংসদে আছি শুধু হ্যাঁ বা না বলার জন্য'। মনে পড়ে, ২০২০ সালের শেষের দিকে জাতীয় পার্টি প্রধান জি এম কাদের বলেছিলেন, 'মাঠে খেলছেন আমলারা। রাজনীতিবিদরা সাইডলাইনে বসে খেলা দেখছেন'।

গণমাধ্যম যখন আমলা বনাম রাজনীতিকদের নিয়ে সরস আলোচনা করছে, তখন কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে একই বিষয়ের ওপর একটি গবেষণাকর্ম সমাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য জাকির আল ফারুকী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। তার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল– 'নেক্সাস বিটুইন পলিটিক্যাল পার্টি অ্যান্ড ব্যুরোক্র্যাসি ইন বাংলাদেশ : এ পলিটিক্যাল স্টাডি'। গবেষক সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বিষয়টি উপস্থাপন করেন। আমার তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন হয়। গণমাধ্যমের আলোচনার সূত্রে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়। গবেষণার ফলাফল উত্থিত আলোচনার সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা দেখা যাক। গবেষক এক্ষেত্রে তিনটি হাইপোথিসিস বা প্রকল্প অনুমান নির্ধারণ করেন। এগুলো হলো–

ক. বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে বিরাজিত আমলা-রাজনীতিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ;

খ. আমলা-রাজনীতিক সম্পর্কের প্রভাবকগুলো নির্ধারণ করা;



সংসদে তীব্র বাগ্মিতার পরে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। সবাই 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। এতে রয়েছেন সাংবাদিক, বিদ্বজ্জন, রাজনীতিক এবং সাবেক আমলা। তারা তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টির তাৎপর্য, ব্যাপকতা ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। সাংবাদিক কামাল আহমেদ লিখেছেন, 'গত তিন দশকে প্রধান দুটো দলই সৎ-অসৎ ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, ভাগ্যান্বেষী ও অযোগ্য সুবিধাবাদী পেশাজীবী এবং নানা ধরনের অপরাধে জড়িত দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। অবশ্যম্ভাব্যভাবে ক্ষমতাসীন দলেই এদের প্রধান্য ও দাপট বেড়েছে'। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ড. মাহবুব উল্লাহ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন।

গ. উভয় পক্ষের অনুঘটকদের মতামতের বাস্তবতা অনুসন্ধান। গবেষক বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, সবসময়ের ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদরা আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেন। সবসময়ে সরকারি দল আমলাদের বাছাই বা নির্বাচন, পদোন্নতি ও পদায়নে প্রভাব রাখেন। তাদের আনুগত্য ষোলআনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য শিক্ষাজীবনের রাজনৈতিক পরিচয় বা অংশগ্রহণের খোঁজ নেন।

এছাড়া পারিবারিক পরিচয়, বৈবাহিক অবস্থান, আত্মীয়তা, সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনপদ্ধতির খোঁজ নেয়া হয়। এর বিপরীতে আমলারা বা হবু আমলারা অনুকূল রাজনৈতিক দলের নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হন। তারা স্থানীয় সাংসদ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের শরণাপন্ন হন। এভাবে তারা তাদের সার্ভিস লাইফ নিশ্চিত, নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার চেষ্টা করেন। যেহেতু ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক পরিচয়কে মুখ্য করে তোলেন, তাই আমলারা অতীতে যাই করুন না কেন ক্ষমতাসীনদের সাথে আরো নৈকট্য হাসিলের চেষ্টায় লালায়িত থাকেন। তারা তাদের মতো করে কথা বলেন। এই গবেষণার সমর্থনে কয়েক মাস আগে কুষ্টিয়ার এক এসপির বক্তব্য উদাহরণ হিসেবে টানা যায়। অনেক সময় শীর্ষস্থানীয় আমলা ও পুলিশ কর্মকর্তারা রাজনীতির ভাষায় কথা বলেন। কর্মকর্তারা বিভিন্ন কৌশল ও কর্মসূচিতে ক্ষমতাসীনদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ধারণ করে আনুগত্যের প্রমাণ দিতে চান। তারা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পেশাগত উৎকর্ষতার বদলে দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেন। এভাবে আমলারা পেয়ে যান অবাঞ্ছিত সুযোগ। একইভাবে নিরপেক্ষতা, সততা ও সাহসিকতার জন্য বিরোধী কর্মকর্তারা পুরস্কৃত না হয়ে বরং তিরস্কৃত হন। চাকরিচ্যুতি, ওএসডি, হয়রানি ও মর্যাদাহীন পদায়ন করে তাদের অপমান ও অবমূল্যায়ন করা হয়। অনেকে পদত্যাগ করে আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা করেন। এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে পেশাগতভাবে আমলাতন্ত্রের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সম্মাননার অবসান ঘটে। এসব কারণে আমলাতন্ত্রে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও হতাশার প্রসার ঘটে। ফলে সার্বিকভাবে জনপ্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৃষ্ট অন্যায়, অসমতা ও অবিচার মেধাবী শিক্ষার্থীদের জনপ্রশাসন সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দেয়।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে গবেষক ফারুকী দেখিয়েছেন যে, এসব নেতিবাচক কারণে আমলাতন্ত্র তথা জনপ্রশাসনে কোন্দল, দলীয় মনোবৃত্তি, আঞ্চলিকতা, মেধার মর্যাদা হ্রাস, নিরপেক্ষতার অভাব, পেশাগত গুণাবলি হ্রাস এবং সর্বোপরি পেট্রন-ক্লায়েন্ট বা পোষ্য-পোষক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ওইসব নেতিবাচক কর্মকান্ড সত্ত্বেও মেধা, সাহস, সততা, নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা ও সর্বজনীনতার প্রতি উভয়পক্ষের আস্থা বা সম্মানবোধ নীতিগতভাবে অক্ষুণ্ন রয়েছে। এসব বিষয়ে বিরোধ না থাকলেও উভয় পক্ষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি-রাজনৈতিক পরিচয়, আদর্শ, মতবাদ ও স্বার্থপরতা গোটা পরিবেশকে ক্লেদাক্ত করে তোলে। এভাবে সামগ্রিক দলীয়করণ সামগ্রিকভাবেই আমলাতন্ত্রকে দলীয় সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন করে। মেধার সাথে আপস, সর্বজনীনতার অনুপস্থিতি, অযৌক্তিক কার্যক্রম, স্বার্থান্ধতা, তদবির সংস্কৃতি, ক্ষমতালোভ সর্বস্বতা এবং ভাগ-বিভাজন লোকপ্রশাসনে অবক্ষয় ও অপচয় ডেকে আনে। উপস্থাপিত গবেষণায় বিষয়গুলো নির্দিষ্ট উত্তরদাতার বয়ানে উঠে এসেছে গবেষক ফারুকীর উপসংহারে। গবেষণায় সারবস্তুই উল্লেখ করা হলো। এ পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়।

সংসদে তীব্র বাগ্মিতার পরে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। সবাই 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। এতে রয়েছেন সাংবাদিক, বিদ্বজ্জন, রাজনীতিক এবং সাবেক আমলা। তারা তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টির তাৎপর্য, ব্যাপকতা ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। সাংবাদিক কামাল আহমেদ লিখেছেন, 'গত তিন দশকে প্রধান দুটো দলই সৎ-অসৎ ব্যবসায়ী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, ভাগ্যান্বেষী ও অযোগ্য সুবিধাবাদী পেশাজীবী এবং নানা ধরনের অপরাধে জড়িত দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। অবশ্যম্ভাব্যভাবে ক্ষমতাসীন দলেই এদের প্রধান্য ও দাপট বেড়েছে'। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ড. মাহবুব উল্লাহ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন। তার বিশ্লেষণে, 'রাজনীতিবিদদের অসহায়ত্বের একটি উৎস হলো শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র বিনষ্ট করে একে কর্তৃত্ববাদী করে তোলা। কর্তৃত্ববাদের অন্যতম প্রধান উৎস হলো– নষ্ট রাজনীতিবিদ এবং নষ্ট আমলাদের আনহোলি অ্যালায়েন্স'। তার এ বক্তব্যে উপর্যুক্ত গবেষণার সারমর্ম প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রিয়াজের সমাজতাত্ত্বিক ভাষ্যে একই অনুরণন লক্ষ করা যায়। তার ভাষায়, বিরোধের উৎস হলো : 'প্রথমত, নির্বাহী বিভাগের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ। দ্বিতীয়ত, সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের উদ্ভব'। সাবেক শীর্ষ আমলা আলী ইমাম মজুমদার আরেকটু খোলাসা করে বলেছেন, '১৯৯১ সালে গণতন্ত্রায়নের পর থেকে সব রাজনৈতিক সরকার নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে বরাবর 'আমাদের লোক' তত্ত্ব বহাল করেছে। আর দিন দিন ভারী হচ্ছে তা। আমাদের লোক হওয়ার সুফল প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা টের পেয়ে গেছেন'। রাজনীতিবিদ ও জনপ্রিয় কলামিস্ট গোলাম মাওলা রনি সঙ্কটের রাজনৈতিক দিকটির ওপর আলোকপাত করেছেন। বিগত নির্বাচনগুলোর সরস বর্ণনা দিয়ে অবশেষে উপসংহারে বলেছেন, 'যেখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটে নীতি-নৈতিকতার কবর রচনা হয় এবং অবৈধ ও অন্যায়ভাবে কোনো পদ-পদবি সৃষ্টি হয় তখন সেসব পদাধিকারীরা সবসময়ই অপমান-লাঞ্ছনা বা গঞ্জনার শিকার হন'।

আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনীতিকদের বিষোদ্গার থেকে। অথচ পুরো কলামে আমরা আমলা ও রাজনীতিকদের যোগসাজশের কথা বললাম। বিষয়টি আপাতবিরোধী মনে হতে পারে। দেখা গেছে, শীর্ষ পর্যায়ে আমলা-রাজনীতিক যে যোগসাজশ রয়েছে তার প্রতিবাদ করছেন এমন সব রাজনীতিক যারা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে রয়েছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে, রাজনৈতিক ব্যাকরণ মোতাবেক আমলাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বে অধস্তন থাকার কথা। এখন তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্বের মতো আচরণ করছে। তাও আবার শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদনক্রমে। সুতরাং সেখানে একটি রাজনৈতিক ভারসাম্যের অভাব লক্ষণীয়। অবশ্য শাসক আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণকে সেভাবে অনুসরণ করেনি। এর একটি কারণ হতে পারে, স্বাধিকার আন্দোলনের সময়ে আমলাদের সহযোগিতা তাদের নিতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্রের মামলার কথা বলা যায়। স্বাধীনতার পরপরই তারা আমলাতন্ত্রের দলীয়করণে প্রবৃত্ত হয়। ১৯৯৬ সালে আমলা মহিউদ্দীন খান আলমগীরের নেতৃত্বে আমলাদের একাংশ একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে তথাকথিত জনতার মঞ্চ তৈরি করে। পরবর্তীকালে এই আমলা আওয়ামী লীগের আমলে যথেষ্টভাবে ক্ষমতায়ীত হন। বিগত ১২ বছরে তাদের এই দলীয়করণ প্রবণতা দিনে দিনে এখন বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বলছে, এখন আমলাদের ক্ষমতার দাপটে প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র, সরকার ও দলের চিরায়ত সীমারেখার অবসান ঘটেছে। স্থায়ী নির্বাহী বিভাগের অধীন হয়ে পড়েছে অস্থায়ী নির্বাহী কর্তৃত্ব। বিচার বিভাগের নীতিগত বিভাজন যা হয়েছিল সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে, তার ছিটেফোঁটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই। ২০০৯ সালের পর ক্রমশ প্রথাগত রাজনীতির বদলে অপ্রথাগত অস্বাভাবিক রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক বদল ঘটেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ায় জননির্ভরতার পরিবর্তে আমলানির্ভরতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোফায়েল আহমদের বয়ানে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ গত ১৭ বছরেও জিয়ার আমলাতান্ত্রিক উত্তরাধিকার অতিক্রম করতে পারেনি। রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারাকে 'কোয়ার্সিভ পাওয়ার' বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে তার কুফল এখন আংশিক হলেও প্রদর্শিত হচ্ছে। আশঙ্কা রয়েছে, পরবর্তীকালে এর সম্পূর্ণতা এক পর্যায়ে ক্ষমতার ভিতকে নাড়িয়ে দেবে। 'রাজনীতিকরা যে রাজনীতিতে ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন সে বিষয়ে এখন ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আর কোনো ভিন্নতা নেই'– আলোচনান্তে নিশ্চয়ই এটি স্পষ্ট হয়েছে। যে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে সাম্প্রতিককালের সংসদগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে জনগণের সংশ্লিষ্টতা না থাকার কারণে সংসদ সদস্যরা 'কাগুজে বাঘে' পরিণত হয়েছেন– এটাই স্বাভাবিক। সবারই অভিমত 'ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনেই রয়েছে রাজনৈতিক সমাধান'। আমলাতন্ত্র ও রাজনীতির যোগসাজশের বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে অধীত তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও জাতীয় নীতিনির্ধারকরা উপকৃত হবেন– এমনটি ভেবেই উল্লিখিত গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়। ঘটনাক্রমে এই সময়ে বিষয়টি জাতীয়ভাবে আলোচিত-সমালোচিত হওয়ায় এর প্রাসঙ্গিকতা আবারো প্রমাণিত হলো। উত্থাপিত আলোচনা ও উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের আলোকে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বাংলাদেশে আমলা-রাজনীতিক সম্পর্ক নানা বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ একটি অপ্রিয় সত্য। আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব যেমন অপরিহার্য তেমনি রাজনীতিকদের অবস্থানও অনিবার্য। তাই উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভে গবেষক শব্দদ্বৈত 'জেনুইন প্যারাডক্স' বা নিখাদ কূটাভাস বলে আমলা-রাজনীতিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। এর ভারসাম্যপূর্ণ মিথস্ক্রিয়ার ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com



খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

সাহিত্য সাময়িকী

স্বাধীনতা

জাহিদুল হক

স্বাধীনতা হলো বহমান এক যুদ্ধ
রক্তাপ্লুততায় উদবুদ্ধ
সে দেখে খুনীকে
দেশে কি বিদেশে
দিগ্‌বিদিকেও
সে দেখে কে তাকে
কেড়ে নিতে চায়, ডাকে
আয়, আয়, আয়
ষড়যন্ত্রের ঝঞ্জায়
স্বাধীনতা শুভ
গান গায় খুব ও
সংকট থেকে
প্রতিদিন ওঠে সে-ও

স্বাধীনতা, তুমি ভাত খেয়ে যেও
এই নাও পঞ্চাশ
একশো রেখেছি জমা
হাজার বছর
তুমি চির হও
হে পতাকা, প্রিয় ঘর
পঞ্চাশ দিয়ে
মুছে দিই তোর অমা
ভরা থাক তোর
অমিয় দুধের বাটি
স্বাধীনতা, তুমি
আমার বাড়িতে থাকো
তোমার জন্য বিছিয়ে রেখেছি
মধুর শীতল পাটি!

অকস্মাৎ দুর্গম- থেমে গেলো পথ

কাজী আতীক

আরো কিছুদূরতো যাওয়া যেতো, আরো কিছুকাল হয়তো,
বিলম্বিত লয়েই নাহয় কেবল কিছু স্পন্দন আরো!
মনে হয় যেনো অকস্মাৎ দুর্গম- থেমে গেলো পথ,
যেমন অসমাপ্ত রেখে বাক্য- অবুঝ এঁকে দিলে যতিচিহ্ন।

অথচ আরো একআধটা শব্দ যোগ হয়ে পূর্ণ হলে বাক্য
হয়তো ছন্দ পতন থেকেও রক্ষা পেতো পঙক্তির বিন্যাস,
অমোঘ সংযোগ কি তবে- শুধুই সহসা থেমে দাঁড়াবার?

ঘুণে ধরা চৌকাঠে দরোজা জানালার খোলা কপাট-
বহতা বাতাসে পাল্লাগুলো দোল খাবেই এপাশ ওপাশ,

পথেতো বাঁক থাকবেই, বাঁকে কেনো সমাপ্ত হবে যাত্রার!

[আগামি ১৭ জুলাই বিশিষ্ট কবি ফারুক মাহমুদ-এর জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনকে স্মরণে রেখে আরেক বিশিষ্ট কবি নাসির আহমেদ এই কবিতাটি রচনা করেছেন। কবির জন্মদিনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতাটি পত্রস্থ করা হলো। বি.স]

জাদুকর ও কবি

নাসির আহমেদ

(কবি ফারুক মাহমুদকে)

মুঠি খোলো জাদুকর! দেখাও কোথায় কবুতর?
সাদা রুমালের মধ্যে কোথায় লুকালে মুহূর্তেই!
অকস্মাৎ ডানার ছটফট শব্দ কী করে ছড়াও!
তুমি কি কবির মতো অলৌকিক মন্ত্র জানো নাকি?

কবির রহস্য খুঁজি
খুলতে পারি না অলৌকিক শব্দতালা
খাঁচাভর্তি পাখি ছিল, তবু কী রহস্য দেখো শূন্যখাঁচা প্রকাশ্যে দেখায়
দুজনেই!

তুমি কি কবির মতো ? নাকি কবি জাদু জানে! আশ্চর্য অলীক মন্ত্রে কে যে
শিষ্য কারড় এই ভেদ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে দেখি অকস্মাৎ কবির কলম -
খাতা পাখি হয়ে শূন্যে উড়ে যায়!

পরাবাস্তবের এই চিত্রকল্প আর জাদু কেমন আশ্চর্য ঐক্যে শিল্প হয়ে ওঠে!
গোলকধাঁধার খেলা তুমি জাদুকর
হাতের সাফাই দিয়ে শব্দকে নৈঃশব্দ্য করে তোলো।
মন্ত্র পড়ে কবি তার অধরা শব্দের মায়া দিয়ে
 জাদুকর আর কবি একনদী মিশে যায় সাগরে হারায়।

ডানেবামে উদবিড়াল

রুহুল কাদের

চলে যেতে যেতে যাচ্ছি- বাজাও ডুগডুগি;
কত স্থানের প্রস্তরফলকে প্রস্থান লিখে এসেছি।
কেউ কেউ জয়ী হোক, মেনে এই শুভ নামতা-
উল্লাসে স্বেচ্ছায় করেছি পরাজয়বরণ
সামর্থ্যবানের সোনালি অবদানে ডুবুক নিজের ব্যর্থতা।

ভাড়ায় খাটা বড়শিওয়ালা খেয়ে যায় চুনোপুঁটি
সুডৌল মাগুরবোয়াল। ডুবে যায় স্বপ্নের শোলাচিপ,
আমি ডুবিভাসি যেন এক ডুবোচরময় দ্বীপ
ঝিল দেখি কাঁদে মাছশূন্যতায়
বিল দেখি কাঁদে শস্যশূন্যতায়
ক্ষরণে গ্লানিজলে ডুবি। স্বেচ্ছাপ্রস্থান
দাঁত কেলিয়ে হাসে। উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর
মতো নিষ্ফলা ডুবডুবি,
ডানেবামে উদবিড়াল;নগ্ন দাঁতে চিরে খায় ত্যাগের সুরভি

বিবাগী স্বপ্নের মায়া

দুখু বাঙাল

এখন আর স্বপ্ন দেখি না আমি, স্বপ্ন আমাকে দেখে
বাছুরখোয়া গাভীর সমান দড়িছেঁড়া ক্ষিপ্রতায় দেখে
ঘরে-বাইরে এতিম কোনো কিশোরীর সান্ধ্যমুখে দেখে।

এখন আর স্বপ্ন দেখি না আমি, স্বপ্ন আমাকে দেখে
ছিন্নমূল ভিখারির মতো হাতপেতে কাতর চোখে দেখে
পাখনায় মুখগোঁজা বিমারি মুরগির ন্যায় ঝিম মেরে দেখে।

এখন আর স্বপ্ন দেখি না আমি, স্বপ্ন আমাকে দেখে
মৌমালের আগুন দেয়া মৌচাকের নীরব দহনে দেখে
রাকসায় বিদ্ধ এক ধবল পাখির দেহে রক্তে নেয়ে দেখে।

এখন আর স্বপ্ন দেখি না আমি, স্বপ্ন আমাকে দেখে
খেয়ালি সম্রাটের পায়ের কাছে প্রজ্বলিত রোম হয়ে দেখে
তালাকি বউয়ের মতো বুকভাঙা হাহাকারে দূর থেকে দেখে।

মনে হয় থেকে যাই

আহম্মদ হোসেন বাবু

মনে হয় থেকে যাই, ওই জোড়া চোখের ভেতর।
লাল হয়ে ওঠা নাকে, ঠোঁটে, ভারী বুকে থেকে যাই;
মনে হয় কাছে যাই, কপালের টিপে চুমু খাই
ছুঁয়ে দিয়ে মরে যাই, পুড়ে পুড়ে হয়ে যাই ছাই;
মনে হয় সব ভুলে ঝাঁপ দিই নতুন দিগন্তে
ঘোড়ার খুরের শব্দে উড়ে যাক দ্বিধার বন্ধন
নতুন চিৎকারে জেগে উঠুক ঈশ্বর মধ্যরাতে,
জীবনের বাকি দিন ঘরহীন ফুটপাতে তুমি-আমি।

আজ আর মাথা নয়, হৃদয় নোয়াও সব ভুলে ;
আঙুলে পিস্তল নয়, রং-তুলি নাও, প্রেম আঁকো
শরীরের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে ভালোবাসা আঁকো
চুলের খোঁপায় গুঁজে ফুল সৌভাগ্যের হাত ধরো
বিনির্মাণে চোখে চোখ রেখে হোক চুমু বিনিময়;
জলপানরত পাখিদের মতো আজ ঠোঁটে ঠোঁট রেখে
একটি তেজী ঘোড়া যেন ছুটে চলে চোখের ভেতর।
কোকিলের কুহুতানে, সহজে বিদ্যুৎ খেলে মনে
পায়ের আওয়াজে দুলে ওঠে সব, খুব সন্তর্পণে,
লাজুক মোমবাতি জ্বলে, গলতে থাকে আরক্তিম মুখে;
বাহুমূলে জীবনের জয়ভেরি কুচকাওয়াজে আজ-
মনে হয় থেকে যাই, চিরতরে চোখের ভেতর।





ওয়ার্ল্ড হোমকেয়ারের উদ্যোগে রিভার ক্রুজ অনুষ্ঠিত





নিউইয়র্ক: ওয়ার্ল্ড হোমকেয়ার যুক্তরাষ্ট্রের ২৪৫ তম স্বাধীনতা দিবস স্মরণে গত ৫ জুলাই সোমবার অত্যন্ত অনারম্বর পরিবেশে মাধ্যমে স্কাইলেন ক্রুজ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছে।

ফোর্থ জুলাইয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছে তাদের স্বরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে ক্রজ ভ্রমণ শুরু হয়। অত:পর লাল ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওয়ার্ল্ড হোমকেয়ার এলএলসি'র প্রধান অতিথিত এবং গেষ্ট অব অনার অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার, বিশেষ ও প্রধান পৃষ্টপোষক ইমিগ্যান্ট এলডার হোমকেয়ার সিইও গিয়াস আহমেদ, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও শাহ শহীদুল হক (সাঈদ), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শামসুল শেখ, ডাইরেক্টর শাহ শোয়েব, সাবরিন শেখ।

পরবর্তীতে শাহ শহীদুল হক (সাঈদ) স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা এটা শুধু দ্বায়িত্বই নহে কর্তব্যও বটে। এই ঐতিহাসিক দিনে যারা শহীদ হয়েছেন বৃটিশ সেনাবাহীনির সঙ্গে যারা যুদ্ধ করে আমেরিকানদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করছি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন সহ থমাস জেফারসন, জেমস মেডিসন, জন এ্যাডামসকে স্মরণ করে বলেন, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের আমেরিকা সাড়াবিশ্বের মধ্যে প্রথম।

ইমিগ্যান্ট এলডার হোমকেয়ার সিইও গিয়াস আহমেদ ওয়ার্ল্ড হোমকেয়ারের যাত্রার সফলতা কামনা করে বলেন, আমেরিকা আমাদের সব দিয়েছে কিন্তু আমেরিকার জন্য এবার আমাদের দেয়ার পালা।

প্রথম এশিয়ান বংশভূত অ্যাসেম্বলী ওমেন জেনিফার রাজকুমার বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানিয়ে নিউইর্ক ষ্টেটে বাংলাদেশ ডে পালনের জন্য যে বিল আনা হয়েছে, আমি বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছি। আমি আপনাদের পাশে আছি ও থাকবো। তিনি বলেন, প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারীগণ সকলের নিকট শ্রদ্বার পাত্র।

দ্বিতীয় পর্বে বিখ্যাত খলিল হাউসের বিরিয়ানি দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। গরমের মধ্যে তরমুজ খাওয়ানো হয়। শিশুদের জন্য স্পেলাল খাদ্য চিকেন রোষ্ট, চকলেট, চিপস সহ ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। একদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য, সমুদ্রের আবহাওয়া, শিল্পীদের যৌথ গান পরিবেশনা, দর্শক ও শিল্পীদের আনন্দ ভরা ক্রুজ ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। অনুষ্ঠানে চন্দ্রা ব্যানার্জির দলের চমকপ্রদ নাচ, শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, মেহরুন আহমেদ, রোকশানা মির্জার গান সবাইকে মুগ্ধ করে।

সর্বশেষে প্রথম পুরস্কার র‍্যাফেল ড্র সোনা চান্দির সৌজন্যে ডাইমন্ডের রিং, দ্বিতীয় পুরস্কার ল্যাপটব সৌজন্যে শফিক খান, তৃতীয় পুরস্কার সোনার কানের রিং সৌজন্যে সাপ্তাহিক বর্ণমালা, চতুর্থ পুরস্কার ৪০ইঞ্চি টিভি সৌজন্যে সিলেট মটরস সহ আরো অন্তত ৫টি পুরস্কার ছিলো।

কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ডিপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, বিশিষ্ট রিয়েলেটর কামরুজ্জামান বাচ্চু, মুহাম্মদ কাদের ভূইয়া, জাহাঙ্গীর আলম জয়, বাছির আহমেদ, অপু কাজী, আনোয়ার হোসেন, ডা. নার্গিস রহমান, মিনা ইসলাম, ৩৫তম ফোবানার কনভেনর জি আই রাসেল, গিয়াস আহমেদ, শাহাদাৎ হোসেন ও মির্জা জামান, পার্থগুপ্ত, স্যালেন্ডার আনন্দ সিপিএ, মোহাম্মদ আজাদ সহ বিপুলসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও ভিনদেশীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থানা করেন বিশিষ্ট উপস্থাপিকা শামসুন নাহার নিম্মি।

শাহ শহীদুল হক তার সমাপ্তি বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।



এই অর্জন আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনকে সাহায্য করবে : আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ

বিনোদন ডেস্ক: বিশ্বের সম্মানজনক ও অন্যতম বৃহত্তম কান চলচ্চিত্র উৎসব-এর আঁ সার্তে রিগায় প্রথম বাংলাদেশি সিনেমা হিসেবে অফিসিয়ালি নির্বাচিত হয়েছে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের 'রেহানা মরিয়ম নূর'। এত বড় অর্জনের পরও নিজেকে ক্যামেরার আলো থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ। এবার আড়াল ভেঙে কথা বলেছেন এই তরুণ নির্মাতা। বর্তমানে এই নির্মাতা ফ্রান্সের কানে অবস্থান করছেন। সেখানে জার্মান সম্প্রচার সংস্থা ডয়চে ভেলেকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন 'রেহানা মরিয়ম নূর'সহ তার জীবনদর্শন, সিনেমা নিয়ে নানা ভাবনার কথা। সাক্ষাৎকারের শ্রুতিলিপি তুলে ধরা হলো-

কান চলচ্চিত্র উৎসবের অফিসিয়াল সিলেকশনে প্রথমবার বাংলাদেশের নাম যুক্ত করেও এত দিন নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এরপর 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর কথা বললেন...

আমি সব সময় চেয়েছি, আমার চেয়ে আমার ছবিটাই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। তাই আমার কাছে মনে হয়েছে, মিডিয়ার বাইরে থাকাই ভালো। তাই তো যতটা পারা যায় আড়ালে থাকতে পছন্দ করি। আমি জনপ্রিয়তার আলোয় থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধও করি না। আর আমার ছবি দেখার পর কথা বললে ভালো হয়। তবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিনা, আমি জানি না। আমি এখনও নার্ভাস। কান উৎসবে ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ার পর এত অ্যাটেনশন হ্যান্ডলিং করা আমার জন্য একটু কঠিন। আমি নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি।

 # সাল দুবুসিতে উৎসব পরিচালক থিয়েরি ফ্রেমোর ডাকে মঞ্চে ওঠা, ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের স্ট্যান্ডিং ওভেশন, বিভিন্ন দেশের আলোকচিত্রীদের সামনে ফটোকলে থাকা, কেমন মনে হয়েছিল...

এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। কখনও চিন্তাও করিনি, আমরা এতদূর পর্যন্ত আসতে পারব। এখনকার [কান চলচ্চিত্র উৎসব] প্রতিটি পদে পদে যে অনুভূতি-অভিজ্ঞতা, যতটুকু পাওয়া সব জীবনের প্রথম। আর সব সম্ভব হয়েছে আমাদের টিমের কারণে। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। একটা ছবি বানাতে প্রচুর ত্যাগ, নিষ্ঠা, সময় ও শ্রম লাগে। এ রকম কিছু একটা যখন ঘটে, তখন সামনের দিকে পথ চলতে সত্যিই প্রেরণা পাওয়া যায়।

 # ছবিটির উদ্বোধনী প্রদর্শনীর সময় কী ভেবেছিলেন?

আমরা সবাই খুব চিন্তিত ছিলাম- মানুষ কীভাবে ছবিটিকে নেবে! ছবির উদ্বোধনী প্রদর্শনীর পর যেটা ঘটল, সেটা আসলে অবিশ্বাস্য। মঞ্চে ওঠার আগে অনেক চিন্তাভাবনা করে এসেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছুই বলতে পারিনি।



 # আপনার এ অর্জন নিশ্চয়ই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য আরও সাফল্য বয়ে আনবে?

অবশ্যই এ অর্জন আমাদের সিনেমাকে সাহায্য করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, স্বাধীন ধারার নির্মাতাদের এটা খুবই অনুপ্রেরণা দেবে। আমি এরই মধ্যে অনেকের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। যারা এখন সত্যিই বিশ্বাস করে- আমাদের সিনেমা কানে যেতে পারে, এর আগে যা ছিল কেবলই স্বপ্ন। আমি মনে করি, এটা আমাদের সিনেমার একটা বিশাল অর্জন, আমার চলচ্চিত্র সঙ্গীদের জন্য এক ধরনের পরম্পরা।

 # আপনার প্রথম চলচ্চিত্র 'লাইভ ফ্রম ঢাকা' নির্মাণ করেছিলেন সাদাকালো রঙে। এবার 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবিতে ব্যবহার করেছেন নীল রং। এর কারণ কী?

আমরা যখন ছবিটির কালার-স্ক্রিন নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন আমার বিষয়বস্তু একটু আলাদা ছিল। কীভাবে রেহানার চরিত্রটা ফুটে উঠবে, অনেক ইনফরমেশন না দিয়ে খুব সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পারব। আলোচনার মাধ্যমেই তখন এই নীল রংটাকেই পছন্দ করি।

 # একজন পুরুষ নির্মাতা হয়ে নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটির আঙ্গিক সাজানো কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল?

একজন নির্মাতা হিসেবে আমি আসলে কী চাই, পর্দায় কী তুলে আনতে চাই- সেটাই মূল ব্যাপার। আমার কাছে শুরুতে যে স্ট্রাগল ছিল- তা হলো আমি কোন ধরনের ছবি বানাতে চাই, তা ফিগার আউট করা। আর সেটা করতে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লেগেছে। একটা সময় এই প্রজেক্টের সঙ্গে বাঁধন যুক্ত হয়। ওর সঙ্গে আলোচনার পর আরও অনেক বিষয় উঠে এসেছে। শেষে যখন আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি যে ধরনের কাজ করতে চেয়েছি সেটা পেয়েছি, ঠিক তখনই পুরোদমে ছবিটির কাজ শুরু করি।

 # একজন স্বাধীন ধারার নির্মাতা হিসেবে এই ছবিতে অর্থলগ্নির বিষয়টি কতটা কঠিন ছিল?

অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্যই বাংলাদেশে স্বাধীন নির্মাতার কাজ অনেক চ্যালেঞ্জিং। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ছবি বানাতে ভালোবাসি। বন্ধুরা মিলে যেভাবে আমার আগের ছবি'লাইভ ফ্রম ঢাকা' বানিয়েছিলাম, এবারও সেভাবে নির্মাণ করেছি। আমি ভাগ্যবান, প্রযোজক হিসেবে জেরেমি চুয়াকে পেয়েছি। পাশাপাশি আমার ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী বাঁধনও মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয় করেছেন। আমরা যা চেয়েছি, তা-ই তিনি দিয়েছেন। তাকে যে সম্মানী দেওয়া হয়েছে, তা পর্যাপ্ত ছিল না। তারপরও কিন্তু বাঁধন সব বাদ দিয়ে আমাদের এই প্রজেক্টটি করেছে।

আমি অনেক খুশি, তার এই ত্যাগ শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে। পাশাপাশি ছবির পুরো ইউনিট আমাকে সহযোগিতা করেছে।

 # ছবির রং, শব্দসহ সবকিছুতে দেশের মানুষই কাজ করেছেন। আপনি কি শুরু থেকেই চেয়েছেন, দেশের বাইরে না গিয়ে দেশেই সব কাজ করতে?

প্রথমে একটি বিষয় বলি, আমার টেকনিক্যাল টিমের বাইরে কারও সঙ্গে কাজ করিনি। সুতরাং এটা কোটি কোটি টাকার ছবি হলেও এই টিমই থাকত। আমাদের সবার মধ্যে যে বোঝাপড়া আর বিশ্বাস আছে, সেটা অনেক বছর ধরে। আমি তাদের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। আর আমার কাছে এত মেধাবী টিম থাকতে আমি কেন অন্যদের কাছে যাব।

এবার বলুন 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবির অনুপ্রেরণা কী?

আমার তিন বোন। তাদের সঙ্গে আমি বেড়ে উঠেছি। তারা খুবই সাহসী, সুন্দর, দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতী। সব সময়ই তারা আমার এবং আমাদের পরিবারের ওপর আধিপত্য করেছে। খুব কাছ থেকে তাদের আমি দেখেছি, কীভাবে তারা কন্যা থেকে বোন এবং তারপর মা ও পেশাদার হয়ে উঠেছেন। সব সময়ই এ বিষয়টি আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল। একরোখা নারীর যে ভাবমূর্তি আমার ছবিতে আছে, তার পুরো প্রকল্পটার শুরু এখান থেকে। পাশাপাশি আমি আমার ভাগ্নে-ভাগ্নিদের বড় হতে দেখেছি। এসব দেখতে দেখতে আমার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম নেয়। রেহানার যাত্রার মধ্য দিয়ে সেসব প্রশ্ন ও উত্তরের অনুসন্ধান করেছি। এ ছাড়া আমি সব সময়ই নারী ও পুরুষের মধ্যকার গতিশীলতা এবং তারা কীভাবে পরস্পরের প্রতি আচরণ করে, তা নিয়ে আগ্রহী ছিলাম।

 # আজমেরী হক বাঁধনের অভিনয়ে কীভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন?

আমরা অনেক মহড়া করেছি। ৯ মাসের বেশি সময় ধরে এটা করার পাশাপাশি তার চরিত্র রেহানা নিয়ে আমরা ক্রমাগত আলোচনা করেছি। ছবিতে যুক্ত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সিনেমাটির প্রতি শতভাগ নিবেদিত ছিল বাঁধন। এ সিনেমার জন্য প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সব বাদ দিয়েছিল সে। এটাই তার অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণ।

 # আপনার শুটিং সেটের পরিবেশ নিয়ে বলুন?

একটি সীমাবদ্ধ সব জায়গায় মাত্র পাঁচ সপ্তাহে ছবিটির দৃশ্যধারণ করা কঠিন ছিল। একই লোকেশনে দিনের পর দিন শতাধিক দৃশ্য ব্লকের সমাধান করাও কঠিন ছিল। পাশাপাশি আমি নিজের ও টিমের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলাম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুরো সিনেমাটি আমরা একটি ৫০ মিলিমিটার লেন্সের সাহায্যে ধারণ করেছি। ফলে প্রতিটি দিনই আমার কাছে গণিত পরীক্ষার মতো মনে হতো।

 # আপনি কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মাতা হলেন?

সত্যিই জানি না, কীভাবে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়ে উঠলাম। শৈশব থেকেই এটা আমার স্বপ্ন ছিল, তাও নয়। প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখাও আমার পরিবারের পক্ষে সাধারণ বিষয় ছিল না। সম্ভবত আমি জীবনের অন্য সবকিছুতেই ব্যর্থ হয়েছি। এসবের মাধ্যমেই চলচ্চিত্র নির্মাণের ইচ্ছে আমার ভেতরে জাগ্রত হয়। একপর্যায়ে অনুভব করি, আমি এটা করতে পারি, ওটা করতে পারি এবং আমার পক্ষে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়ে ওঠা সম্ভব।

করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী, কান মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার গুজব

বিনোদন ডেস্ক: কান উৎসবের ৭৪তম আসরে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে রয়েছে ২৪টি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে তিনটিতে কাজ করেছেন ফরাসি অভিনেত্রী লেয়া সিদু। ফলে সংবাদ সম্মেলনে নিয়মিতই তার দেখা পাওয়ার কথা। কিন্তু কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় এই আয়োজনে হয়তো আসতে পারবেন না তিনি। আপাতত প্যারিসে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হচ্ছে তাকে।



করোনা প্রতিরোধক টিকার দুই ডোজ নিয়েও লাভ হলো না লেয়া সিদুর। তাছাড়া ৩৬ বছর বয়সী এই তারকার মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি।

লেয়া সিদু অভিনীত ওয়েস অ্যান্ডারসনের 'দ্য ফ্রেঞ্চ ডিসপাচ', ইলদিকো আনিয়েদির 'দ্য স্টোরি অব মাই ওয়াইফ' এবং ব্রুনো দুমোর 'ফ্রান্স' স্বর্ণ পামের জন্য লড়ছে। এছাড়া প্রতিযোগিতা বিভাগের বাইরে রয়েছে আরনো দিপ্লিশাঁর 'ডিসিপশন'। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এগুলোর প্রদর্শনী হবে।

লেয়া সিদু তার কান ভ্রমণ বাতিল করেছেন কিনা তা জানা যায়নি। যদিও কয়েকটি সংবাদমাধ্যম বলছে, চিকিৎসকদের অনুমতি পেলে কান উৎসবে অংশ নেবেন এই 'জেমস বন্ড' তারকা। ২০১৩ সালে 'ব্লু ইজ দ্য ওয়ার্মেস্ট কালার' ছবির সুবাদে কানে সেরা অভিনেত্রী হন তিনি।

ফরাসি উপকূলীয় শহরে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র উৎসবটিতে সশরীরে অংশগ্রহণ করছেন তারকা, চলচ্চিত্রকর্মী ও সংবাদকর্মীরা। আয়োজকদের দাবি, সংক্রমণ এড়াতে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হচ্ছে। উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষা করাতে পারছেন।

গুঞ্জন আছে, কান বন্ধ হয়ে যেতে পারে! তবে উৎসবটির পরিচালক থিয়েরি ফ্রেমো জোরালোভাবে তা অস্বীকার করেছেন। শনিবার তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'গতকাল শুক্রবার ব্যাজধারীদের মধ্যে তিন হাজারের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু কাউকে পজিটিভ পাওয়া যায়নি। আমাদের বলতে হচ্ছে, কান মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার গুজব ভিত্তিহীন।'

করোনা মহামারির প্রতিকূলতা কাটিয়ে দুই বছরেরও বেশি সময় পর গত ৬ জুলাই কানের ৭৪তম আসরের উদ্বোধন হয়। গতকাল পঞ্চম দিনেও ছিলো নানান আয়োজন।

দায়বদ্ধতা থেকে শুটিংয়ে সিদ্দিক

বিনোদন ডেস্ক: অনেক বছর ধরেই নাটকে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিক। ইন্ডাস্ট্রির মানুষের শ্রমে-ঘামেই দর্শকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, সবার সহযোগিতায় কুড়িয়েছেন সুনাম। ইন্ডাস্ট্রির প্রতি তার একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। তাই করোনার এই সময়ে ঘরে বসে না থেকে ঝুঁকি নিয়েও কাজ করছেন এ অভিনেতা। যাতে করে টেকনিশিয়ানসহ বাকি যারা আছেন তারা বিপদে না পড়েন।



সিদ্দিক বলেন, করোনার মধ্যেও আমি কাজ করছি ঈদের নাটকের। তবে নিজের জন্য কাজ করছি না আসলে। শুধুমাত্র টেকনিশিয়ান অথবা বাকি যারা আছেন তাদের জন্য কাজ করা। আমরা শিল্পীরা যদি কাজ না করি দেখা যাবে ৪০/৪৫ জন বেকার বসে থাকবে। সামনে ঈদ, এই সময়ে কাজ বন্ধ থাকলে অনেকেই তার বাচ্চার মুখে খাবার দিতে পারবেন না। কারণ আমাদের এখানে নিম্ন আয়ের লোকজন বেশি। সরকারিভাবে তাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নেই। তাই নিজের চিন্তা করে শুটিং বন্ধ করে দিলে তো চলবে না। করোনাকে ভয় পাচ্ছি না এমন কিন্তু নয়, ভয় পাচ্ছি। করোনা যেভাবে ব্যাপকহারে বাড়ছে তাতে করে ঘরে থাকাটাই শ্রেয়। তবে সেটা করলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা হয়ে যাবে। নিজের কথাই ভাবা হবে শুধু। আমি আমাদের সবার কথা ভেবে কাজ করছি। আসন্ন কোরবানির ঈদে সিদ্দিকের ১০টি নাটক প্রচার হবে। বর্তমানে সেগুলোরই শুটিং করছেন।

কানের লালগালিচায় আলো কেড়েছেন বাঁধন

বিনোদন ডেস্ক: কান উৎসবের লালগালিচা মাতালেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। তার অপরূপ চোখধাঁধানো সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হলো সাগরপাড়। কাঁধখোলা ছাইরঙা গাউনে তাকে দেখতে মনোমুগ্ধকর ও জমকালো লেগেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেন বাংলাদেশী সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন হয়ে উঠলেন তিনি।

দক্ষিণ ফরাসী উপকূলে কান উৎসবের ৭৪তম আসরে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে থাকা 'দ্য ডিভাইড' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার উপলক্ষে লালগালিচায় হেঁটেছেন বাঁধন। অপূর্ব এই বাঙালী রূপসীর দ্যুতি ছড়িয়েছে চারপাশে। আলোকচিত্রীদের ক্যামেরায় তাকিয়ে ভক্তদের উদ্দেশে চুম্বন উড়িয়ে দিয়েছেন 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার' সুন্দরী।

৯ জুলাই স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৪০ মিনিটে পালে দে ফেস্টিভাল ভবনের সামনের চত্বরে ঝা-চকচকে গাড়িতে চড়ে আসেন 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবির কলাকুশলীরা। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ লালগালিচার শুরুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা। মাইক্রোফোনে জানানো হয়, এবার লালগালিচায় 'রেহানা মরিয়ম নূর'-এর সময়। তখন জানানো হয়, কানের অফিসিয়াল সিলেকশনের অংশ হিসেবে আঁ সার্তে রিগা বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে ছবিটি।

এরপর একে একে উচ্চারণ করা হয় পরিচালক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ, প্রযোজক জেরেমি চুয়া, নির্বাহী প্রযোজক এহসানুল হক বাবু, চিত্রগ্রাহক তুহিন তামিজুল, প্রোডাকশন ডিজাইনার আলী আফজাল উজ্জল, শব্দ প্রকৌশলী শৈব তালুকদার ও কালারিস্ট চিন্ময় রয়ের নাম।

সাদের হাত ধরে লালগালিচায় এগিয়েছেন বাঁধন। 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবিতে জটিল জীবনযাপন করা এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা একজন দৃঢ় মানসিকতার নারীর চরিত্রে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে সারাবিশ্বের গণমাধ্যমে। রূপে-গুণে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সম্মানজনক আয়োজনে আলো কেড়েছেন তিনি।

কানে জেডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে উঠেছেন বাঁধন। একই হোটেলে আছেন সাদ। তবে আজ অন্যদের সঙ্গে তারাও একটি ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টে উঠবেন বলে ইত্তেফাক অনলাইনকে জানিয়েছেন বাঁধন।

গত ৭ জুলাই পালে দে ফেস্টিভাল ভবনের সাল দুবুসি প্রেক্ষাগৃহে 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়েছে। সেদিন প্রদর্শনী শেষে দর্শকরা দাঁড়িয়ে



অভিবাদন জানান সাদসহ সবাইকে। পরদিন পালে দে ফেস্টিভাল ভবনের ছাদবারান্দায় ফটোকলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলোকচিত্রীদের সামনে দাঁড়িয়েছেন সাদ, বাঁধন, জেরেমি চুয়া এবং এহসানুল হক বাবু। আয়োজকদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তাদের তিনটি স্থিরচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সাল দুবুসিতে গত ৮ জুলাই 'রেহানা মরিয়ম নূর' আবার দেখানো হয়। এদিনও ১ হাজার ৬৮ আসনের প্রেক্ষাগৃহটি পরিপূর্ণ ছিলো দর্শকে। প্রদর্শনী শেষে সবাই ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এরপর কান শহরের মাল্টিপ্লেক্স 'সিনেয়ুম অরা'য় এর আরেকটি প্রদর্শনী হয়েছে। এখানেও বেশ উৎসাহ নিয়ে ছবিটি দেখতে সমবেত হন দর্শকরা।

ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে এখন 'রেহানা মরিয়ম নূর' বন্দনা চলছে। ছবিটি নিয়ে ইতিবাচক পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। কানে আসা বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র বোদ্ধারা ইত্তেফাকের কাছে তাদের ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন। রেহানা চরিত্রে আজমেরী হক বাঁধনের অভিনয় এবং পরিচালক সাদের গুনগান গেয়েছেন তারা।

৭৪তম কানের আঁ সার্তে রিগায় 'রেহানা মরিয়ম নূর'সহ প্রতিযোগিতা করছে ২০টি ছবি। আগামী ১৬ জুলাই পুরস্কার বিতরণ করবেন এই বিভাগের বিচারকদের প্রধান ব্রিটিশ নারী নির্মাতা আন্দ্রেয়া আর্নল্ড।











সম্প্রীতির পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো

(৪ পাতার পর)

আর বিকেলে ঝালমুড়ি-চানাচুরের সাথে চা। আরো ছিলো রসোগোল্লা আর গজা মিষ্টি। ছিলো সঙ্গীতানুষ্ঠান।

রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে দুপুরে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলা সিডিপ্যাপ এর কর্নধার আবু জাফর মাহমুদ। এর আগে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পাঠ করেন ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক রশিদ আহমদ। এসময় ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, সাবেক সভাপতি যথাক্রমে ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, মাহফুজুর রহমান ও আবু তাহের, সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক সালাহউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক ও অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব আলমগীর সরকার সহ প্রবীণ সাংবাদিক অর্থ সম্পাদক মমিন মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, শেখ সিরাজুল ইসলাম, মেরী জোবায়দা, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, ফরিদ আলম, এসএম সোলায়মান, দিদার চৌধুরী, মোহাম্মদ জামাল আনসারী, টিএম মামুন, সানাউল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

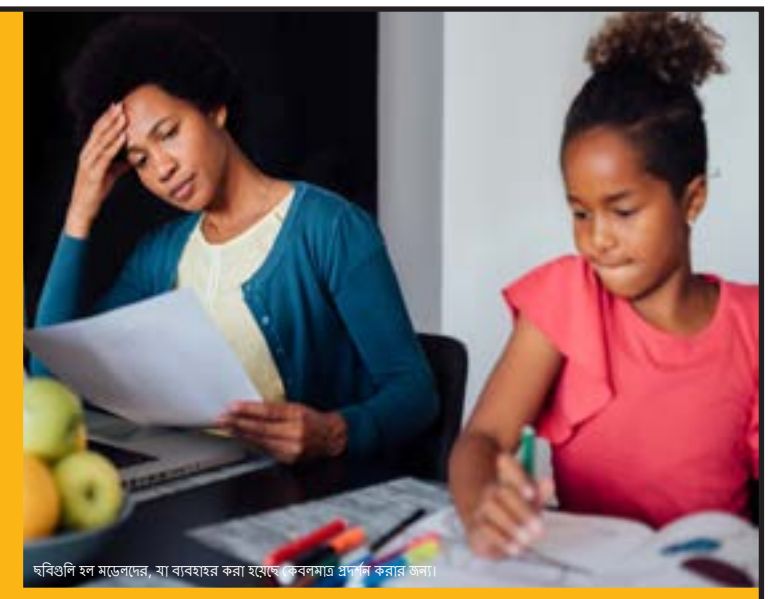
প্রেসক্লাবের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা/সদস্য এবং সাংবাদিকদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে আরো যোগ দেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক শিবলী চৌধুরী কায়েস, সাংবাদিক ইমরান আনসারী, মোহাম্মদ জাকারিয়া, সোহেল হোসাইন, নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, মরগেজ বিশেষজ্ঞ জান ফাহিম, ইমিগ্র্যান্ট হোম কেয়ারের কর্ণধার গিয়াস আহমেদ, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ সেবুল উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জুলফিকার হায়দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আরো অনেকেই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তারা হলেন- ভাটেরা কলেজেন সাবেক প্রিন্সিপ্যাল নজরুল ইসলাম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, ফার্মাসিস্ট কবীর, কমিউনিটি নেতা আব্দুস শহীদ, আব্দুল্লাহ আল আরীফ, মো: আব্দুর রহীম প্রমুখ।

স্থানীয় জনপ্রিয় ও সুসাদু রসগোল্লা আর গজা নিয়ে সুদূর বাফেলো থেকে সস্ত্রীক যোগ দেন প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য, বাফেলো বাংলা সম্পাদক নিয়াজ মাখদুম।

অনুষ্ঠানে ছিলো শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দৌড়, মহিলাদের পিলো আর পুরুষদের বল থ্রো। আরো ছিলো আকর্ষনীয় র‍্যাফল ড্র। অনুষ্ঠানে আগত অতিথি সহ ক্লাবের সদস্যদের প্রতিটি পরিবারের জন্য ছিলো প্রেসক্লাবের নাম ও লগো সম্বলিত আকর্ষনীয় মগ।

আপনার ভাড়াটেদের কি বকেয়া ভাড়া আছে? আমরা এখানে সাহায্য করার জন্য রয়েছি।



যদি আপনার ভাড়াটেরা Covid-19 অতিমারীর কারণে তাদের জন্য ধার্য করা ভাড়ার আংশিক বা সম্পূর্ণ মেটাতে না পারেন, তাহলে নিউ ইয়র্ক স্টেট জরুরী ভাড়া সহায়তা প্রোগ্রাম (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

আপনি বা আপনার ভাড়াটে এর জন্য যোগ্য কিনা তা সন্ধান করুন এই otda.ny.gov/erap ওয়েবসাইটে গিয়ে

844-NY1-RENT

NYC Human Resources Administration Department of Social Services



১৪ জুলাই ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য
প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি, পল্লীবন্ধু

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ -এর

২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

দোয়া মাহফিল
খাবার বিতরন



স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (খাবার বাড়ি রেষ্টুরেন্টের সামনে)

সময়ঃ বিকাল ৬:৩০

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত



আহ্বায়ক
আসেফ বারী টুটুল
৬৩১-৪২৮-১৯০১

ঃ আমন্ত্রণে ঃ



প্রধান সমন্বয়কারী
গিয়াস মজুমদার
৯১৭-৪২৮-৯৭৭০



সদস্য সচিব
ওয়াসীম খন্দকার
৯২৯-৪৮৫-৭৪৯৬

সহযোগিতায় ঃ মোঃ রাসেল সরকা, মোঃ হোসেন তমাস, মোঃ হক রানা, মোঃ শামীম চৌধুরী, মোঃ ওমর ফারুক

সমন্বয়কারী ঃ সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা (জাপা), আবদুর নুর ভূঞা, উদেষ্টা (জাপা), মহবুব রহমান চৌধুরী, উপদেষ্টা (জাপা), জসিম উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি (জাপা), এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ , সহ সভাপতি (জাপা), মোহাম্মদ আবদুল করিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (জাপা), ওসমান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক (জাপা), শরিফ আলম, যুববিষয়ক সম্পাদক (জাপা), জেসমিন আকতার চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক (জাপা).



হাজী আবদুর রহমান
সভাপতি (জাপা যুক্তরাষ্ট্র)
৯১৭-৩৫৩-০১২৭



আবু তালেব চৌধুরী চান্দু
সাধারন সম্পাদক (জাপা যুক্তরাষ্ট্র)
৩৪৭-৫৯৬-০৭১০

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

সভাপতি
সাকিল মিয়া

মীর নিজামুল হক
প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক
মোঃ আলম নমি



বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবী

(শেষের পাতার পর)

পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবারের (৮ জুলাই) এ কর্মসূচীতে সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর স্ব-ঘোষিত খুনির রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন পুনর্বিবেচনার আহবান জানিয়ে আগামী ১৫ আগস্টের পূর্বে তাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার জোর দাবী জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হাসিব মামুন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, সদস্য শাহানারা রহমান, নুরুল আফসার সেন্টু, ওয়াশিংটন মেট্রো আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুননবী বাকী, কানেকটিকা স্টেট আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি একেএম আলমগীর প্রমুখ।

টাইব্রেকার রোমাঞ্চে ইউরো জয় ইতালীর

(শেষের পাতার পর)

ইংল্যান্ড। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালী ইউরো জেতেনি ১৯৬৮ সালের পর। তাই ফুটবল 'হোমে' ফিরবে নাকি 'রোমে'-ওয়েম্বলিতে ছিল সেই অপেক্ষা। ইউরোর রোমাঞ্চকর ফাইনালে টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে জিতে ফুটবল রোমে ফেরাল ইতালী। ৫৩ বছর ইউরোয় এটা তাদের দ্বিতীয় শিরোপা। আর নিজেদের মাঠে আরও একবার বুক ভাঙ্গল ইংল্যান্ডের। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ১-১ গোলের সমতা ছিল ম্যাচে।

টাইব্রেকারে ইতালীর আন্দ্রেয়া বেলোত্তি ও জর্জিনহোর শট আটকেছিলেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। কিন্তু ইংল্যান্ডের মার্কাস রাশফোর্ডের শট ফিরে পোস্টে লেগে। এরপর জ্যাডন সাঞ্চো ও বুকাইয়ো শাকার শট ঠেকিয়ে ইতালিয়ার শিরোপা জয়ের নায়ক গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি দোন্নারুম্মা।

ইংল্যান্ড এগিয়ে যায় দ্বিতীয় মিনিটেই। মাঝমাঠ থেকে হ্যারি কেইনের বাড়ানো বল ডিবক্সে ক্রস করেছিলেন কিয়েরন ট্রিপেয়ার। ফাঁকায় বল পাওয়া লুক শ'র শট জড়ায় জালে। দেশের হয়ে এটাই প্রথম গোল শ'য়ের। ইউরোর ফাইনালে ১.৫৭ সেকেন্ডের এই গোলটাই দ্রুততম। ৬৭ মিনিটে কর্নার থেকে পাওয়া বল খুব কাছ থেকে নেওয়া শটে জালে জড়ান লিওনার্দো বোনুচ্চি।

পেটারসনে বাংলাদেশ বুলেভার্ড সড়কের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন

(শেষের পাতার পর)

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পেটারসন দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিকের সহায়তায় এর আয়োজন করে বাংলাদেশ আমেরিকান কাউন্সিল অব নিউজার্সী। মেলায় নিউইয়র্কসহ পার্শবর্তী স্টেট থেকে বিক্রেতা গিয়ে কাপড়, গহনাসহ বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেন। এছাড়াও ছিল বাংলাদেশী খাবারের দোকান। এতে বিপুল সংখ্যাক ক্রেতা সমাগম হয়। আর মঞ্চে চলে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বাংলা গানের জনপ্রিয় শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। সংস্কৃতিক পরিবেশনায়ও দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এ আয়োজনে কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক, বাংলাদেশ আমেরিকান কাউন্সিল অব নিউজার্সির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মহসিনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অংশ নেন।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফ্রুক ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে "বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা" দেওয়া হয়।
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্ভাব্য
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

দিরাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র স্মরণ ও কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: গতকাল রোববার (১১ জুলাই) দিরাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র উদ্যোগে আছাব উদ্দিন সর্দার সহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সংগঠনের সভাপতি জনাব মোশাহিদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এব স্মরণ সভা এবং কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার রুবেল।



সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো: সংগঠনের লাইসেন্স, বনভোজন, বিবিধ।

সভার সিদ্ধান্ত: ১) এসোসিয়েশনের লাইসেন্স তৈরীর জন্য সভাপতিকে দায়িত্ব প্রদান।

২) বনভোজনের জন্য পেলহাম পার্ক অথবা ফেরিপয়েন্টের স্থান নির্ধারণের জন্য সভাপতিকে দায়ত্ব পদান। বনভোজনের জন্য আগষ্টের ২২ তারিখ নির্ধারণ।

৩) ১৫০ ডলার মথাপিছু নির্ধারণ করে আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত। তবে স্বামী-স্ত্রী হলে ২০০ ডলার। প্রত্যেক কার্যকরী কমিটির সদস্যকে মাসিক ১০ ডলার ফি নির্ধারণ

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রোলজি ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেস্ট, কান পরিষ্কার করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য ল্যসফ্রেড মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F টেন 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধারড়হ
২৮-৫৭ ক্যাবরহধি ক্যাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রসবরহ ঢড় ৩০ অব. ক্যাবরড়হ
ওরবঃ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين

বাংলা পত্রিকা 25% off
SULTAN 001
অর্ডারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও শেফ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ফ্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মুলহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডস্কার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
শাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

দিলীপ কুমার: যার এক ফোনেই থেমে যায় কারগিল যুদ্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৯৯৯ সালে কারগিল সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি, তখন চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে এক ফোনেই দুই দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের ক্রান্তিকালে চমৎকার ওই কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা দিলীপ কুমার, যার আসল নাম ইউসুফ সারোয়ার খান।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুরশিদ মেহমুদ কোরেশী তার আত্মজীবনীতে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে তার এক সহকারী জানালেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ফোন করেছেন এবং দ্রুত তার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন।



নওয়াজ শরীফ ফোন ধরা মাত্রই বাজপেয়ী বলছেন, এটা কি হচ্ছে? আপনি যখন লাহোরে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তখন পাকিস্তানী সেনারা কারগিলে আমাদের ভূখন্ড দখল করেছে।

খুরশিদ মেহমুদ কোরেশী তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, ওই ফোনালাপ শেষ হওয়ার আগে বাজপেয়ী নওয়াজ শরীফকে বলেন, আমি চাই আমার পাশে বসা একজনের সঙ্গে আপনি কথা বলুন, যিনি আমাদের আলোচনা শুনেছেন।

আর এটা এমন একজনের সঙ্গে ছিলো যার কণ্ঠ শুধু নওয়াজ শরীফের কাছেই নয় বরং পুরো ভারতীয় উপমহাদেশেই সুপরিচিত ছিলো।

এটা ছিলো দিলীপ কুমারের কণ্ঠ, যা কয়েক দশক ধরে সিনেমাপ্রিয় ভারত ও পাকিস্তানের মানুষের হৃদয় শাসন করেছে।

দিলীপ কুমার নওয়াজ শরীফকে বলেছিলেন, মিঞা সাহেব এটা আমরা আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আপনি সম্ভবত জানেন না যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যখন উত্তেজনা দেখা দেয় তখন ভারতে মুসলিমদের অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কখনো ঘরের বাইরে যাওয়াটাও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। দয়া করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছু একটা করুন।

আর এভাবেই তিনি একটি সংঘাত থেকে দুটি দেশকে সংঘাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কেবল চলচ্চিত্র নয়, বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেও যুক্ত ছিলেন কিংবদন্তি এ বলিউড অভিনেতা।

নীরবতার ভাষা

দিলীপ কুমার তাঁর ছয় দশকের ক্যারিয়ারে মাত্র ৬৩টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। কিন্তু তিনি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় শিল্পকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। খালসা কলেজে পড়ার সময় দিলীপ কুমারের সহপাঠী ছিলো রাজ কাপুর। তাঁরা ঘোড়ার গাড়িতে করে প্রায় ঘুরে বেড়াতেন।

এসময় রাজ কাপুর পার্সি মেয়েদের সাথে ফ্লার্ট করতেন তখন দিলীপ কুমার এক কোনায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন এবং তাদের দিকে কমই তাকাতেন। কেউ জানতো না যে এই ব্যক্তিই একদিন ভারতীয় সিনেমাকে নীরবতার ভাষা সম্পর্কে শেখাবেন যা অনেক লম্বা সংলাপের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে।

১৯৪৪ সালে দিলীপ কুমার যখন ফিল্ম ক্যারিয়ার শুরু করেন তখনকার বেশির ভাগ অভিনেতা একটি স্টাইলে পারফর্ম করতেন যাকে বলা হতো 'লাউড অ্যাক্টিং' এবং এটি এসেছিলো মূলত: পার্সি থিয়েটারের প্রভাবে।

বিখ্যাত গল্প লেখক সালিম বলছেন, 'দিলীপ কুমার যেসব চরিত্রে অভিনয় করতেন তার সূক্ষ্ম বিষয়গুলো পর্দায় ফুটিয়ে তুলতেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব হয়ে যেতেন কিন্তু সেটাও দর্শকের ওপর গভীর ছাপ রেখে যেতো'।

মুঘল-ই-আযম মুভিতে প্রখ্যাত অভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুরের চরিত্র ছিলো খুবই প্রভাবশালী ও বলিষ্ঠ। তার মতো করে আর কেউই চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না। কিন্তু দিলীপ কুমার তাঁর কণ্ঠকে নিচু স্বরে এমন অভিজাতভাবে ও দৃঢ়তার সাথে সংলাপ ছুড়ে দিতেন যা দর্শকের ভক্তি কুড়িয়েছে।

দিলীপ কুমার, রাজ কাপুর ও দেব আনন্দকে বলা হতো 'ত্রিমূর্তি' বা চলচ্চিত্রের তিন বিখ্যাত আইকন। কিন্তু দিলীপ কুমারের মতো বহুমাত্রিক অভিনয় দক্ষতা রাজ কাপুর ও দেব আনন্দের ছিলো না। সূত্র: বিবিসি



যে কারণে পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবেননি দিলীপ-সায়রা দম্পতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমার। বুধবার (৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে এ অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বয়স্কজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন দিলীপ কুমার।

ট্র্যাজেডি কিং তকমায় ভূষিত হতেন তিনি। বহু অভিনেতা তার সমসাময়িক অথবা পরেও, জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কিন্তু দিলীপ কুমারের স্থান আজও অটুট। ব্যক্তি জীবনেও দিলীপ কুমার, সায়রা বানুর প্রেম কাহিনী দর্শক শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। পর্দার রসায়ন তাদের ব্যক্তি জীবনেও ছিল। শেষ দিন পর্যন্ত প্রিয় মানুষের পাশে ছিলেন সায়রা বানু। তার দিলীপ সাব সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন, এই আশা করেছিলেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। দিলীপ-সায়রা দম্পতি নিঃসন্তান। কেন তারা পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবেননি তা ২০১২-র এক সাক্ষাৎকারে নিজেই জানিয়েছিলেন অভিনেতা।

সাক্ষাৎকারে দিলীপ কুমার বলেছিলেন, "আমাদের সন্তান থাকলে ভাল হত নিশ্চয়ই। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের কোনও আক্ষেপ নেই। আমি বা সায়রা এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে কখনও অভিযোগ করিনি। আমাদের পরিবার রয়েছে। ভাল, মন্দ সবই তাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আমার ভাইপো, ভাইঝি নিয়ে বিরাট পরিবার। সায়রার পরিবার ছোট। ওর ভাই সুলতান, তার সন্তান এবং নাতি নাতনিরা রয়েছে। আমাদের যখনই প্রয়োজন, ওরা পাশে থাকে, এটা তো বড় পাওয়া।"

দিলীপ কুমার, সায়রা বানুর সন্তান না থাকায় তাদের অভিনয়ের ঐতিহ্য কার হাতে দিয়ে যাবেন? এ প্রশ্নও করা হয়েছিল অভিনেতাকে।

দিলীপ হেসে বলেছিলেন, "যখন একজন নতুন অভিনেতা আমার কাছে এসে বলে, স্যার, আমি আপনাকে অনুসরণ করতে চাই। আপনি যে পথে এগিয়েছিলেন, সে পথে যেতে চাই। তখনই তো আমার ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিনেতাকে দেখতে পাই। আর এ জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ।"

প্রায় ছয় দশকের বলিউড ক্যারিয়ার দিলীপ কুমারের। গোটা ক্যারিয়ারে প্রায় ৬৫টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। দেবদাস (১৯৫৫), মুঘল ই আজম (১৯৬০), গঙ্গা যমুনা (১৯৬১), ক্রান্তি (১৯৮১), কর্মা (১৯৮৬)-র মতো ছবি বলিউডের ইতিহাসে চিরকাল মনে রাখবেন সিনে প্রেমী দর্শক। ১৯৯৮০এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'কিলা' ছবিতে শেষ দেখা গিয়েছিল দিলীপের অভিনয়। ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণে সম্মানিত হন দিলীপ কুমার। ১৯৯৪ সালে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পান। ২০১৫ পদ্মবিভূষণে সম্মানিত হন বর্ষীয়ান অভিনেতা।

'মুসলিম' হয়ে 'হিন্দু' নাম কেনো নিয়েছিলেন দিলীপ কুমার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভোগার পরে বুধবার চলে গেলেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমার। কিন্তু মৃত্যুর পরেও রয়ে গেছে সেই প্রশ্ন, মোহাম্মদ ইউসুফ খান কেনো হিন্দু নাম নিয়ে দিলীপ কুমার হয়েছিলেন?



নাম ও পদবি বদলের পিছনে দু'টি কারণ শোনা যায়। একটি ভয়, অন্যটি প্রেম। তবে আরও একটি কারণ ছিলো বলে মনে করা হয়। যেটি অবশ্য দিলীপ কুমার কখনও নিজের মুখে স্বীকার করেননি। যদিও তৃতীয় কারণটিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ের আলোচনায়। বলা হয়, হিন্দু দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার জন্যই এই নামবদল।

বান্দ্রার ইউসুফকে বলিউড চিনতে পারে স্বাধীনতার বছর ১৯৪৭ সালে 'জগনু' ছবিতে অভিনয়ের পরে। তবে তার অনেক আগেই ১৯৪৪ সালে প্রথম ছবি। সেই 'জোয়ার ভাটা' ছবির প্রযোজক ছিলেন দেবিকা রানি। দেবিকাই নাকি, ইউসুফ খানকে 'দিলীপ কুমার' নাম নিতে বলেছিলেন। তাই অভিনেতা জীবনের শুরু থেকেই তিনি নতুন নামে পরিচিতি পেতে থাকেন। তবে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ইউসুফ অভিনয় শুরু করার পরে বাবা যাতে জানতে না পারেন তার জন্য নাম বদলেছিলেন বলেও শোনা যায়। এমনটা নাকি একটি সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছিলেন দিলীপ। তবে দেবিকা রানির ইচ্ছার কথাই লিখে গিয়েছেন দিলীপ।

তার আত্মজীবনী 'দ্য সাবস্টেন্স অ্যান্ড দ্য শ্যাডো'-তে দিলীপ লিখেছেন, 'দেবিকা রানি বলেছিলেন, আমি ভাবছি তোমার একটা স্ক্রিন নাম হলে ভাল হয়।' বইতে এমন লিখলেও ১৯৭০ সালে এক সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, বাবার ভয়েই নাম বদল করতে হয়েছিল। কারণ বাবা অভিনয় পেশাকে পছন্দই করতেন না।

'নৌটঙ্কি' বলে মনে করতেন। বন্ধু দেওয়ান বসেশ্বরনাথ কাপুরের নাতি রাজ কাপুরের অভিনয় জগতে আসাটাও মেনে নিতে পারেননি দিলীপের বাবা।

অভিনেতা দিলীপ কুমার আর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বলিউডের কিংবদন্তী, ভারতীয় উপমাহাদের জনপ্রিয় অভিনেতা দিলীপ কুমার আর নেই। বুধবার (৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ভারতের মুম্বাইয়েরে পিডি হিন্দুজা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তার বয়স হয়েছিলো ৯৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন দিলীপ। গত ৩০ জুন তাকে মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। অবস্থা খারাপ হলে তাকে হাসপাতালটির নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। রোববার তার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি টুইট করে দিলীপ কুমারের অসুস্থতার কথা জানানো হয়। টুইটে স্ত্রী সায়রা বানু, কিংবদন্তী অভিনেতার জন্য প্রার্থনা করার আবেদন করেছিলেন। চিকিৎসক ডা. নিতীন গোখলের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে তার চিকিৎসা।

কামিনী থেকে সায়রা: বাস্তব জীবনে দিলীপ কুমারের প্রেমিকারা

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের কিংবদন্তী অভিনেতা দিলীপ কুমার মারা গেছেন। দীর্ঘ দিন ধরেই বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ফুসফুসে ফ্লুইড জমছিল বারবার। গত এক বছর একরকম শয্যাশায়ীই হয়ে পড়েছিলেন দিলীপ। তবে স্ত্রী সায়রা বানু বরাবর পাশে থেকেছেন। এমনকি শেষ সময়েও দিলীপের পাশে ছিলেন সায়রা। মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে বুধবার (৭ জুলাই) বাংলাদেশে সময় সকাল ৮টায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তার মৃত্যুতে ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা যুগের অবসান হল। তার অভিনয় জীবন প্রায় ছয় দশক বিস্তৃত হয়েছে বলিউডে। জীবনে বহু উত্থান-পতন দেখেছেন। আবার নায়িকাদের প্রেমেও পড়েছেন একাধিক বার।

অভিনয় ক্যারিয়ারের মতো বর্ণময় বলিউডের 'প্রথম খান'-এর ব্যক্তিগত জীবনও। ১৯৪৮ সালে মুক্তি পায় দিলীপ কুমার অভিনীত 'শহিদ'। ছবিতে দিলীপ কুমারের নায়িকা ছিলেন কামিনী কৌশল। এই ছবিতে অভিনয় করার সময়ে তাদের প্রেম ছিল ইন্ডাস্ট্রিতে আলোচিত বিষয়। দু'জনে বিয়ে করবেন বলেও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু বাধা দিলেন কামিনীর ভাই। তিনি রাজি ছিলেন না এই সম্পর্কে। শোনা যায় তিনি দিলীপ কুমারকে হুমকিও দিয়েছিলেন। এর পর তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। সে বছরই কামিনী বিয়ে করেন তার প্রয়াত বোনের স্বামীকে। দুর্ঘটনায় নিহত বোনের দুই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেন কামিনী।



এর পর দিলীপ কুমার প্রেমে পড়েন মধুবালার। দীর্ঘ সাত বছর চলেছিল তাদের প্রেমপর্ব। এই সম্পর্ক ভেঙে যায় দুই তারকার ইগো সমস্যায়। একটি ছবির শুটিং লোকেশনে মধুবালাকে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না তার বাবা। পরিচালক-প্রযোজক অনুরোধ করেন দিলীপ কুমারকে। তিনি যেন কথা বলেন মধুবালার বাবার সঙ্গে। দিলীপ কুমারের অভিযোগ ছিল, মধুবালার বাবা তাকে অপমান করেছেন।

অন্য দিকে মধুবালার বক্তব্য ছিল, দিলীপ কুমারের কাছে অপমানিত হয়েছেন তার বাবা আতাউল্লাহ খান। তিনি তার বাবার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেননি। মধুবালার কথায় আতাউল্লাহর কাছে ক্ষমা চাননি দিলীপ কুমার। চাপানউতরের জেরে ভেঙে যায় দিলীপ কুমার-মধুবালা প্রেম। ১৯৬০ সালে মধুবালা বিয়ে করেন কিশোর কুমারকে।

তারপর দিলীপ কুমার বেশ কয়েক বছর কোনও সম্পর্ক থেকে দূরে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি বিয়ে করেন সায়রা বানুকে। শোনা যায়, তার বিয়ের খবরে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন অসুস্থ মধুবালা। তার তিন বছর পরে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি। সায়রা বানুকে বিয়ের সময় দিলীপ কুমারের বয়স ছিল ৪৪ বছর। সায়রা বানু ছিলেন ঠিক অর্ধেক, মাত্র ২২ বছর। দিলীপ কুমার ও সায়রা বানুর প্রেম কোনও ছবির চিত্রনাট্য থেকে কম নয়। তবে এই লাভ স্টোরিতেও এসেছিল দুঃসময়। সায়রা বানুকে ছেড়ে গিয়েছিলেন তার প্রিয় দিলীপ সাব!

সায়রা বানু ১২ বছর বয়স থেকেই দিলীপ কুমারের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। অথচ তার স্বপ্নের নায়কই তাকে প্রথম দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। প্রথম আলাপে সায়রা বানুর রূপের প্রশংসা করেছিলেন দিলীপ কুমার। কিন্তু 'বাচ্চা মেয়ে' বলে বজায় রাখতেন দূরত্ব। এ দিকে দিলীপ কুমারের ছবির ভক্ত সায়রা বানু নিজেই এক দিন পা রাখলেন ইন্ডাস্ট্রিতে।

শোনা যায়, সে সময় রাজেন্দ্র কুমারের সঙ্গে তার মৃদু ভাল লাগার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সায়রার মা, বিগত দিনের অভিনেত্রী নাসিম বানুর হস্তক্ষেপে বিবাহিত রাজেন্দ্র কুমারের কাছ থেকে সরে আসেন 'জংলি' ও 'পড়োসন'-এর নায়িকা। এরপর নাসিম বানুই উদ্যোগী হন দিলীপ কুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের। সায়রা বানুর মনে হয়েছিল, দিলীপ কুমারকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার বহু দিনের স্বপ্ন পূর্ণ হল।

সে সময় অনেকেই বলেছিলেন, এই বিয়ে বেশি দিন স্থায়ী হবে না। কিন্তু নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে দিলীপকুমার-সায়রা বানু দু'জনে দু'জনের পাশে ছায়া হয়ে পাঁচ দশকের বেশি দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

তবে আটের দশকের গোড়ায় কিছুটা ঝড়ের মুখে পড়েছিল তাদের দাম্পত্য। পাকিস্তানের নাগরিক হায়দরাবাদের বিশিষ্ট সমাজকর্মী আসমা সাহিবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন দিলীপকুমার। সায়রা বানুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীনই ১৯৮১ সালে আসমাকে বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা । যদিও সেই সম্পর্ক টিকেছিল মাত্র ২ বছর ।

শেষে আবার সায়রা বানুর কাছে ফিরে আসেন তার দিলীপ সাব| ১৯৭৬ থেকে কাজ বন্ধ করেন সায়রা। পুরো সময়টাই তার স্বামীর সেবার নিয়োগ করেন তিনি| তিনি জানিয়েছিলেন যে আল্লাহর কাছে তিনি চিরকৃতজ্ঞ কোহিনূর রূপে দিলীপ কুমারকে তার কাছে পাঠানোর জন্য| অভিনেতার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই মধুর সম্পর্ক অটুট থেকেছে। মৃত্যুকালেও পাশে ছিলেন সায়রা বানু।

প্রায় ছয় দশক ধরে বিস্তৃত ক্যারিয়ারে দিলীপকুমার অভিনয় করেছেন ৬৫টির বেশি ছবিতে। 'দেবদাস', 'কোহিনুর', 'মধুমতী', 'মুঘলে আজম', 'গঙ্গা যমুনা', 'রাম অউর শ্যাম', 'শক্তি', 'মসান', 'ক্রান্তি', 'সওদাগর'-সহ অসংখ্য ছবির নায়ক হয়ে গেলেন বলিউডের 'ট্র্যাজেডি কিং'।





রূপগঞ্জ ট্র্যাজেডি : ভয়াবহ আগুনে গেল ৫২ প্রাণ

স্বজনদের আহাজারি, তিন তদন্ত কমিটি

বাতাসে পোড়া লাশের গন্ধ





ঢাকা ডেস্ক: স্বজনদের আহাজারি-আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছিল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ। আগুনের লেলিহান শিখা ধীরে ধীরে গ্রাস করে সেজান জুস কারখানা। আর ভিতরে কাজ করতে থাকা জীবন্ত মানুষ পুড়ে কয়লায় পরিণত হন। শুক্রবার (৯ জুলাই) সরেজমিনে ঘটনাস্থলে দেখা যায় কারখানায় দাউ দাউ জ্বলছে আগুন। বাতাসে লাশ পোড়া গন্ধ। পাশেই মানুষের আর্তনাদ। কান্নার রোল। ২০ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে ভিতর থেকে ফায়ার সার্ভিস একে একে কয়লা হয়ে যাওয়া ৪৯টি দেহ বের করে নিয়ে আসে। কে কার সন্তান চেনার উপায় নেই। এর আগে দগ্ধাবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজন মারা যান। এ ছাড়া ভয়ংকর এ অগ্নিকান্ডে রয়েছেন অসংখ্য নিখোঁজ। আগুন নেভাতে দেরি হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্বজন ও স্থানীয়রা। শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল ও ভাঙচুর চালান। পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকরা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা হাশেম ফুডের আনসার ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে আনসারদের মারধর করে অস্ত্রাগার থেকে তিনটি শটগান লুট করেন বলে জানান উপজেলা আনসারদের ইনচার্জ নাছিমা বেগম।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ঢামেক মর্গে সারি সারি লাশ। স্বজনরা খুঁজছেন প্রিয়জনদের লাশ। কিন্তু চিনতেই পারছেন না তারা প্রিয় মুখগুলো। তাদের গগনবিদারী আর্তনাদে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। লাশগুলো উদ্ধার করতে গিয়ে আঁতকে ওঠেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। অনেকে কেঁদে ফেলেন।

ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (অপারেশন্স) দেবাশিস বর্ধন জানান, আগুনের ঘটনায় ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সেজান জুস ভবনের চতুর্থ তলায় ৪৯ জনের লাশ ছিল। চার তলার সিঁড়ির দরজা বন্ধ থাকায় সেখানকার মানুষ বের হয়ে ছাদে উঠতে পারেনি। তারা ছাদে যেতে পারলে হয়তো মারা যেতেন না। উদ্ধার লাশগুলো পুড়ে এতটাই বিকৃত হয়েছে যে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে। এদিকে শুক্রবার-ই ৪৮ জনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় রূপগঞ্জের ভুলতায় সজীব গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হাশেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সেজান জুস কারখানায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। এ ছাড়া পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, জেলা প্রশাসন ও ভলান্টিয়াররাও আগুন নেভানোর কাজে সহযোগিতা করেন। শুক্রবার বিকাল ৩টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ বলেন, আগুনের ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগুনে যারা নিহত হয়েছেন প্রত্যেকের পরিবারকে লাশ দাফনের জন্য ২৫ হাজার ও আহতদের পরিবারদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

রূপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ নুসরাত জাহান জানান, লাশগুলো ঢামেকের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে। সেখানে পরিচয় শনাক্তের পর লাশগুলো পরিবারে হস্তান্তর করা হবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ফায়ার সার্ভিস জানায়, কারখানার পাঁচ তলায় তল্লাশি চালিয়ে কোনো লাশ পাওয়া যায়নি। ছয় তলায় ডাম্পিং নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে, শেষ হলে সেখানে লাশের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে। ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (প্রশাসন) ওহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আগুন নেভানোর পরও বিক্ষিপ্তভাবে জ্বলে উঠছে। ভবনটি প্রচন্ড হিট হয়ে গেছে। পুরোপুরি আগুন নিভে গেলে আরও কোনো শ্রমিক আছেন কি না তল্লাশি চালানো হবে।

উদ্ধারকাজে যুক্ত ফায়ার সার্ভিস সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগুন নিয়ন্ত্রণের পরও ভবনের বিভিন্ন জায়গার ধ্বংসস্তুপ থেকে আগুনের শিখা জ্বলছিল। ফায়ার সার্ভিসের ভাষায় একে ডাম্পিং বলা হয়। ভবনের কোথাও ডাম্পিং আছে কি না দেখা হচ্ছে। ডাম্পিং থেকে প্রচুর তাপ ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পুরোপুরি ডাম্পিংয়ের কাজ শেষ হলেই সেখানে আর কোনো লাশ রয়েছে কি না তল্লাশি চালানো হবে।

শ্রমিক ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার কর্ণগোপ এলাকায় অবস্থিত সজীব গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হাশেম ফুডস লিমিটেড কারখানায় প্রায় ৭ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। ছয় তলা ভবনে থাকা কারখানাটির নিচতলার একটি ফ্লোরে কার্টন ও পলিথিন তৈরির কাজ চলে। বৃহস্পতিবার বিকালে সেখান থেকেই হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত। আগুনের লেলিহান শিখা বাড়তে বাড়তে পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় কারখানাটি অন্ধকার হয়ে যায়। একপর্যায়ে শ্রমিকরা ছোটাছুটি শুরু করেন। কেউ কেউ ভবনের ছাদে অবস্থান নেন। তবে চার তলায় থাকা ৭০-৮০ জন শ্রমিক কাজ করেন। অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে তারাও ছোটাছুটি শুরু করলে ওই তলার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষী কলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে দেন। আগুন নিভে যাবে বলে তালা দিয়ে শ্রমিকদের বসিয়ে রাখেন। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় অন্যান্য তলার শ্রমিকরা অনেকে বের হতে পারলেও চার তলার শ্রমিকরা পারেননি। আগুনের খবর পেয়ে কেউ কেউ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন। মৃত্যুর আগে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে স্বজনদের সঙ্গে শেষ কথা বলেন। সন্ধ্যায় দুই নারী স্বপ্না রানী ও মিনা আক্তার মারা যান। রাত ১১টার দিকে মোরসালিন (২৮) নামে আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত হন অন্তত ৬০ জন।

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কারখানা ভবনের প্রতিটি তলায় কেমিক্যাল ও কেমিক্যাল-মিশ্রিত কাঁচামাল ছিল। এসব কেমিক্যালের কারণে আগুনের ভয়াবহতা বেড়েছে। এ ছাড়া শ্রমিকদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কারখানা চলাকালে মালিকপক্ষ গেটগুলো তালাবদ্ধ করে রাখেন। ফলে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা বের হতে পারেনি।

শ্রমিক ও নিহতের স্বজনরা অভিযোগ করে বলেন, হাশেম ফুড কারখানাটি অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চলত। এ কারখানায় অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এখানে বেশির ভাগই শিশু শ্রমিক কাজ করত। কারখানাটি খাদ্যপণ্যে কেমিক্যাল ব্যবহার করত। এ কারণে আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের দেরি হয়। এ ছাড়া কারখানাটির ভবন থেকে বের হতে শ্রমিকদের জন্য কোনো ইমারজেন্সি এক্সিটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নিহত শ্রমিকের বেশির ভাগই শিশু।

১২ বছর বয়সী শিশু শ্রমিক বিশাখা রানী ক্ষোভের সুরে বলে, 'বাবা-মাসহ আমাদের পাঁচ বোনের সংসার। বেতন-ভাতা ও ওভারটাইম না পাওয়ায় আমরা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। এ কারণে আমরা শ্রমিকরা বেতন-ভাতার দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করি। আর এ ক্ষোভেই কারখানা মালিকপক্ষ ভবনে আগুন লাগিয়ে আমার মা স্বপ্না রানীসহ অন্য শ্রমিকদের হত্যা করে। আমরা এ হত্যার বিচার চাই।'

নিখোঁজ শ্রমিক তাছলিমা আক্তারের বাবা আক্তার হোসেন বলেন, 'মালিকপক্ষের দোষেই কারখানায় আগুন লাগে। এ ছাড়া মালিকপক্ষ শ্রমিকদের চার তলায় আটকে রেখে হত্যা করে। আমরা এ নির্মম হত্যাকান্ডের বিচার চাই।'

শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেরি হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান শ্রমিকরা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিখোঁজ শ্রমিকদের খোঁজে এসে ভিড় করা স্বজনদের সরাতে পুলিশ ধাওয়া দিলে সংঘর্ষ বেধে যায়। দুই পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। শ্রমিক ও নিখোঁজদের স্বজনরা ইট-পাটকেল ছুড়ে মারেন। এ সময় শ্রমিকরা কারখানার আনসার ক্যাম্প থেকে তাদের অস্ত্র লুট করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শ্রমিকদের হামলায় বেশ কয়েকজন সংবাদকর্মীও আহত হন। পরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। একজন আনসার সদস্য বলেন, 'আমাদের ক্যাম্প থেকে তিনটি শটগান লুট হয়। পরে পাশের পুকুর থেকে দুটি উদ্ধার করা হয়েছে।' অন্যটি উদ্ধার করেছেন র‍্যাব-১১-এর সদস্যরা।

নেভেনি আগুন, নিখোঁজ অর্ধশতাধিক

তবে ফায়ার সার্ভিসের নারায়ণগঞ্জ জেলা উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফীন জানান, এখনো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। কাজ চলছে। নিখোঁজদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। তবে ভিতরে জীবিত কেউ থাকার সম্ভাবনা কম। শুধু চার তলা থেকেই ৪৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। চার তলা ও ছাদের গেট বন্ধ থাকায় নিহতের সংখ্যা বেড়েছে। ভবনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলার আগুন নেভানো এবং তল্লাশির কাজ চলছে।

এদিকে কারখানার নিখোঁজ শ্রমিকদের তালিকা তৈরি করছে জেলা প্রশাসন। নিখোঁজের মধ্যে রয়েছেন কারখানার শ্রমিক নোমান মিয়া ওরফে ইয়াসিন, নাজমা বেগম, মোহাম্মদ আলী, জিহাদ রানা, সেলিম, ফারজানা, নাজমুল, তাসলিমা, মহিউদ্দিন, শামীম, রমেজা, ফিরোজা বেগম, নাঈম, শাহিদা, চম্পা বর্মণ, জাহানারা, হালিমা, তাসলিমা (২), পারভেজ, আকাশ, রাসেদ, হাসান, ইউসুফ, বাদশা, জিহাদ, শাকিল, রাকিব, রাকিব (২), মাহবুব, ফাতেমা আক্তার, হিমা, শাহানা, স্বপন, আমেনা, মিনা খাতুনসহ প্রায় ৮০ জন।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন্স) লে. কর্নেল জিল্লুর রহমান বলেন, 'যারা স্বজনদের খোঁজ পাচ্ছেন না তাদের অনুরোধ করব ঢাকা মেডিকেলে যোগাযোগ করতে। জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এটি আমাদের অনুরোধ। সেখানে আমাদের জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ সবার প্রতিনিধি থাকবেন। সেখানে আমাদের আনুষঙ্গিক নিয়মাবলি পালন শেষে লাশ স্বজনদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে।'

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ জায়েদুল আলম বলেন, 'আইজিপির নির্দেশনায় আমরা সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছি। কারখানার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ এত দিন আমাদের এখানে আসেনি।'

বিয়ের পিঁড়িতে বসা হলো না তাসলিমা-মাহমুদার

এক বছর আগে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী থেকে কাজের খোঁজে এসেছিলেন তাসলিমা। তখন তার বয়স ১৭। অভাবের সংসারের দুঃখ ঘোচাতেই এ বয়সে বাড়ি থেকে পাড়ি জমান কাজের জন্য। তাসলিমার বাবা বৃদ্ধ বাচ্চু মিয়া তখন মেয়েকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংসারের হাল ধরতে আর দুই ভাই ও দুই বোনের কথা চিন্তা করে বার কথা অমান্য করেই চলে আসেন। তাসলিমার আয়ে চলত পুরো সংসার। তার স্বপ্ন ছিল ভাইবোনদের জন্য কিছু একটা করে চলতি বছরই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। কিন্তুসব স্বপ্ন কেড়ে নেয় আগুন। সেজান জুস কারখানার আগুনে মারা যান তাসলিমা।

তাসলিমার মতো একই অবস্থা মাহমুদার। মাহমুদাও এসেছেন কিশোরগঞ্জ থেকে। বাবা মালেক মিয়া মারা গেছেন বছর চারেক আগে। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। এক ভাই আর মায়ের ভরণপোষণের কথা চিন্তা করে মাহমুদা বছর দুই আগে চলে আসেন রূপগঞ্জে। কাজ নেন সেজান জুস কারখানায়। তার আয়ে চলত গোটা সংসার। মাহমুদার স্বপ্ন ছিল চলতি বছরই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। সংসার করবেন। পাশাপাশি ভাইবোনদের মানুষ করবেন। এখানেও ভাগ্য বড় নির্মম। আগুন কেড়ে নিয়েছে মাহমুদার স্বপ্ন।



বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ৪০ লাখ ৩৫ সহস্রাধিক

(প্রথম পাতার পর)

করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছে ১৭ কোটি আট লাখ ৯১ হাজার ১৪১ জন এবং বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে এক কোটি ১৯ লাখ ১৫ হাজার ৩৮ জন। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৯৮ শতাংশ এবং মারা যাওয়ার হার ২ শতাংশ। সারা বিশ্বে বর্তমানে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে ৭৭ হাজার ৮০৩ জন এবং বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল।

বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে তিন কোটি ৪৭ লাখ ১১ হাজার ৪১৬ জন এবং মারা গেছে ছয় লাখ ২২ হাজার ৭০৮ জন।

বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পর যথাক্রমে রয়েছে ভারত, ব্রাজিল, ফ্রান্স, রাশিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও ইতালি।

ভারতে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে তিন কোটি সাত লাখ ৯৪ হাজার ৭৫৬ জন এবং মারা গেছে চার লাখ সাত হাজার ১৭৩ জন। ভারতের পরের অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে মোট আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ৯০ লাখ ২০ হাজার ৪৯৯ জন এবং মারা গেছে পাঁচ লাখ ৩১ হাজার ৫৭৭ জন।

৬৮ বছরের পুরনো যে রেকর্ড ছুঁলেন মেসি

(প্রথম পাতার পর)

১৯৯৩ সালে কোপা তথা বড় কোনো টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতার স্বাদ পেয়েছিল তারা।

এবারের কোপা আমেরিকার আসরের ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নেমেই এক রেকর্ড গড়েছেন মেসি। কোপা আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৩৪ ম্যাচ খেলার রেকর্ড স্পর্শ করেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

এবারের টুর্নামেন্টের শুরুতে মেসির ম্যাচ সংখ্যা ছিল ২৭টি। এরপর গ্রুপ পর্বে চার, আর নকআউটে দুই ম্যাচে খেলেছেন তিনি। ফাইনালে সপ্তম ম্যাচে নেমেই ৬৮ বছরের পুরনো সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন মেসি। এর আগে, ১৯৫৩ সালে চিলিয়ান সার্জিও লিভিংস্টোনের গড়া কোপা আমিরিকার আসরে ৩৪ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছিলেন। এবার সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন মেসি।

এবারের কোপা আমেরিকার আসরে জাতীয় দলের এক সময়ের সতীর্থ হাভিয়ের ম্যাসচেরানোকে পেছনে ফেলেছেন মেসি।ম্যাসচেরানো আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলেছিলেন ১৪৭ ম্যাচ। তাকে পেছনে ফেলে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড এখন মেসির।

রবিবার (১১ জুলাই) ক্যারিয়ারের ১৫১তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছেন তিনি। এছাড়াও মাসচেরানোর আরেকটা রেকর্ড ভেঙেও দিয়েছেন তিনি। কোপা আমেরিকায় নিজের ষষ্ঠ আসরে খেলতে নেমে আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বোচ্চ কোপা আমেরিকা খেলার রেকর্ডটা এখন মেসির দখলে।

বিয়ে করলেন পরীমণি

(প্রথম পাতার পর)

কামরুজ্জামান রনি। থিয়েটার দল নাগরিক নাট্যাঙ্গণের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ছোটপর্দার নির্মাতা হিসেবেও কাজ করছেন।

গত ১০ মার্চ রাতে রাজারবাগ কাজি অফিসে বিয়ে করেন তারা। এরপর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন পরী। বর্তমানে সুন্দরবনে 'অপারেশন সুন্দরবন' সিনেমার শুটিং করছেন তিনি।

পরীমনি বলেন, হঠাৎ করেই করেই বিয়ে করে ফেললাম। আমি এখন অপারেশন সুন্দরবন সিনেমার শুটিং করছি। কয়েকদিন পরেই ঢাকায় ফিরব। আমার



সঙ্গে এখানে এসেছিল রনি। আজ ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে সে। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

পরীমণির বিয়ের গল্পটা আসলেই গল্পের মতোই। অভিনেত্রী ও নির্মাতা হৃদি হকের '১৯৭১: সেই সব দিন' ছবির সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন রনি। ছবিটিতে অভিনয় করছেন পরীমণি। এই ছবির গল্প শুনতে গিয়ে পাঁচ মাস আগে রনির সঙ্গে পরীর পরিচয়। এরপর একে অপরকে জানা।

বিয়ের গল্পটা পরিমনি নিজেই বললেন, প্রায় পাঁচ মাস আগে ছবির গল্প শোনানোর জন্য হৃদি আপুসহ রনি এসেছিল আমাদের বাসায়। তখন আমি তাকে খেয়ালই করিনি। শুটিংয়ে গিয়ে কোথায় থাকব কীভাবে যাব, সেসব নিয়ে তার সঙ্গে প্রথম আলাপ শুরু হয়। এভাবেই একসময় আমাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে।

তিনি বলেন, মার্চের ৩ থেকে ৭ তারিখ আমরা ঠাকুরগাঁওয়ে শুটিং করি। সেখানে ভীষণ আনন্দে সময় পার হয়ে যায়। ৮ মার্চ ঢাকায় এসে আমি তাকে খুব মিস করছিলাম। পরদিন ৯ মার্চ আমরা দেখা করি এবং সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমার মন যেন কেমন করে ওঠে। ওই রাতেই আমরা বিয়ে করে ফেলি।

চীনা টিকার ট্রায়ালের প্রধান বিজ্ঞানীর করোনা উপসর্গে মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ায় চীনের তৈরি সিনোভ্যাকের টিকা ট্রায়ালের শীর্ষ বিজ্ঞানী ড. নোভিলা জাফরি বখতিয়ার করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। দেশটির গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ায় করোনা টিকা সংশ্লিষ্ট অন্যতম প্রধান এই বিজ্ঞানী ড. বখতিয়ার গত বুধবার মারা যাওয়ার পর করোনা প্রোটোকল অনুযায়ী তাকে দাফন করা হয়েছে। তবে, তার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ না করে দেশটির মন্ত্রী এরিক থোহির ইনস্টাগ্রামে একটি শোকবার্তা পোস্ট করেছেন। বার্তায় তিনি ড. বখতিয়ারের মৃত্যুকে ইন্দোনেশিয়ায় সিনোভ্যাক টিকা উৎপাদন সংস্থা বায়োফার্মার জন্য একটি বড় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন।

এরিক থোহির জানান, এই বিজ্ঞানী সিনোভ্যাকের সহযোগিতায় করোনা টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসহ বায়োফার্মার কয়েক ডজন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালেরও প্রধান ছিলেন।'

এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, করোনায় ড. বখতিয়ারের মৃত্যু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইন্দোনেশিয়ার হাজার হাজার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। সিনোভ্যাকের টিকা নেওয়ার পরেও অনেকে মারা গেছেন। গত জুন মাস থেকে দেশটিতে প্রায় ১৩১ জন স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন যাদের বেশিরভাগ সিনোভ্যাকের টিকা নিয়েছিলেন।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



Shafi Chowdhury
Consultant

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপার শিরোপা জয় আর্জেন্টিনার

(প্রথম পাতার পর)

দেশের হয়ে শিরোপা না পাওয়ার খরা মিটল লিওনেল মেসির।

আগের কয়েক ম্যাচে বদলি নেমে দুর্দান্ত খেলা আনহেল ডি মারিয়াকে আজ প্রথম একাদশে সুযোগ দেন কোচ স্কালোনি। আর সুযোগ পেয়েই নিজের জাত চিনিয়ে দেন ডি মারিয়া। তার গোলেই ব্রাজিলের বিপক্ষে কোপা আমেরিকার ফাইনালে লিড নেয় আর্জেন্টিনা। যে গোল আর শোধ করতে পারেনি নেইমাররা।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে ফিরেই আর্জেন্টিনার জালের ঠিকানা খুঁজে নেয় সেলেকাওরা। কিন্তু অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল। ফলে ম্যাচের ৫৩ মিনিট শেষেও ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে আর্জেন্টিনা। স্বস্তির নিঃশ্বাস বয়ে যায় আর্জেন্টাইন শিবিরে।

দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই একের পর এক জোরাল আক্রমণ করতে থাকে ব্রাজিল। ৫২ মিনিটে সফলও হয়। ডি-বক্সের মধ্য থেকে আলবিসেলেস্তেদের জালে বল জড়িয়ে দেন রিচার্লিসন। কিন্তু আক্রমণের শুরুতে তিনি অফসাইডে থাকায় বাতিল করে দেন রেফারি উরুগুয়ান রেফারি এস্তেবান ওস্তোজিচ।

ম্যাচের শুরুতেই হলুদ কার্ড দেখেছেন ব্রাজিলের ফ্রেড। ৩ মিনিটের মাথায় মন্তিয়েলকে ফাউল করায় রেফারি কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন তাকে।

১০ মিনিটের মধ্যে বেশ কয়েকটা কড়া ট্যাকল চোখে পড়ে। উভয় দলই একে অপরকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে নারাজ।

১৩ মিনিটের মাথায় বক্সে নেইমারের দিকে বল বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন রিচার্লিসন। তবে বাধা দেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি।

পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি নেইমার। ওতামেন্দির পায়ে তা প্রতিহত হয়। এই ১৩ মিনিটে বারবার খেই হারাতে দেখা গেছে নেইমারকে।

২২ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত এক গোলে আর্জেন্টিনাকে ১-০ এগিয়ে নেন ডি মারিয়া। ফাইনালের প্রথম একাদশে ডি মারিয়াকে ফিরিয়ে তার উপর আস্থা রেখেছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ। আস্থার যথাযথ মর্যাদা রাখেন তিনি।

মাঝমাঠ থেকে দি পলের উড়িয়ে মারা বল ধরে ব্রাজিল গোলরক্ষক এদারসনের মাথার উপর তা জালে জড়িয়ে দেন ডি মারিয়া।

এক্ষেত্রে ব্রাজিল ডিফেন্ডার রেনান লোদির সামনে সুযোগ ছিল ডি মারিয়াকে প্রতিহত করার। কিন্তু দৌড়ে ডি মারিয়ার নাগালই সেভাবে পাননি তিনি। ব্যর্থ হন।

২০০৪ সালে সিজার দেলগাদোর পর ডি মারিয়া প্রথম আর্জেন্টাইন ফুটবলার, যিনি কোপার ফাইনালে গোল করলেন।

এছাড়া ২০০৫ কনফেডারেশন্স কাপের ফাইনালের পর এই প্রথম কোনো ফাইনালে গোল পেল দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্টিশন
এভিডেন্সিটি অব সাপোর্ট
বিনা শর্তসাপেক্ষে সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
ভিজিটর্স, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড কেয়ার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ব্রুকসের খলিল বিরিয়ানি হাউসের জন্য
আবশ্যক



ম্যানেজার
ফাস্ট ফুড কুক(পিজা এন্ড গ্রীল স্টোরের জন্য)
ওয়েটার/ওয়েট্রেস (চাইনিজ এবং বিরিয়ানী হাউসের জন্য)
বাস বয়
ক্যাশিয়ার
ডিস ওয়াসার
অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এবং আকর্ষনীয় বেতন।
যোগাযোগ
শেফ খলিলুর রহমান
৯২৯ ৬২৪ ৮৩৯৮

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১ $ 7.00
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-২ $ 8.00
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৩ $10.00
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৪ $11.00
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মোদির মন্ত্রিসভায় গাইবান্ধার নিশীথ

(প্রথম পাতার পর)

বসবাস করেন নিশীথের আত্মীয়স্বজন। ঘরের ছেলে ভারতের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়ায়র খবরে আনন্দে মেতেছেন তাঁরা। মিষ্টি বিতরণ করেছেন।

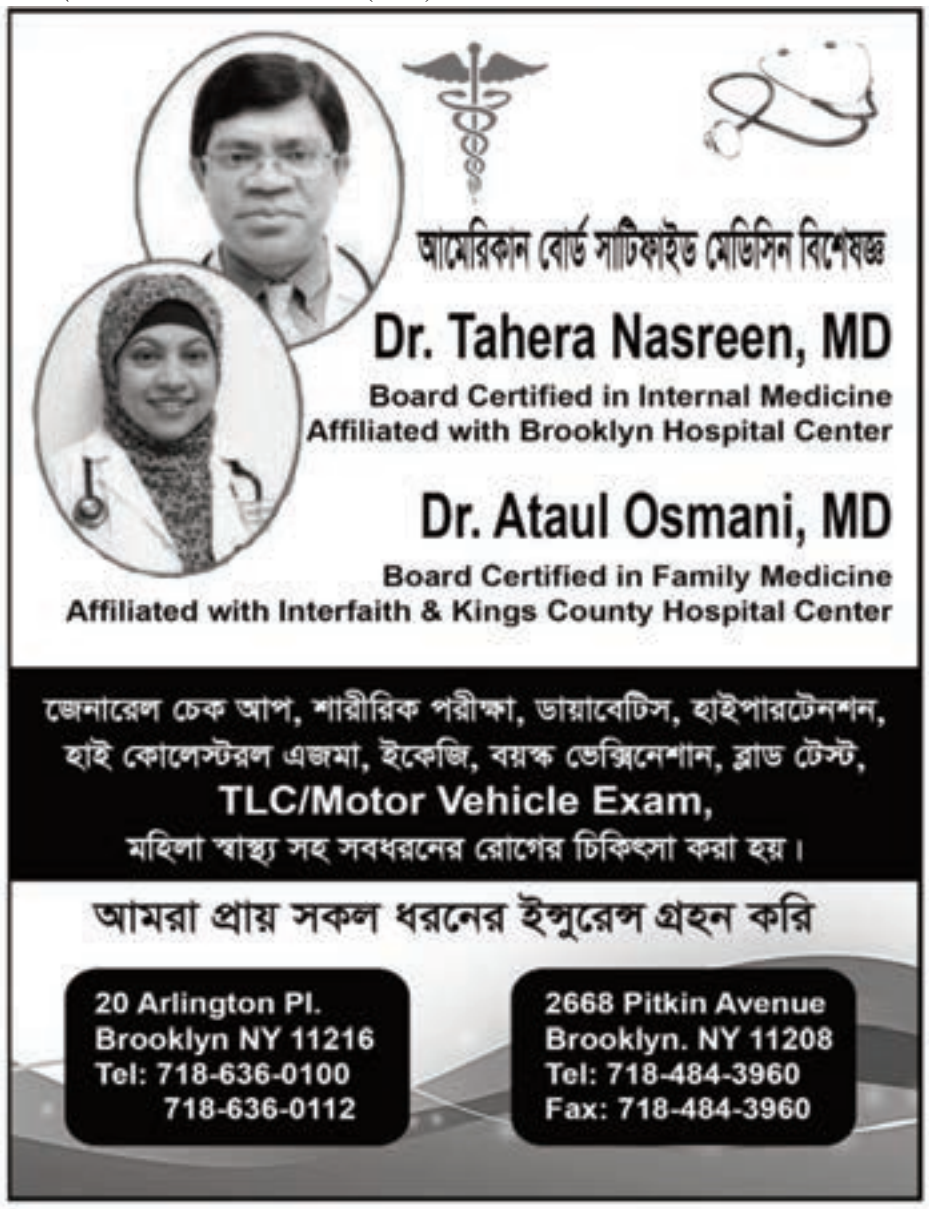
শনিবার (১০ জুলাই) বিকেলে নিশীথ প্রামাণিকের জ্যাঠা দক্ষিণা রঞ্জন প্রামাণিক গণমাধ্যমকে বলেন, নিশীথ প্রামাণিক তার ছোট ভাই বিধু ভূষণের একমাত্র সন্তান। দেশভাগের আগে ভারতের কোচবিহারে পাড়ি জমান তিনি। এরপর সেখানে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সর্বশেষ ২০১৮ সালে প্রথমে ঢাকায় এরপর গ্রামের বাড়ি ভেলাকোপায় বেড়াতে এসেছিলেন নিশীথ। তিনি বলেন, ভারতে লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষকতা পেশা শুর করেন নিশীথ। কিছুদিন পরে শিক্ষাকতা ছেড়ে রাজ-নীতিতে যোগ দেন তিনি। প্রথমে ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার যুব সেক্রেটারি ছিলেন নিশীথ। এরপর তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে কোচবিহারের সাংসদ (এমপি) নির্বাচিত হন।



২০২১ সালে বিধানসভার ভোটে এমএলএ নির্বাচিত হন। নিশীথ শুধু আমাদের পরিবারের না পুরো গ্রামবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাই আজ তারা আনন্দে আত্মহারা। এজন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

নিশীথের জ্যাঠাতো ভাই সঞ্জিত কুমার প্রামাণিক জানান, কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতক করেছেন নিশীথ। তিনি ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিশীথ ভারতের প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় আমরা অত্যন্ত খুশি। ভবিষ্যতে নিশীথ আরো ভালো করবে বলে প্রত্যাশা করছি।

ভেলাকোপা গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার জোসেন বলেন, নিশীথ প্রামাণিক ভারতের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন। এ কারণে ভেলাকোপার মানুষ খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। হরিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান রুহুল আমিন চৌধুরী রুশো বলেন, আমার ইউনিয়নের একজন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এটা শুধু আমাদের না গাইবান্ধা জেলা তথা পুরো বাংলাদেশের গর্ব।







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

হটডগের গাড়ী বিক্রী

সিটি ওয়াইড ২ বৎসরের ফুলটাইম পারমিট এবং স্পটসহ হটডগের গাড়ীতে মটর লাগানো রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারনে খুবই অল্প মূল্যে হটডগের গাড়িটি বিক্রি করা হবে। যোগাযোগঃ জাহাঙ্গীর। ফোন: **৬৪৬-৯৬৩-৪১৬৫ অথবা ৯১৭-৬৫১-৭৯০২ অথবা ৩৪৭-৫৮২-৬৬২০**
জুলা-০৫/১২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ৬৯৯ এক্সেস স্ট্রীটে ১ আগষ্ট থেকে তিন বেডরুম, একটি লিভিং রুম, একটি বাথরুম সহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এ, সি, #৩ সাবওয়ে ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৩১-৮২৯-২৮২৯ অথবা ৯২৯-২৯০-৮৭৯০ অথবা ৬৩১-৮২৯-২৮২৯
জুলা-০৫/১২/১৯/২৬

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে অত্যন্ত ভালো ও নিরিবিলি পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ২৪৬ স্ট্রীট ও ৮৫ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার আপডেটেড বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সহজলভ্য পাবলিক ট্রান্সপোরটেশন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৩-৯০০২ অথবা ৯১৭-৬০০-৪০৭৪
জুন-২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম,ডাইনিং, কিচেন ও ২ বাথরুম সহ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

বাড়ী বিক্রি

কুইন্স ভিলেজের ৮৯-৫৩ ২০৮ স্ট্রীটে ২২০০ স্কয়ার ফিট সেমি ডিটাচ ৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ইট এন্ড কিচেন, ফুললী ফার্নিসড বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রি হবে। মূল্য: ৬৯৫,০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩২-৫৭৪২ (তাহসিন) অথবা ৩৪৭-৯১২-৩১৯৫ (ইসরাত) জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুন-১৪/২১

আবশ্যক

পোলট্রি ফার্মে পার্ট টাইম কাজের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
জুন-১৪/২১

আবশ্যক

ম্যারিল্যান্ডে একটি আমেরিকান গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। কেবলমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯১৪-৩০৩-১৩২৮ (নবী) অথবা ৭১৮-৯০২-৬৫৭১ (মুরাদ) অথবা ৭১৮-৭০৮-০৮২২ (ইসলাম)
জুন-১৪/২১

কুরবানী

কুরবানীর কথা ভাবছেন? তাহলে আসুন নিউইয়র্কেবাংলাদেশী মালিকানাধীন মাউনটেন গেইম ফার্মে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সবচেয়ে কম মূল্যে গরু, ছাগল, ভেড়া কুরবানীর জন্য যোগযোগ করুন: ৭১৮-৯৩৮-৮৯৩৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৩২-৪৬ ৫৮ স্ট্রীটে আর, এম সাবওয়ের কাছে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও দুটি ফুল বাথরুম বেলকনী ও কার পার্কিং সহ একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯
জুন-০৭/১৪

বাড়ী ভাড়া

উডসাইডে সেভেন ট্রেন ও কিউ৭০ বাস স্টপ থেকে এক ব্লকের মধ্যে ২ বেডরুমের বাসার এক রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৫৫৮১
জুন-০৭

রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পূরুষদের জন্য দোতালায় ফার্নিচার সহ বিশাল এক রুম, ইউটিলিটি ও ইন্টারনেটের সুবিধাসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২এ জুন-০৭/১৪

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেসমেডোর ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ওজোনপার্কে পিটকিন এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রীটের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-০৭/১৪

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৯৬-৯৯০২
মে-৩১/জু-০৭

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের কাছে ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এ দোতালায় ২ বেডরুম+লিভিং রুম+কিচেন পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। এ/সি সাবওয়ে, বাস স্কুল, মসজিদ, গ্রোসারী, সুপারমার্কেট, শপিং মল বাসার কাছেই। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৪৭-৭২৭১ অথবা ৯১৭-৫৬১-২৩৯৮
মে-৩১/জু-০৭

দুই বেড রুমের রেনোভেটেড কনডোমিনিয়াম বিক্রয়

বাংলাদেশী অধ্যুসিত ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে মেসি'জ সংলগ্ন পার্কচেস্টার রোডে চারতলায় সম্পূর্ন রেনোভেটেড একটি দুই বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় হবে। লো মেইনটেনেন্স। আস্কিং প্রাইস-২৯০ হাজার ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান (৩৪৭-২৮০-৭২৬৯)। রিয়েল এস্টেট সেলস পারসন।

আবশ্যক

একটি মেডিকেল অফিসের জন্য মেডিকেল এসিসটেন্ট, সনোগ্রাফার ও রিসেপসনিস্ট আবশ্যক। যোগাযোগ: ২১২-২২৬-৮০০০
মে-১০/১৭

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনে একটি প্রাইভেট হাইজের সেকেন্ড ফ্লোরে দুই বেডরুম, লিভিং, বাথরুম এবং কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৩ নং ট্রেন এর সাবওয়ে দুই ব্লকের দূরত্ব। বি ৮৩বাস বাসার সামনেই এবং এ/সি ট্রেন সাবওয়ে ট্রান্সফার সহ রাস্তায় গাড়ী পার্কিং করার সুযোগ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-১২৮৬ (কল অর টেক্স)
মে-২৪/৩১

আবশ্যক

সাবওয়ে স্যান্ডউইচ ফ্রেস ফুড কাজের জন্য লোক অবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। থাকার ব্যবস্থা ফ্রি। যোগাযোগ: ৯১৪-৫১৩-৯৬৮৪
মে-২৪/৩১

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ম্যানেজার, ওয়েটার/ওয়েট্রেস পদ সমূহে লোক নিয়োগ করা হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৪-৮৩৯৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেন স্টারলিং সংলগ্ন ১৩-৪২ Pugsleyএভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১ রুম ভাড়া দেয়া হবে। **৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় কাপড়ের দোকানে কাজ করার জন্য সেলাই জানা লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ **৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেষ্টার স্কয়ারে (জেরেগা এভিনিউর কাছে) তিন বেডরুম ও দুই বাথরুম-এর অ্যাপার্টমেন্ট ১ জুন থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ইসলাম চৌধুরী। ফোন: ৭১৮-৭৯০-৮১৮৭
মে-১০/১৭

মুয়াজ্জিন আবশ্যক

বায়তুল জান্নাহ মসজিদ এন্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলীন, নিউইয়র্কের জন্য একজন ফরহেজগার, সহী শুদ্ধ কোরআন তেলওয়াত, আজান, ইকামত দিতে জানা এবং মসজিদ ভবন পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সার্বক্ষণিক মুয়াজ্জিন আবশ্যক। মসজিদে থাকার ব্যবস্থা আছে। মাসিক বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহী প্রার্থীদের মসজিদের ইমামের সাথে নিম্ন লিখিত নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।

মৌলানা আশ্রাফ উল্ল্যা : ৩৪৭-৬৯৩-৮৬৬৬
মৌলানা দিদারুল আলম : ৯১৭-৪৯৮-৪৪৬৬ জুন-২১/২৮

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।

যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭

জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

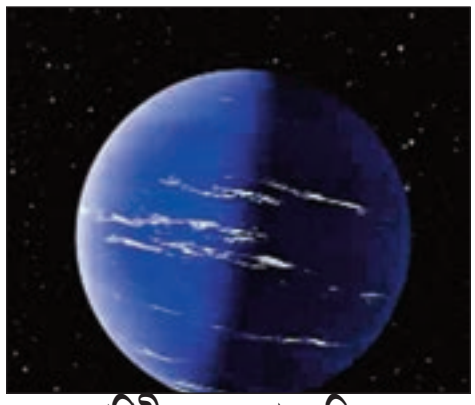
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



পৃথিবীর চেয়ে সাড়ে তিন গুণ বড় গ্রহের খোঁজ

(প্রথম পাতার পর)

দূরত্ব ৯০ আলোকবর্ষ। সেটি পাক খাচ্ছে এক 'লাল বামন' অবস্থাপ্রাপ্ত নক্ষত্রের চারদিকে। একবার প্রদক্ষিণ করতে লাগে মাত্র ২৪ দিন। নেপচুনের আকারের এই গ্রহটির আবহাওয়া মূলত গ্যাসীয়। সব থেকে বড় কথা গ্রহটি অনেকটাই ঠাণ্ডা। এর নির্দিষ্ট আবহাওয়ামণ্ডল রয়েছে। আকারে পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন গুণ হওয়ার কারণেই ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাসম্পন্ন এই গ্রহটি শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রাণ বলেই ধারণা। নাসা বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত সৌরমণ্ডলের বাইরে সন্ধান মেলা গ্রহগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম ঠাণ্ডা গ্রহ। এই গ্রহের মৌলগুলো এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে কার্যত এই গ্রহটি বিজ্ঞানীদের কাছে কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছে। তাঁরা মনে করছেন, এই গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে খুবই ভালো। তাই টেলিস্কোপের সাহায্যে এর চরিত্র বিশ্লেষণ করে গ্রহ সম্পর্কে তাঁদের ধারণায় নতুন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, তা দেখছেন তাঁরা।

সৌরজগতে প্রাণের অস্তিত্ব যে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও নেই, তা পরিষ্কার বোঝা গেছে। ফলে দূরের নক্ষত্রমণ্ডলে গ্রহ খুঁজে পেলে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে কি না তা বুঝতে এই ধরনের গ্রহের পর্যবেক্ষণ কাজে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মহাকাশে পালাচ্ছেন বিশ্বের

(প্রথম পাতার পর)

ক্রুসহ পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন তিনি। মহাকাশ পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রথম যাত্রা করল রিচার্ড ব্র্যানসনের প্রতিষ্ঠান। যাত্রা শুরু করে পৃথিবী থেকে ৮৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছায় ব্র্যানসনের নভোযানটি। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে ভার্জিন গ্যালাকটিকের অপারেশন ঘাঁটি স্পেসপোর্ট আমেরিকা থেকে এটি যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে ব্র্যানসনের সঙ্গে ছিলেন দুজন পাইলট ও তিনজন সহকর্মী। ভার্জিন গ্যালাকটিকের তথ্য অনুযায়ী, যাত্রা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র এক ঘণ্টা লাগে। এর মধ্যেই যাত্রীরা কয়েক মিনিটের জন্য ওজনহীনতার অভিজ্ঞতা পান। ভার্জিন গ্যালাকটিক তাদের রকেট একটি উড়োজাহাজ থেকে উৎক্ষেপণ করে, যা ৮৮ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানায়, ব্র্যানসনের মহাকাশযাত্রা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁর নভোযান যত দূর পৌঁছাবে, তাকে আকাশের সীমা বলা যাবে কি না, তা নিয়েই এ বিতর্ক। পৃথিবীর আবহাওয়াল ও মহাকাশের কাল্পনিক সীমা 'কারমান লাইন' নামে পরিচিত। এ সীমা কোথা থেকে শুরু, তা নিয়ে কয়েক বছর ধরে বিতর্ক চলছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা ফেডারেশন অ্যারোনটিক ইন্টারন্যাশনালের মতে, কারমান লাইন শুরু পৃথিবীর ১০০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে। তবে নাসা বলছে, এই সীমা শুরু ৮০ কিলোমিটার থেকেই। যেসব পাইলট, মিশন পরিচালক ও নাগরিক এই সীমা পার হবেন, তাঁরাই নভোচারী হিসেবে গণ্য হবেন। গত মে মাসে প্রতিষ্ঠানটির পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সফল হলে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসন তাদের ভাড়ায় পর্যটক পরিবহনের অনুমতি দেয়। তবে এবারই প্রথম সব ক্রুকে নিয়ে নিউ মেক্সিকো থেকে মহাকাশযানে ব্র্যানসনের এই নভো-অভিযান। মহাকাশে পালাচ্ছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনীরা! নিজের স্পেসশিপে ভ্রমণ শেষে পৃথিবীতে ফিরে এলেন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী রিচার্ড ব্র্যানসন। ব্রিটিশ বিলিওনিয়ার ব্যবসায়ী রিচার্ড ব্র্যানসনকে নিয়ে ভার্জিন গ্যালাকটিক নামে একটি যান মহাকাশের দ্বারপ্রান্তে ভ্রমণের পর নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিউমেক্সিকোতে অবতরণ করেছে। এক ঘন্টাব্যাপী যাত্রায় ইউনিটি-২২ নামের এই মহাকাশযানটি ঘণ্টায় তিন হাজার কিলোমিটারেরও বেশি গতি উড়ে যায়। এসময় কয়েক মিনিট ধরে রকেটের ছয় যাত্রী ভরশূন্যতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মি. ব্র্যানসন বলেছেন, এই পরীক্ষামূলক ফ্লাইটের ভেতর দিয়ে মহাকাশে পর্যটনের নতুন এক যুগের সূচনা হবে। এদিকে করোনা মহামারির এই অস্থির সময়ে সাধারণ মানুষকে বাড়ির সামনের মোড়ে বের হওয়ার আগেও হাজারবার ভাবতে হচ্ছে।একে তো লকডাউন চলছে, তার উপর আবার রয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে চলার চিন্তা। তবে বলা হচ্ছে বিশ্বের শীর্ষ ধনী জনপ্রিয় ইকমার্স জায়ান্ট অ্যামাজনের সাবেক প্রধান নির্বাহী জেফ বেজোস আর ভার্জিন গ্যালাকটিকের মালিক রিচার্ড ব্র্যানসনের কথা। সাধারণ মানুষ এই করোনাকালে বাড়ির সামনের মোড়ের দোকানে যাওয়ার আগে দশবার ভাবলেও এই দু'জন পাড়ি জমাচ্ছেন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশে। বিশ্বের এই ক্রান্তিকালে তাদের এই মহাকাশ সফরের সমালোচনা করছেন নেটিজেনরা। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন বিশ্ব যখন ধুঁকছে, উনারা তখন মহাকাশে পালাচ্ছেন। অনেকে আবার মন্তব্য করেছেন, অ্যামিমেশন সিনেমা 'ওয়ালি' তে যেমন বিশ্ব বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে যাওয়ায় অবস্থাপন্নরা যেমন পালিয়েছিলেন, উনারাও কী তেমন পালাচ্ছেন? বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি জেফ বেজোসের আগেই অবশ্য মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছেন ব্রিটিশ ধনকুবের এবং উদ্যোক্তা, মহাকাশযান নির্মাতা কোম্পানি ভার্জিন গ্যালাকটিকের প্রতিষ্ঠতা রিচার্ড ব্র্যানসন। রিচার্ড ব্র্যানসন ১১ জুলাই নিজ প্রতিষ্ঠানের যানে মহাকাশ সফর শেষ করেছেন। দিনটি অপর উদ্যোক্তা, ফোর্বস তালিকায় এই মুহূর্তে বিশ্বের শীর্ষ ধনী জেফ বেজোসের মহাকাশে যাওয়ার তারিখের মাত্র নয় দিন আগে। অন্যদিকে পাঁচ জুলাই সিইও হিসেবে শেষ কর্মদিবস ছিল জেফ বেজোসের। ২০ জুলাই ব্লু অরিজিনের প্রথম মানববাহী অভিযানে সওয়ার হবেন বেজোস। ব্লু অরিজিন বলেছে, জেফ-এর ছোট ভাই মার্ক বেজোসও যাত্রাসঙ্গী হবেন যাত্রার। মহাকাশে অভিযানের ব্যাপারে আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস জানান, আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন থেকেই আমি মহাকাশে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছিলাম। ২০ জুলাই আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে সেই যাত্রা করব। আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুর সঙ্গে সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার। ২০ জুলাই একটি ঐতিহাসিক দিন, যেদিন প্রথম মানুষ চাঁদে পা রেখেছিল। এ বছর অ্যাপোলো ১১-এর চাঁদে অবতরণের ৫২তম বার্ষিকী পালিত হবে। তবে নেটিজেনরা সমালোচনা করলেও এই মহাকাশ ভ্রমণ তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের ফসল। তাদের এই মহাকাশ অভিযানে ঝুঁকিও নেহায়েত কম নয়। রকেটের মোটর কোনো কারণে কাজ নাও করতে পারে, কেবিনের বাতাসের চাপ কমে যেতে পারে পারে বা বায়ুমণ্ডলের বাইরে আঘাত বা অন্য কোনো কারণে কেবিন ছিঁড়ে যেতে পারে।

সৌদি আরবে ২০ জুলাই

(প্রথম পাতার পর)

১১ জুলাই জিলহজ মাসের প্রথম দিন ঘোষণা করেছে। জিলকদ মাস শেষ হয়েছে গতকাল। ১৯ জুলাই পবিত্র হজ। বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল আজহা কবে সেটা জানা যাবে আজ সন্ধ্যায়।

পবিত্র ঈদুল আজহার তারিখ নির্ধারণ এবং ১৪৪২ হিজরি সনের পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনায় আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে (বাদ মাগরিব) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা হবে। গতকাল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা শায়লা পারভীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাঁদ দেখা কমিটির সভা শেষে পবিত্র ঈদুল আজহার দিন তারিখ ঘোষণা করা হবে।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান। বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। টেলিফোন নম্বর: ৯৫৫৯৪৯৩, ৯৫৫৫৯৪৭, ৯৫৫৬৪০৭ ও ৯৫৫৮৩৩৭। ফ্যাক্স নম্বর : ৯৫৬৩৩৯৭ ও ৯৫৫৫৯৫১।

মানসিক অবসাদ কাটাতে

(প্রথম পাতার পর)

এসে জমা হয়। এসব কিছুরই সমাধান দিতে পারে যোগাসন। মানসিক চাপ কমাতে আপনিও করতে পারেন এই তিন ধরণের যোগাসন।

বালাসন

হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এবার শরীরটা বেঁকান। শরীরটা এমন ভাবে বেঁকান যাতে বুক যেন গিয়ে উরুতে ঠেকে। মাথা মেঝেতে রাখুন। আর হাত দুটো সামনের দিকে প্রসারিত করে রাখুন। এই আসন স্নায়ুতন্ত্রের জন্য খুব উপকারী। সেই সঙ্গে ঘাড় ও পিঠের ব্যথা কমাতেও এর জুড়ি নেই।

আনন্দ বালাসন

হাত ও পা ছড়িয়ে মেঝেতে পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাঁটু মুড়ে পেটের কাছে নিয়ে আসুন। এবার হাত দুটো প্রসারিত করে পায়ের পাতা দুটো ধরুন। হাঁটু দুটোর মধ্যে যেন বেশ খানিকটা দূরত্ব থাকে সে বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। এই ভাবে ৬০ সেকেন্ড থাকুন। শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দূর করবে এই আনন্দ বালাসন। পিঠের পেশির স্ট্রেচিংয়েও সাহায্য করবে।

সুখাসন

প্রথমে শিরদাঁড়া সোজা করে পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার হাঁটু বেকিয়ে নিয়ে বাম দিকের পা ডান দিকের হাঁটুর তলায় রাখুন এবং আপনার ডান দিকের পা বাঁ দিকের হাঁটুর তলায় রাখুন। এবার হাতের তালুদুটো হাঁটুর উপরে রাখুন। মাথা, ঘাড় ও শিরদাঁড়া যেন এক বিন্দুতে সোজা ভাবে থাকে। সোজাসুজি তাকিয়ে স্বাভাবিক শ্বাস নিন। এই ভাবে ৬০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। এই আসনের ফলে মন শান্ত হবে এবং অবসাদ দূর হবে। সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিও দূর করবে এই আসন।



মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালে বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

সরাসরি ফাইনালে থাকছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোয়ার চৌধুরী। এর আগে, অ্যালিমিনেশন রাউন্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে রান্না করেছেন নানা পদ। তবে, বিচারকদের কাছে সব থেকে ভালো লাগা চারটি পদের ভিত্তিতেই তিনি জায়গা পেলেন ফাইনালে।

বিশ্বের রান্নাবিষয়ক টেলিভিশন রিয়েলিটি শোর মধ্যে মাস্টারশেফ অন্যতম। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ তাদের নিজস্ব মাস্টারশেফ আয়োজন করে থাকে। বিশ্বে মাস্টারশেফ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়া' জনপ্রিয়তার দিক থেকে রয়েছে তালিকার শীর্ষে। এটি প্রতিযোগিতামূলক রান্নার একটি গেম শো।

গত ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পর্বে চারজন প্রতিযোগী পৌঁছে যান মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল রাউন্ডে। তাদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিশোয়ার।

এই পর্বে কিশোয়ার রেঁধেছিলেন রুবি চিকেন কারি। রুবি চিকেন কারি তৈরি করার পেছনে তিনি বলেন, 'রুবি মানেই হলো আবেগ। এটা লন্ডনে আমাকে আমার একটা সময় নিয়ে যায় যখন আমি একজন তরুণী ছিলাম, এবং সেটা ছিলো আমার সে সময় যখন আমি সত্যি অনেক বেশি আবেগি ছিলাম, আমার স্বপ্নগুলোকে অনুসরণ করছিলাম। তারপরে লন্ডন ছেড়ে আসি কারণ আমি মা হতে চলেছিলাম। আজ একজন মা আমি, আর এতদিন পরে আবার মা হয়ে সেই আবেগ দিয়ে এই খাবার তৈরি করেছি।'

খাবার পরিবেশনের পর এবারও কিশোয়ার বেশ চিন্তামগ্ন ছিলেন। কারণ এই রাউন্ডে তো তাকে জিততেই হবে। কিন্তু খাবারের স্বাদ দিয়ে এবারও কিশোয়ার বিচারকদের মন জিতেছেন। ফলে তিনি পৌঁছে গেছেন মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার ১৩তম আসরের ফাইনালে।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, ইন্ক
PARKCHESTER JAME MASJID, INC.
1203 Virginia Avenue, Bronx, NY 10472, Tel: 718-824-4194

ইমামও খতিব নিয়োগ

ব্রঙ্কসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে প্রাচীনতম ও স্বনামধন্য পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ-এর জন্য অভিজ্ঞ ইমাম ও খতিব নিয়োগ দেওয়া হইবে।

ঃ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

- ন্যূনতম কামিল (টাইটেল) পাশ হতে হবে এবং ক্বারী অগ্রাধিকারযোগ্য।
- ইংরেজী, আরবী ও বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে।
- সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী ও হানাফি মাযহাব-এর অনুসারী হতে হবে।

ঃ বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী ৩৪৭-৯৬৮-৮৭৭৭
তারেক আহমদ ৩৪৭-৫৪৭-৫৬৯৮
মোহাম্মদ নূরুল আহিয়া ৭১৮-৮৬৪-৫০০২





কনক চাপার একক সংগীতানুষ্ঠান

(শেষের পাতার পর)

আয়োজন করা হয়। ও তিনটি জাতীয় পুরস্কারের অধিকারী এবং নিজের শিল্পী জীবনের ঝুড়িতে অন্যান্য অসংখ্য পুরস্কারের ছড়াছড়ি এই শিল্পীর কাছ থেকে দর্শকরা কি আশা করেন? যার কণ্ঠস্বর হৃদয়ের পরতে পরতে এঁকে দেয় সুখের আলপনা। তার সুর আর ছন্দ পরিবেশকে করে মধুময় এবং দর্শকদের করেছে মোহগ্রস্ত। অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকরা বিহবল হৃদয়ে শুধু কনকচাঁপার গান আর মিউজিকের ঝংকারই শুনেছেন। অনুষ্ঠানে দর্শকরা শুধু নিটোল আনন্দ উপভোগ করেছেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পী কনক চাপা তার জনপ্রিয় গানগুলো ছাড়াও আধুনিক, রবীন্দ্র-নজরুল, লালনগীতি সহ বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে মুগ্ধ করেন। আর গানের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথাও সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অকপটে স্বীকার করলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড খ্যাত' বাংলাদেশের অপর জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীনের গানে গানে দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখার কৌশল। বললেন, শিল্পীরাও নানাভাবে, নানা কৌশলে দর্শক-শ্রোতাদেরও মজিয়ে রাখেন। সব মিলিয়ে প্রবাসীরা প্রাণভরে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

তিনি জানালেন, গান গাইতে গাইতে তিনি যখন ঘেমে যান তখন তাঁর মনে হয় তিনি একজন সত্যিকারের কণ্ঠশ্রমিক। যে সাহসী উচ্চারণ তাঁকে হাজার হাজার শিল্পীর একজন প্রতিনিধি বলেই প্রতীয়মান করে। নিজের বাবাকে প্রথম ও স্বামী গীতিকার মঈনুল ইসলাম খানকে গানের দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ কওে কনক চাঁপা বলেন, তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমি আজকে এ পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছি। নিজে ও তাঁর স্বামী গান নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশ-দেশান্তরে। আর তাই তিনি নিজেদেরকে বাউল দম্পতি হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রশংসা করেন প্রবাসী শিল্পী শাহ মাহবুবের গানের।

শিল্পী বেবি নাজনীন বলেন, আমি গানের কদর বুঝি। খুব সহজে আমি প্রীত হইনা। কিন্তু আজকে কনক চাঁপার গাওয়া প্রতিটি গান আমার হৃদয় ছুঁয়েছে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আয়োজক আলমগীর খান আলম। এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শাহ নেওয়াজ, এম মজুমদার, ডা. সারওয়ারুল হাসান, কামরুজ্জামান বাবু, আহসান হাবিব, হাসান জহির, রানো নেওয়াজ, শিল্পী শাহ মাহবুব প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীতে

(শেষের পাতার পর)

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (৮ জুলাই) দিবাগত রাত ৯টার দিকে নিউ-ইয়র্ক সিটির ডাউন টাউন ম্যানহাটানের ই হাউস্টন এবং ক্লিনটন স্ট্রীট এলাকায় রেষ্টুরেন্টের খাবার সরবরাহ করার সময় অজ্ঞাত ব্যক্তির গাড়ী চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে স্থানীয় বেলভিউ হাস-পাতালের জরুরী বিভাগে নেয়ার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফ হোসেন পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, মুন্না ম্যান-হাটানে বাইকে 'উবার ফুড' ডেলিভারীর কাজ করতো। সে ব্রুককলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকায় বসবাস করতো। তিন বছর আগে সড়ক পথে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন মুন্না। সে দালালদের মাধ্যমে ২০/২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র এসেছিলেন বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

গ্রেটার নোয়াখালী এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু জানান, ম্যানহাটানে খাবার ডেলিভারি করার সময় মুন্না গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেছে। তার মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার উদ্যোগ নিচ্ছি।

সন্তানের প্রিয় মুখ দেখা হল না মৌলভীবাজারের লিপনের

নিউজার্সী থেকে বিশ্বজিৎ দে বাবলু জানান: চার বছর আগে বাবা-মা এবং তিন ভাইবোনের সাথে আমেরিকায় এসেছিলেন মৌলভীবাজারের লিপন আহমেদ। বাংলাদেশে তার আরো তিন ভাইবোন রয়েছেন। আমেরিকায় ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়।

নিউজার্সীতে বাইসাইকেলে করে রাস্তা পাড় হচ্ছিলেন তিনি।। স্থানীয় সময় বুধবার (৭ জুলাই) দুপর সাড়ে ১২টার দিকে প্রসপেক্ট পার্ক সিটি হলের সামনে একটি দ্রুতগামী কার তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান লিপন।

লিপনের খালাতো ভাই তারেক চৌধুরী জানান, দুর্ঘটনার দিন লিপনের তার ছুটির দিন ছিল। কর্মস্থল থেকে বেতন তুলে দেশে টাকা পাঠিয়ে বাসায় ফেরার পথে প্রসপেক্ট পার্ক সিটি হলের সামনে সাদা রঙ্গের একটি টয়োটা ক্যামরির চালক তার বাইসাইকেলে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান।

সদাহাস্য লিপনের মৃত্যুতে তাই নিউজার্সীতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। লিপন বাংলাদেশী দোকানে কাজকরতেন। এ সুবাদে কমিউনিটির সবার সাথেই তার সুসম্পর্ক ছিল।

লিপনের মামা প্রসপেক্ট পার্ক সিটির কাউন্সিলম্যান মুহাম্মদ আবুল হোসেন সুরমান জানান, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ভবানী-পুর গ্রামের বাসিন্দা লিপন। তার বাবা আমেরিকা প্রবাসী লনু মিয়া তালুকদার।

তিনি আরও জানান, লিপন ৪ বছর ধরে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমেরিকায় আছেন। বাংলাদেশে তার স্ত্রী, এক বছরের শিশুপুত্র রয়েছে। তার গভীর শোকাহত হয়েছেন। তিনি বলেন, লিপন অত্যন্ত বিনয়ী এবং সুন্দর মনের মানুষ ছিল।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের

(শেষের পাতার পর)

তাদের নাম ঘোষণা করেছে। এদের মধ্যে পিটার ডি হাসকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এছাড়াও ভারতে এরিক এম গারসেতি, ফ্রান্সে ডেনিস ক্যাম্পবেল এবং চিলির রাষ্ট্রদূত হিসেবে বেরনাডেটে এম মিহানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে, রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেতে সিনেটে তাদের চূড়ান্ত অনুমোদন লাগবে।

মি. পিটার হাস জার্মানিতে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন, পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস ওয়েসলেয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়াশোনা করেন এবং এরপর তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। মরক্কোর আমেরিকান দূতাবাসে কূটনীতিক হিসেবে তার প্রথম কর্মজীবন শুরু হয়। এর পর যুক্তরাজ্য এবং ভারতেও মার্কিন দূতাবাসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন পিটার। সিনেটের অনুমোদন পেলে তিনি আর্ল আর মিলারে স্থলাভিষিক্ত হবেন। আর্ল আর মিলার ২০১৮ সালের ১৩ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জিলহজ মাসের ১৩ দিনের

(শেষের পাতার পর)

হজ ইসলামের মৌলিক পাঁচ স্তম্ভের একটি। এর মূল কাজগুলো ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। হজ সামর্থ্যবানদের ওপর জীবনে একবার ফরজ হয়। ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তার জন্য অবশ্যকর্তব্য। আর যে (এই নির্দেশ পালন করতে) অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ দু-নিয়াবাসীদের প্রতি সামান্যও মুখাপেক্ষী নন।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭)

যেহেতু হজে যেতে হলে আগে নিবন্ধন করতে হয়। নিবন্ধনের পর সিরিয়াল পেতে পেতে দুই-তিন বছর সময় লেগে যায়। তাই যে বছর হজে যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প আছেড়ত্তার দুই-তিন বছর আগেই নিবন্ধন করতে হবে। সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

কোরবানি করা: এ মাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল কোরবানি, যা ১০, ১১ বা ১২ তারিখে সম্পন্ন করতে হয়। এবং তা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর ওয়াজিবড়্যিনি সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী। মহানবী (সা.) সরাসরি কোরবানির ব্যাপারে নির্দেশিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কোরবানি করো।' (সুরা কাউসার, আয়াত : ২)

রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস : ৭৫৬৬)

আর যাদের ওপর ওয়াজিব হয়নি, তারাও চাইলে সুন্নত হিসেবে কোরবানি করতে পারবে।

বেশি বেশি নেক আমল করা: এ মাসের প্রথম ১০ দিনের যেকোনো নেক আমল আল্লাহর অনেক প্রিয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর কাছে জিলহজের ১০ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই।' (বুখারি, হাদিস : ৯৬৯)

তাই প্রতিটি মুহূর্তে কোনো না কোনো নেক আমল করতে থাকা উচিত। যে কাজই করি তা যেন হয় ইহকালীন বা পরকালীন কোনো কল্যাণে। পাশাপাশি গুনাহ থেকে বিরত থাকাও বিশেষভাবে জরুরি।

প্রথম ৯ দিন রোজা রাখা: জিলহজের প্রথম ৯ দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব। এর প্রতিটি রোজা এক বছরের রোজার সমতুল্য। এবং প্রথম ১০ রাতে ইবাদত করা উত্তম। এর প্রতিটি রাত লাইলাতুল কদর সমতুল্য। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'জিলহজের ১০ দিনের ইবাদত আল্লাহর নিকট অন্য দিনের ইবাদতের তুলনায় বেশি প্রিয়। প্রতিটি দিনের রোজা এক বছরের রোজার মতো। আর প্রতি রাতের ইবাদত লাইলাতুল কদরের ইবাদতের মতো।' (তিরমিজি : ১/১৫৮)

পুরো ৯ দিন রোজা রাখা সম্ভব না হলে যত দিন রোজা রাখা সম্ভব তত দিন রাখা যেতে পারে। আর পুরো ১০ রাতে ইবাদত করা সম্ভব না হলে যত রাতে ইবাদত করা সম্ভব তত রাতে ইবাদত করা যেতে পারে। এতেও সাওয়াব পাওয়া যাবে।

বিশেষত আরাফার দিন রোজা রাখা: আরাফার দিন তথা ৯ জিলহজ রোজা রাখলে দুই বছরের (সগিরা) গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই এ দিন রোজা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'আ-রাফার দিনের রোজার বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখি যে তিনি আগের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।' (মুসলিম, হাদিস : ১১৬২)

অতএব যে এলাকায় যখন জিলহজের ৯ তারিখ হবে সে এলাকায় তখন রোজা রাখলে এ ফজিলত লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।

নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা: যারা কোরবানি করার ইচ্ছা করবে তাদের জন্য জিলহজ মাসের প্রথম থেকে কোরবানি করা পর্যন্ড় নখ-চুল ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন জিলহজের প্রথম দশক শুরু হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কোরবানি করবে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।' (মুসলিম, হাদিস : ১৯৭৭)

তবে কোরবানি করতে অক্ষম ব্যক্তি ঈদের পর নখ-চুল ইত্যাদি কাটলে তার পূর্ণ একটি কোরবানির সওয়াবের কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৭৮৯)

এমনকি এ সময় বাচ্চাদের নখ-চুল কাটা থেকে বিরত থাকাও ভালো। অতএব জিলহজ আগমনের আগেই নখ-চুল ইত্যাদি কেটে পরিপাটি হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়।

তাকবিরে তাশরিক পড়া: ৯ জিলহজ ফজর থেকে ১৩ জিলহজ আসর পর্যন্ড় মোট ২৩ ওয়াক্ত নামাজ। এর প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর একবার তাকবিরে তাশরিক পড়া ওয়াজিব। চাই জামাতে নামাজ পড়া হোক বা একাকি, পুরুষ হোক বা নারী, মুকিম হোক বা মুসাফির। তাকবিরে তাশরিক পুরুষের জন্য জোরে পড়াও ওয়াজিব। তাকবিরে তাশরিক হলো, 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।'

ঈদুল আজহার নামাজ পড়া: ঈদুল আজহার নামাজ প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন পুরুষের ওপর ওয়াজিব। সূর্যোদয়ের ২০-৩০ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাজ পড়া যায়। নবীজি (সা.) ঈদুল আজহার নামাজ সাধারণত সূর্যোদয়ের আধাঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে আদায় করতেন। ঈদুল আজহার নামাজ একটু তাড়াতাড়ি পড়াই উত্তম। তবে প্রয়োজনে কিছুটা বিলম্ব করাও নিষিদ্ধ নয়।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া আম্বরশাহ আল ইসলামিয়া, কারওয়ান বাজার, ঢাকা

করোনা আর ঈদ ঘিরে দেশে

(শেষের পাতার পর)

কোরবানীর অর্ডার। পাশাপাশি চলছে দেশেরও কোরবানী দেয়ার প্রস্তুতি। তবে করোনা পরিস্থিতি সহ নানা কারনে এবছর কোরবানীর বাজার গরম, অর্থাৎ কোরবানীর জন্য গরু-খাসীর মূল্য একটু বেশী বলে সংশ্লিস্টরা জানিয়েছেন। মূল্য বেড়েছে কোরবানীর বাজারের অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের।

এদিকে বাংলাদেশে মহামারী করোনা আর আসন্ন ঈদুল আযহা ঘিরে দেশে অর্থ প্রেরণের হিরিক পড়েছে। সোনালী এক্সচেঞ্জ সহ বিভিন্ন মানি রিমেটান্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসীরা অর্থ পাঠাচ্ছেন। সোনালী এক্সচেরঞ্জের বিভিন্ন শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশের মানুষের বিপদে প্রবাসীরা পাশে দাঁড়াতে অর্থ প্রেরণ করছেন। তারপরও আসছে কোরবানীর ঈদ।

অপরদিকে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন গ্রোসারী বিশেষ করে কুইন্সের জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া, ব্রুকলীনের ওজোনপার্ক, চার্চ-ম্যাগডোনাল্ড, ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার প্রভৃতি এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব এলাকার গ্রোসারীগুলোতে কোরবানীর অর্ডার নেয়া শুরু হয়েছে। কেউ কেউ এককভাবে আবার কেউ কেউ আত্নীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলে কোরবানীর অর্ডার দিচ্ছেন। এককভাবে কোরবানী যারা দিতে চাচ্ছেন তারা খাসী আর যৌথভাবে যারা কোরবানী দিচ্ছেন তারা গরু-ই বেছে নিচ্ছেন বলে গ্রোসারীর মালিক/ম্যানেজারগণ জানান। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে কোরবানীর অর্ডার নেয়া হচ্ছে। সেই সাথে বিভিন্ন ফার্মের সাথেও তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

পাশাপাশি ঈদুল আজহার প্রস্তুতি হিসেবে গ্রোসারীগুলোতে মরিচ-মসল্লার স্টক করা হচ্ছে। তবে করোনা পরিস্থিতিতে জিনিসপত্র সরবরাহে খনিকটা সমস্যা থাকায় অনেক জিনিসপত্রের দাম গতবছরের চেয়ে একটু বেড়েছে বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

সংশ্লিস্ট ব্যবসায়ীরা আরো জানান, প্রবাসীদের মধ্যে কোরবানী দেয়ার আগ্রহ থাকলেও সরবরাহ কম থাকায় অনেক অর্ডার নেয়া সম্ভব হবে না। তারা জানান, কোরবানীর সময় গরুর পাউন্ড ৪ থেকে সাড়ে চার ডলার আর খাসীর মাংস ৬ থেকে ৭ডলারে মধ্যেই থাকবে। আর আস্ত গরুর মূল্য আড়াই হাজার ডলার থেকে ৪,৫০০ ডলার, খাসী ৫০০ থেকে ৬/৭ শ ডলার।

এদিকে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি), ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ সহ বিভিন্ন মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগেও চলছে ঈদুল আজহা পালনের প্রস্তুতি। কোন কোন মসজিদের উদ্যোগে খোলা আকাশের নীচে মাঠে ঈদ জামাত আয়োজনেরও প্রস্তুতি চলছে।

আমার বংশীবাদক!

(শেষের পাতার পর)

চার পাঁচটি কিশোর-তরুণের হাতে পোস্টার সাঁটা প্লাকার্ড। একজন হ্যান্ডবিল বিলায়। একটা নির্দিস্ট সময়ে ওই বাজনা শুনলেই বুঝতাম সিনেমাওয়ালারা এসে গেছে। দৌড়ে চলে যেতাম। কিছুটা পথ সাথে হাঁটতাম। হ্যান্ডবিল চাইতে থাকতাম। তবে বাচ্চাদেরকে হ্যান্ডবিল দিতে চাইতো না। ঘ্যানঘ্যান করতে করতে এক সময় একটা আদায় করতেই আবার দৌড়ে বাসায় এসে আম্মাকে দেখাতাম। হ্যান্ডবিলে থাকতো ছবির নাম নায়ক নায়িকার ছবি আরও কিছু বৃত্তান্ত। এই হ্যান্ডবিলগুলো আবার আমরা জমাতাম। আমার ধারনা সব থেকে বেশী হ্যান্ডবিল জমিয়েছিলাম দেব আনন্দ ওয়াহিদা রহমানের 'সোল বা সাল' ছবির। মনে হয় এটা বছরখানেক ধরে হলে ছিল। এ ছাড়াও আম্মা 'উল্টোরথ' সংগ্রহ করে আনতেন। তাতেও বিভিন্ন ছায়াছবির দৃশ্য নায়ক নায়িকাদের ছবি দেখতাম। দেখে মজা পেতাম কিন্তু সিনেমা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা তখনও হয় নাই। মনে আছে একবার আম্মা সৌমিত্র চট্টপাধ্যায়ের 'অপুর সংসার' দেখতে গেছিলেন সাথে আমিও ছিলাম। বাংলা সামাজিক ছবি, কিছুই বুঝি নাই। প্যানপ্যানানি কান্নাকাটি দেখে বিরক্ত হচ্ছিলাম। কিছু সময় পর আম্মার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছিলাম।

সে আমলে ভারতীয় বাংলা এবং হিন্দি ছবিগুলো দেশীয় হলে চলতো। কোন ছবি একটা হলে লাগলে কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েক মাসও থাকতো। নাগিন নামে এক ছবি ছয় মাস চলতেও দেখেছি। মিলপাড়া বড় বাজারের ভেতর ছিল রক্সি সিনেমা হল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এই সিনেমা হলটা আবিষ্কৃত হয়। হলের সামনে বিশাল পর্দায় সিনেমার নায়ক নায়িকাদের ছবি, কিছু দৃশ্য। সবই হাতে আঁকা তবে কত নিখুঁত। হা হয়ে তাকিয়ে থাকি সে সবের দিকে। সিনেমার নাম 'আন'। নায়ক দিলীপ কুমার আর ভিলেন প্রেমনাথের তলোয়ার যুদ্ধ, নায়িকা নাদিরার সেই রাগত: দৃ স্টি, সহনায়িকা নিম্মির উচ্ছল ছবি- সেই সাথে আরও কিছু লড়াইয়ের দৃশ্য। মাথা ঘুরে যায়। মনে মনে ঠিক করি যেভাবেই হোক হলের ভেতর ঢুকে দেখতে হবে ব্যাপারটা কি।

কিন্তু ঢুকতে পয়সা লাগবে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি সর্বনিম্ন টিকেট চার আনা, থার্ড ক্লাশ। আমার তখন ক্লাশের দরকার নাই, ভেতরে যেতে হবে। পরের কয়েকদিন পয়সা জোগাড়ের চিন্ড়ায় কেটে যায়। আমার পয়সা সংগ্রহের একমাত্র উৎস আব্বার পকেট কাটা। মাঝেমাঝে আম্মা এটাওটা কিনতে দোকানে পাঠালে সেখান থেকে কমিশন বা চুরি। কিন্তু সেটাও এক পয়সা দুই পয়সা। চার আনা তখন অনেক পয়সা। চার চারে ষোল। আব্বার পকেট থেকে সরালে অধিকাংশ সময়েই ধরা পড়তাম। এটাও জানতাম ধরা পড়লে বেধরক পিটুনি। কিন্তু প্রয়োজন না মানে মানা। সম্ভবত: সেবারও আব্বার পকেট থেকে একটা সিকি গায়েব করে দিয়েছিলাম। সেই পয়সা দিয়ে এক দুপুরে রক্সি সিনেমা হলে গিয়ে ঢুকি।

এই আমার প্রথম কোন সিনেমা দেখা। দেখা তো না সেদিন যেন গিলেছিলাম। এরপর থেকে নেশামত হয়ে যায়। রোমান্টিক ছবির চাইতে যুদ্ধবিগ্রহ মারপিটের ছবিগুলোয় বেশী মজা পেতাম। তখ-নকার ছবিতে যুদ্ধ বা লড়াই বলতে তলোয়ার যুদ্ধ হতো, এখনকার মত বন্দুক পিস্তল দিয়ে বা ঢিসুম ঢিসুম কিলাকিলি ঘুষাঘুষি নয়। কুষ্টিয়ায় তখন আর আরও একটা সিনেমা হল ছিল। পাক পিকচার প্যালেস। সম্ভবত: থানা পাড়ার দিকে ইউনাইটেড স্কু লের বীপরিতে। মাঝেমাঝে ওখানে গিয়েও ছবি দেখতাম। জেমিনির ছবিগুলো বেশী আকর্ষন করতো। পুরাটাই মারপিট। ইনসানিয়াত নিশান ভাইভাই। ঢাকার নাগরমহলে দেখলাম সংদিল। যখনই যেটা আসতো দেখে ফেলতাম। পয়সা যেন কিভাবে যোগাড় হয়ে যেতো।

তখন থেকে দিলীপ কুমার আমার একজন অন্যতম পছন্দের হিরো। হলে বেশীদিন ভারতীয় ছবি চলেনি। আশির দশকের শুরু থেকে ভিসিআর এলে তার অন্য ছবিগুলো দেখার সুযোগ হয়। বাবুল হালচাল দিদার তারানা দাগ অমর উড়ন খাটোলা নয়া দৌড় মধুমতি আজাদ মোঘল ই আযম, এরপর কহিনুর সাগিনা মাহাতো ক্রান্ড়ি বিধাতাসহ অভিনীত অধিকাংশ ছবি। দিলীপ কুমার ছিলেন বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক আইকন। অনন্য এবং অদ্বিতীয়। মর্মস্পর্শী অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন 'ট্রাজেডি কিং' খ্যাতি। রাস্ট্রীয় সম্মান-নাসহ অসংখ্য পদক পদবীতে ভূষিত 'দিলীপ সাহাব' মহারাস্ট্র থে কে রাজ্য সভার ম নোনীত সদস্যও হয়েছিলেন। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারি এই কিংবদন্তি ৯৮ বছর বয়সে দুনিয়া ত্যাগ করলেন গত সাত তারিখে।

বলতে গেলে সিনেমা বা শিল্প সংস্কৃতির প্রতি আমার আকর্ষন দিলীপ কুমারের ওই আনদ ছবি দেখার পর থেকেই। তিনিই ছিলেন আমার বংশীবাদক। ওপারে ভাল থাকুন হে লিজেন্ড।

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 12 // 2021

আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের ঈদুল আযহার ঈদ জামাত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী ২০ জুলাই আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে (৮৯-১৪ ১৫০ স্ট্রীট জ্যামাইকা, এন.ওয়াই ১১৪৩৫) অবস্থিত রুফুস কিং পার্কের খোলা মাঠে বিশাল পরিসরে এবং মসজিদে ঈদুল আযহার তিনটি ঈদ জামাতের আয়োজন করছে। এএমসি কর্তৃপক্ষ, দুরদুররান্তে কোরবানী করতে যাওয়া ব্যক্তিদের সুবিধার কথা চিন্তা করে ঈদের প্রথম জামাত সকাল ৬.১০ মিনিটে মসজিদে আয়োজন করেছেন। দ্বিতীয় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮.৩০ মিনিটে, এতে ইমামতি করবেন আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের ইমাম আতাউর রহমান এবং তৃতীয় জামাত সকাল ১০ টায়, এতে ইমামতি করবেন আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের ডাইরেক্টর এম. ফয়সাল নেওয়াজ। ঈদ জামাতে









বেঙ্গল সোসাইটি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক:´ বেঙ্গল সোসাইটি অব নিউইয়র্কে বার্ষিক বনভোজন জমজমাট ও আনন্দঘণ পরিবেশে বেঙ্গল সোসাইটির সদস্য পরিবার পরিজন নিয়ে গত ৪ জুলাই রোববার লং আইল্যান্ডে ব্যার্থ পেইচ স্টেট পাকে অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোঃ আলী সহ ডিউক, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সোলেমান আলী, চিটাগাং এসোসিয়েশন এর সিনিয়র সহ সভাপতি মাসুদ সিরাজী, নির্বাচন কমিশন সৈয়দ মোরর্শেদ রেজভী চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আবদুর রহমান, কবি আবদুর শহীদ, ল সোসাইটি এর্টনী মোঃ আলী বাবুল, এর্টনী রাফী।

বনভোজনে বেঙ্গল সোসাইটির পরিবার ঈদের আনন্দ মেতে উঠে। দীর্ঘ ১৬ মাস করোনায় ঘরে বসে দিন যাপনের পর লং আইল্যান্ডের সবুজ গাছের নীচে বসে, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে, সকালে নিজ নিজ গাড়ী নিয়ে একে একে পার্কে প্রবেশ করে বেঙ্গল সোসাইটির সদস্য ও পরিবার পরিজন ও অতিথিবৃন্দ। বারবিকিউ, সিদ্ধ ডিম, কলা নানরুটি দিয়ে অতিথিদের সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এরপর তরমুজ বিতরণের পর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলা শুরু হয়। দুপুর ২টার পর দেশীয় স্বাদে রকমারী খাবার মধ্যাহ্ন ভোজে পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত সকলে আনন্দের মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করেন। এরপর মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিকালে কাঁচা আমের চাটনী, ঝালমুড়ি ও চা পরিবেশন করা হয়। প্রবাসী শিল্পী শাহানাজ পারুল, রোকসানা হায়দার সংগীত পরিবেশণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে ১৫টি আকর্ষনীয় বিভিন্ন পুরস্কার র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

বেঙ্গল সোসাইটির এই বনভোজনের সভাপতি মাহমুদুর হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী সবুজ, কোষাধ্যক্ষ বোরহান খান এবং প্রধান সমন্বয়কারী আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর অক্লান্ত পরিশ্রমে বনভোজন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে সভাপতি মাহমুদুর হক চৌধুরী বনভোজনে আগত সকল অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রধান সমন্বয়কারী আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বনভোজনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

'বাংলাদেশের মানুষও ভাতা

(শেষের পাতার পর)

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশেষ একটি স্থানে উপনীত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ গুটিকয়েক উন্নত দেশ তার অসহায় নাগরিকদের নিয়মিত ভাতা প্রদান করে। বাংলাদেশও এক কোটি নাগরিককে মাসিক ভাতা প্রদান করছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানী ভাতা ১২ হাজার থেকে বাড়িয়ে মাসিক ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এসব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই উন্নয়নের মহাসড়কে উঠা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থান অনুধাবন করা যায়।

গত ৯ জুলাই শুক্রবার অপরাহ্নে কুইন্সে বসবাসকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবুল কাশেমের বাসায় প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময়ের তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এসময় সাবেক তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই মতবি-নময়কালে 'সন্দ্বীপ নদী সিকস্তি পুনর্বাসন সমিতি'র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার ভূইয়া, কমিউনিটি লিডার কামাল হোসেন মিঠু, আশরাব আলী খান লিটন, যুবলীগ নেতা এ টি এম রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন বলেন, অথনৈতিক ভাবে বাংলাদেশকে ইমার্জিং টাইগার অভিহিত করা হচ্ছে। আমরা বেশ কিছু মেগা প্রজেক্টের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছি এবং এখনও বড় ধরনের অনেক কাজ চলছে নিজস্ব অর্থে। ধার-দেনার প্রয়োজন হচ্ছে না। এমনকি, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ বিপুল অর্থ সহায়তা দিয়েছে নিকটবর্তী একটি রাষ্ট্রকে। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীন বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে অদম্যগতিতে ধাবিত হচ্ছে তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শিতাপূর্ণ নেতৃত্ব গুণে।

উল্লেখ্য, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এক ব্যক্তিগত সফরে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন। তিনি মাসখানেক অবস্থানকালে নিউইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডায় যাবেন। সেখানে তার কন্যা বাস করেন।

এদিকে রোববার (১১ জুলাই) সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপিকে বীর চট্টলার প্রবাসীদেও পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা দেয়া হয়। এদিন সন্ধ্যায় ব্রুকলীনস্থ চট্টগ্রাম সমিতি ভবনে সমিতির উদ্যোগে সংবর্ধিত করা হয়।

মুখের ত্বকে ভাঁজ পড়লে

(শেষের পাতার পর)

কারো কারো মুখের ত্বক কুঁচকে যায়, হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। এমন ঘটনা আজকাল ৩০ থেকে ৩৫- এর কোটার অনেক নারীরই হচ্ছে।

৩০- এর পর পরই অনেক মেয়ের ঠোঁটের পাশে দাগ, কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। এতে করে বয়সের থেকেও বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে। এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এর অন্যতম কারণ হলো, ত্বকের ভুল যত্ন। অল্প বয়সে ত্বকে ভাঁজ পড়ার এমন বেশ কিছু কারণ আছে, যা হয়তো চিন্তাও করেননি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলো কী কী-

ভুল মেকআপ:

সৌন্দর্য সচেতন নারীরা মেকআপ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু সে মেকআপটা ঠিকঠাক করতে পারেন না অনেকেই। কেউ কেউ চোখ প্রায় কপালে তুলে কাজল পড়েন, মাসকারা বা আইলাইনার লাগানোর অভ্যাসও আছে অনেকের। এর ক্ষতিকর প্রভাবে কপালের চামড়া কুঁচকে যায় বহু ক্ষেত্রে। মেকআপ তোলার সময়েও অনেকে এমন কাজটা করে থাকেন। এমনটা নিয়মিত চলতে থাকলে ভাঁজ তো কপালে পড়বেই। তাই মেকআপ করা ও মেকআপ তোলার সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে। ভুল মেকআপ করা থেকে বিরত থাকুন।

রোদ থেকে সাবধান:

রোদ যে ত্বকের ক্ষতি করে সে কথা সবারই কমবেশি জানা। অনেকেই আছেন রোদে বের হলে সহজে তাকাতে পারেন না। চোখ বন্ধ হয়ে আসে কিংবা বেশি আলোয় তাকালেই চোখ পিটপিট করেন, তারা অবশ্যই সানগাস ব্যবহার করবেন। মুখের ত্বক কুঁচকে যাওয়া এটাও একটা কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে এমন অনেক নারীরই হয়। চোখ বেশি আলো সহ্য করতে পারে না। এর নিয়মিত প্রভাবে মুখের ত্বকে ভাঁজ পড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

বদঅভ্যাস বদলে ফেলুন:

ব্যক্তিগত কিছু বদঅভ্যাসের কারণেও মুখের ত্বকে অনাকাঙ্খিত ভাঁজ পড়ে। কেউ কেউ যেকোনো ছোটখাটো কথায় ইচ্ছাকৃত ভাবে নানা রকম মুখভঙ্গি করে থাকেন বা ভ্রু কুঁচকে যায় কথায় কথায় অথবা নাক-মুখ কুঁচকে হাসার অভ্যাস-এসব এক সময় বদঅভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যার কারণে ভাঁজ পড়ে চামড়ায়। বিশেষ করে কপালে এবং মুখের চারপাশে দাগ পড়ে যেতে পারে খুব কম বয়সে।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.B.(CUNY) Bronx Community College

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টার শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472







শুরু হলো বাফা'র থিয়েটার কার্যক্রম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক শহরের ব্রুক্সের পার্কচেষ্টারে অবস্থিত বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-বাফা'র নিজস্ব কার্যালয়ে নিউইয়র্কে অবস্থানরত অভিনয়শিল্পী, নাট্যজনসহ শিল্প সাহিত্যের অসংখ্য গুণীজনদের নিয়ে বাফার থিয়েটার শাখার উদ্বোধন করা হয়। গত ২৬ জুন শনিবার সন্ধ্যায় এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাফার থিয়েটার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক শরীফ আহমেদকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

বাফা'র শামীম আরা বেগমের সঞ্চালনায়, এতে বাফার বিগত বছরের কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরেন বাফা-র আর্টিস্টিক ডিরেক্টর মার্জিয়া স্মৃতি। বাফা'র ফাউন্ডার ও প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, নিউইয়র্কের অভিনয়শিল্পী, নাট্যজনসহ শিল্প সাহিত্যের সাথে জড়িত সবাইকে বাফার থিয়েটার কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, সকলকে নিয়ে তিনি এই কাজ করতে চান, তিনি বিশ্বাস করেন, আগামী প্রজন্ম এই থিয়েটার চর্চাকে আরো বহুদুর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শুভেচ্ছাবাণী, নাটকের অংশবিশেষ থেকে অভিনয়, আবৃত্তি, এবং গান পুরো আয়োজনটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এতে অংশগ্রহন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুর আহমেদ, নাট্যজন রেখা আহমেদ, নাট্যজন মুজিব বিন হক, সীতেষ ধর, শিরিন বকুল, খায়রুল ইসলাম পাখি, শরীফ আহমেদ, সোনিয়া কাদের, ক্লারা রোজারিও নজরুল কবির, মিজানুর রহমান প্লিব, তাহরিনা প্রীতি, জান্নাতুল আরা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আগত সবাই বাফা'র এই সাহসী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নিউইয়র্কে এই প্রথম কোনো সংগঠন থিয়েটার নিয়ে কাজ শুরু করলো, এক্ষেত্রে বাফাই সবার চেয়ে এগিয়ে। তাঁরা শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি মেইনষ্টীমে বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে গ্রহণযোগ্য উপায়ে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়েও নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। উাফার প্রশিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাফা-র ফাউন্ডার সদস্য ফারজানা ইয়াসমিন, শম্পা রহমান, মনিরা নূর, আয়েশা চৌধুরী, এ.এফ.এম আফতারুজ্জামান, কবি সহুল আহম্মেদ, শহীদ উদ্দীন, তাহমিনা শহীদ, মাসুম আহম্মেদ, সিরাজদ্দীন আহম্মেদ সোহাগ, মুক্তা ধর, লুসি হাসান, শামস্ চৌধুরী রুশো, আমিরুল ইসলাম কামাল, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার, নুসরাত এলিন সহ আরো অনেকে।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশসহ চার দেশে নতুন রাষ্ট্রদূত মনোনয়নের ঘোষণা দিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শুক্রবার (০৯ জুলাই) বাইডেন প্রশাসন (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

আমার বংশীবাদক!



আমার সিনেমা দেখা শুরু দিলীপ কুমারের 'আন' দিয়ে। বয়স তখন কতই বা, এগারো কি বারো। আব্বার চাকরির সুবাদে থাকি কুষ্টিয়া, বাসা মিলপাড়ায়। প্রতিদিন বাসার সামনে দিয়ে বাদ্যবাজনা সহকারে সিনেমার পাবলিসিটি যায়। কয়েকজন বাজনা বাজায় আর (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

পেটারসনে বাংলাদেশ বুলেভার্ড সড়কের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন

টাইম টিভি: বর্ণিল আয়োজনে নিউজার্সীর পেটারসনে বাংলাদেশ বুলেভার্ড সড়কের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে। শনিবার এ উপলক্ষ্যে রাস্তা বন্ধ করে দিনব্যাপি চলে মেলা ও (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীতে গাড়ী চাপায় দুই বাংলাদেশী নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীতে একদিনের ব্যাবধানে গাড়ী চাপায় দুই বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে নিহত অনুভব খান মুন্না বরকত (২২) নামের এক যুবক। আর নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের প্রসপেক্ট পার্ক সিটিতে লিপন আহমেদ তালুকদার (৩১) নামে আরেক বাংলাদেশী যুবক নিহত হয়েছেন। মর্মান্তিক দুই ঘটনায় দুই





যুবকের অকাল মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, নিউইয়র্কে গাড়ী চাপায় বাংলাদেশী এক যুবক নিহত হয়েছেন। তার নাম অনুভব খান মুন্না। সে নোয়াখালী জেলার নবগ্রাম উপজেলার সোনাইমুড়ি গ্রামের সন্তান। তার অকাল মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

ঈদুল আজহা সমাগত : চলছে কোরবানীর অর্ডার

করোনা আর ঈদ ঘিরে দেশে অর্থ প্রেরণের হিরিক

বিশেষ প্রতিনিধি: পবিত্র ঈদুল আজহা সমাগত। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২০ জুলাই সমগ্র বিশ্বে ঈদুল আজহা পালিত হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। ঈদুল আজহা মুসলিম কমিউনিটির অন্যতম ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজেকে পুত-পবিত্র করার দিন। ঈদুল আজহার দিন পশু কোরবানীর মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করে থাকেন। আর তাই প্রবাসেও বিশেষ করে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটিতে আসন্ন ঈদুল আজহা ঘিরে চলছে নানা প্রস্তুতি, চলছে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

সম্প্রীতির পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো পূনর্মিলনী ও বনভোজন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজন আর সম্প্রীতির পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পূনর্মিলনী আর বনভোজন। এতে প্রেসক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ সপরিবারে অংশ গ্রহণ করে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করার প্রত্যয় ঘোষণার পাশাপাশি কমিউনিটির কল্যাণে প্রেসক্লাবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়

কনক চাপার একক সংগীতানুষ্ঠান মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা



অপু: বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনক চাপার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান হলো নিউইয়র্কে। আর নিজের একক গানের অনুষ্ঠানে মন-প্রাণ উজার করে গেয়ে দর্শক-শ্রোতাদেও মুগ্ধ করলেন শিল্পী কনক চাপা। শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে শুক্রবার (৯ জুলাই) লাগেয়ার্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলের বলরুমে এই অনুষ্ঠানের (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবীতে ওয়াশিংটন ডিসি'র জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সামনে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচী (বাকি অংশ ২৯ পাতায়

জিলহজ মাসের ১৩ দিনের বিশেষ আমল

মুফতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল

আরবি ১২ মাসের সর্বশেষ মাস জিলহজ। এ মাসের প্রথম ১৩ দিনের বিশেষ আমল কোরআন-হাদিসে বর্ণিত আছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হলো- **হজ করা:** জিলহজ মাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হজ। (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

'বাংলাদেশের মানুষও ভাতা পাচ্ছেন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জাতীয় সংসদে গ হায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জি- নয়ার মোশারফ হোসেন বলেছেন, 'জাতির জনক' (বাকি অংশ ৪৬পাতায়)

খেলার খবর

মুখের ত্বকে ভাঁজ পড়লে কী করবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শারীরিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে শরীরের প্রতিটি অংশের যত্নের প্রয়োজন। ত্বকের তো আরো বেশি। কিন্তু অযত্ন, অবহেলায়(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

টাইব্রেকার রোমাঞ্চে ইউরো জয় ইতালীর

স্পোর্টস ডেস্ক: একটা শিরোপার জন্য বুভুক্ষু হয়ে ছিল দুই দল। ১৯৬৬ বিশ্বকাপের পর আর মর্যাদার টুর্নামেন্ট জেতেনি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
Tax Services
Life Insurance MassMutual
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DDC.
LOW COST
e - file
Notary Public
Tel: 347-536-5107
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com